পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 9 Tuesday, 9 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা ❋ ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ভোটের আগে দুটি আলাদা পোর্টাল তৈরি করল নবান্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ রাজনৈতিক আবহই বলে দিচ্ছে, ভোটের আর বেশি দেরি নেই। বাবরি মসজিদ থেকে গীতাপাঠ, সবটাই ভোটের আবহে অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ধর্মের রাজনীতি নয়, ঘরে ঘরে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে এবার বিশেষ নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৫ বছরের খতিয়ান নিয়ে সদ্য ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ প্রকাশ করেছেন মমতা। এবার সেই উন্নয়ন অবিলম্বে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে যাতে কোনও বাড়ি বাদ না যায়, বার বার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার ২৬-এর নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে সেই উন্নয়নকেই হাতিয়ার করতে চলেছে রাজ্যের শাসক দল। নির্বাচনের আগে জোড়া প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র গ্রহণ করতে দুটি আলাদা পোর্টাল তৈরি করল নবান্ন। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগে যাতে বাকি থাকা প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা যায়, তা প্রশাসনকে মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বার্তা এসআইআর-এর কাজের জন্য রাজ্যের মানুষের কাজ যাতে বাধা না পায় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবিরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাজ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে বলেও নির্দেশ দেন তিনি। বিশেষ করে মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন পানীয় জল, রাস্তাঘাট, আলো , বাংলার বাড়ি, সেতু নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ সঠিক সময়ে শেষ করে দিতে হবে

বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অসম্পূর্ণ কাজগুলি ভোটের আগে শেষ করার জন্য টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণে এবার থেকে নতুন পোর্টালে ‘পথশ্রী’ প্রকল্পের দরপত্র গ্রহণ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানাল নবান্ন। নির্দেশিকা অনুযায়ী উন্নয়নের পাঁচালি বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ এবং ‘পথশ্রী প্রকল্প এই দুটি উপরে বিশেষ জোর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় মানুষের প্রাথমিক চাহিদা কে পূরণ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। বাংলা বাড়ি থেকে নিয়ে সড়ক, জলসংযোগ, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সহ উন্নয়নমুখী কাজে গতি আনতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ১৩ জনের একটি পর্যবেক্ষক দল গঠন করা হয়েছে। পাশাপশি নতুন পৃথক দুটি পোর্টাল তৈরি করেছে নবান্ন।

‘এত ভীতু হলে চলবে না, প্রো অ্যাক্টিভ হন’

বিএসএফ সম্পর্কে পুলিশকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও কোচবিহার, ৮ ডিসেম্বরঃ রাজ্য পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে বিএসএফ কী করে বাংলার বাসিন্দাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে? বীরভূমের অন্তসত্ত্বা সোনালি বিবির প্রসঙ্গ টেনে কোচবিহারের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে প্রকারান্তরে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এরপরই রাজ্য পুলিশের কর্তাদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ‘‘রাজ্যের যাঁরা অফিসার আছেন তাঁদের বলব, এত ভীতু হলে চলবে না, মারপিট করতে বলছি না, খুন খারাপি করতে বলছি না! প্রো অ্যাক্টিভ হন।’’ সম্প্রতি বীরভূমের অন্তসত্ত্বা সোনালি বিবিকে বাংলাদেশে পাঠানোর অভিযোগ উঠেছিল বিএসএফের বিরুদ্ধে। পরে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে তাঁকে দেশে ফেরাতে বাধ্য হয়েছে বিএসএফ। ওই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এই যে বাংলার গর্ভবতী মাকে নিয়ে এলাম। তার পরিবারের চারজন এখনও ওখানে আছে। তাঁরা ইন্ডিয়ার সিটিজেন। কাগজপত্র আছে, তা সত্ত্বেও বিএসএফ তাঁদের জোর করে পুশব্যাক করেছে।’’ এরপরই রাজ্য পুলিশকে ‘সাহসী’ হওয়ার পরামর্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাংলায় কথা বললেই সবাইকে বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লোকাল পুলিশরা কী করছেন? আপনাদের হাতের নাগাল থেকে কী করে নিয়ে যাচ্ছে? নাকাচেকিংটা ঠিকমতো করুন। বর্ডার দিয়ে প্রচুর লেনদেন ইধার-উধার হচ্ছে।’’ এখানেই না থেমে বিএসএফ এবং কেন্দ্রকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘যাঁরা বেশি সমালোচনা করেন, তাঁরাই এটা খেয়ে যায়! আর দোষ হয় অন্য লোকের। সব পাখি মাছ খায়, দোষ হয় মাছরাঙার!’’ এরপরই রাজ্য পুলিশের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আসাম সরকারের কোনও অধিকার নেই বাংলার লোককে চিঠি পাঠানোর। আর পুলিশকেও আমার বলা থাকল, অন্য রাজ্য থেকে এসে আমার রাজ্যের লোককে যেন গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে না পারে। এটা দেখার দায়িত্ব আপনাদের।’’ এ ব্যাপারে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কোনও ক্রিমিনালকে অ্যারেস্ট করতে হলে স্টেট গর্ভমেন্টের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা নিশ্চয়ই ক্রিমিনালদের অ্যালাউ করব না। কিন্তু সাধারণ মানুষ আর ক্রিমিনাল এক নয়। কাউকে ক্রিমিনাল দাগিয়ে দেওয়ার আগে দেখতে হবে যে সে ক্রিমিনাল কি না।’’ অর্থাৎ এখন থেকে ভিন রাজ্যের পুলিশ কিংবা বিএসএফ স্রেফ অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে তুলে নিয়ে যেতে পারবে না। বরং কাউকে বাংলা থেকে নিয়ে যেতে হলে রাজ্যের পুলিশের কাছে যথাযথ নথিও দাখিল করতে হবে। রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী এদিন যা বলেছেন, সেটাই নিয়ম। কিন্তু সোনালি বিবিদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানেনি বিএসএফ।’’ অভিযোগ, সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের ঘটনা আকছার ঘটছে। আর কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় থানার পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও উঠছে। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এদিনের প্রশাসনিক সভা থেকে এ ব্যাপারেই রাজ্য পুলিশকে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে ফের সতর্ক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহার জেলায় প্রচুর রাজবংশী, কামতাপুরী সহ সংখ্যালঘুদের বসবাস। তাঁদের বরাভয় দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘চিন্তা করবেন না। আমি থাকতে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। কারণ, আমরা চায় মানুষ তাঁর মর্যাদা নিয়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচুক।’’ প্রশাসনিক বৈঠক শেষে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে পুজোও দেন তিনি। উল্লেখ্য ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবার সংকট সোমবার সপ্তম দিনে পড়েছে। পরিস্থিতি এখনও ঠিক না হওয়ায় আতান্তরে যাত্রীরা। আর এই সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রকেই দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কেন্দ্রের অব্যবস্থার জন্যই এই পরিস্থিতি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হয়রানি করা হল। আসলে এরা দেশের ব্যাপারে চিন্তিত নয়, তাদের চিন্তা ভোট, ইভিএম এসব নিয়ে। আমরা মানুষের কথা ভাবি।’’ একই সঙ্গে রবিবার ব্রিগেডের গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে তাঁর না যাওয়া নিয়েও মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন কোচবিহার যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। গত কয়েকদিন ধরে ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবা বড়সড় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। শুধু দুর্ভোগ নয়, সুযোগ বুঝে কোনও কোনও এয়ারলাইন্স বিমান ভাড়াও অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়েছে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে যাত্রীদের কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘এয়ারলাইন্স বলছে, আমরা গভর্নমেন্ট এর কথা শুনছি। আসলে এদের কোনও প্ল্যানিং ছিল না। প্যাসেঞ্জারদের বলব, আপনারা কোর্টে যান।’’ প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই বিষয়টি দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এদিন বিমানবন্দরে গিয়ে এ ব্যাপারে সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ইন্ডিগোর অব্যবস্থার বিষয়টিও তাঁদের কাছ থেকে শোনেন তিনি। মমতার কথায়, ‘‘কেউ এক্সট্রা প্রেসার পাইলটদের উপর দেয়, তার জন্য সিস্টেম করা উচিত। এমনকী এই পরিস্থিতির পরও যে সব বিমান যাচ্ছে, তার ভাড়া ৫০ হাজার হয়েছে। এক বর বউ তাদের বিয়েতে পৌঁছতে পারেননি দেখলাম। এটা ডিসাস্টার। কেন্দ্রীয় সরকারের আগে প্ল্যান করা উচিত ছিল। এখন সময় মানুষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।’’ পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় তৎপরতার দাবি জানিয়ে মমতা বলেন, ‘‘আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব যাতে অর্ধেক প্লেন অন্তত চলে। বা ট্রেনের ব্যবস্থা অন্তত করুক। টিকিটও পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরই শ্লেষের সুরে যোগ করেন, এরা তো নেতাজি রামমোহনকেও মানে না!’’ ব্রিগেডে অনুষ্ঠিত হওয়া রবিবারের ব্রিগেড নিয়েও মুখ খুলেছেন মমতা। আয়োজকরা মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে মুখ্যমন্ত্রী না যাওয়ায় শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারের মতো রাজ্য বিজেপির নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে নানাবিধ মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, ‘‘নিরপেক্ষ অনুষ্ঠান হলে আমি নিশ্চয়ই যেতাম, কিন্তু বিজেপির প্রোগ্রামে কীভাবে যাব?’’ খানিক থেমে মুখ্যমন্ত্রীর সদুত্তর, ‘‘আমারও তো একটা আইডিওলজি আছে। আমি সব ধর্ম সব বর্ণকে সম্মান করি। কিন্তু এই শিক্ষা আমার পরিবার আমায় দেয়নি।’’

সবরমতীর ধারে স্বর্গীয় পরিবেশ

‘প্রমুখ বার্নি অম্রুত মহোৎসব’-এ হাজির হলেন অমিত শাহ

সংবাদ সংস্থা, গুজরাট, ৮ ডিসেম্বরঃ অক্ষরধামে আয়োজন করা হল ‘প্রমুখ বার্নি অম্রুত মহোৎসব’। প্রায় ৫০ হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে এক স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরি হল অক্ষরধামে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রমুখ স্বামী মহারাজ কীভাবে অনুপ্রাণিত করে, সে কথা উল্লেখ করেছেন শাহ। অমিত শাহ বলেন, ‘‘ভক্তি আর সেবাকে একত্রিত করে এক নজির তৈরি করেছেন প্রমুখ স্বামী মহারাজ। সনাতন ধর্মের সন্ত প্রথা ফিরিয়ে এনেছেন তিনি। সনাতন ধর্ম যখন নানা চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে, সেই সময় এক পথ প্রদর্শক হয়ে উঠেছেন তিনি।’’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, জীবনের ৯টা দশক ধরে মানবসেবার রাজ করেছেন প্রমুখ স্বামী মহারাজ। আমেদাবাদে সবরমতী রিভার ফ্রন্ট সেন্টারে ওই উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। সেখানে তুলে ধরা হয়। প্রমুখ স্বামী মহারাজের নানা সেবামূলক কাজ। বিএপিএস-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৭৫ বছর পার করেছেন প্রমুখ স্বামী মহারাজ। তারই উদযাপন হয় এই উৎসবে। সারাজীবন কীভাবে স্বার্থহীনভাবে কাজ করে গিয়েছেন তিনি, তারই উদযাপন করা হয়। মানবসেবার কাজ করতে গিয়ে কখনও জাতি, বর্ণ দেখেননি মহারাজ। এমনকী ১৯৫০ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর নিজে হাতে বাসনও মেজেছেন তিনি। মহারাজের ঐতিহাসিক যাত্রার কথা তুলে ধরা হয়েছে উৎসবে। কীভাবে আমেদাবাদে তৈরি হওয়া অর্গানাইজেশন গোটা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। রবিবার বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে উৎসবের মঞ্চে স্বাগত জানানো হয় অমিত শাহ, হর্ষ সাংভি ও ভূপেন্দ্র পটেলকে। মানুষের সেবায় কীভাবে প্রমুখ স্বামী মহারাজ কাজ করেছেন, তা একাধিক ভিডিয়োর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। অহম - শূন্যতা বা আত্মত্যাগ করার বিষয়টিও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস সহ সব বিষয়ই জায়গা পেয়েছে। বিশ্বাসে ভর করেই প্রমুখ স্বামী মহারাজ কাজ করে চলেছেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নেন অমিত শাহও। প্রমুখ স্বামী মহারাজ সমাজের জন্য কতটা কাজ করেছেন, সে কথাও উল্লেখ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গুজরাট বিজেপি প্রেসিডেন্ট জগদীশ বিশ্বকর্মা। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল বলেন, ‘‘৯ দশক ধরে সক্রিয় প্রমুখ স্বামী মহারাজ। প্রমুখ স্বামী মহারাজ, মহন্ত স্বামী মহারাজ, স্বামীনারায়ণের উপস্থিতিতে গুজরাটের মাটি পূণ্য হয়েছে।’’ মহন্ত স্বামী মহারাজ উল্লেখ করেন, একসময় নিজে না খেয়ে তাঁকে খাইয়েছেন প্রমুখ স্বামী মহারাজ। তিনি বলেন, ‘‘তিনি সবসময় বিশ্বাস করেছেন, অন্য আনন্দেই নিজের মুখ।’’ এই উৎসব উপলক্ষে সবরমতীর নদীর ধারে আরতি ও বাজি পোড়ানো হয়। ৫০ হাজার ভক্ত একসঙ্গে আরতি করেন। অটল ব্রিজে বাজি প্রদর্শনী হয়। তিন মাস ধরে ৭ হাজার ভলান্টিয়ার মিলে এই উৎসবের আয়োজন করেছেন। বিদেশ থেকেও উপস্থিত ছিলেন ভক্ত ও অতিথিরা। প্রশাসনের তরফ থেকে সবরকমের সাহায্য করা হয়।

রাজ্যের স্কুলগুলোর পুলকার পরিষেবা নিয়ে বড় ঘোষণা পরিবহন দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ উলুবেড়িয়ায় পুলকার দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা। জারি একাধিক বিধিনিষেধ। রাজ্যের প্রতিটা স্কুলে নির্দেশাবলী ফ্লেক্স আকারে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উলুবেড়িয়ায় মর্মান্তিক পুলকার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল তিন শিশুর। নেপথ্যে উঠে আসে পুলকারটির স্বাস্থ্যের গণগত মান নিয়েই। রাজ্যে সবক’টি পুলকার সংগঠনগুলির সঙ্গে উচ্চপর্যয়ের বৈঠক পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর। জারি করা হল চার দফা বিধি নিষেধ। একইসঙ্গে, একাধিক নির্দেশাবলী শহর এবং রাজ্যের প্রতিটি স্কুলের বাইরে ফ্লেক্স বদলে জেলার প্রতিটি পরিবহন দফতরের আধিকারিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি জেলার তথ্য নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করতে। তালিকা অনুযায়ী, এই সাদা প্লেট নম্বর থাকা পুলকারগুলিকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে। গাড়ির স্বাস্থ্য কতটা ভাল, সেই সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রিপোর্ট সন্তোষজনক হলেই সাদা প্লেট থাকা গাড়িগুলি পুলকার হিসেবে চালানোর অনুমতি পাবে। এদিন বৈঠকে উঠে আসে, একাধিক পুলকার লজঝরে অবস্থায় চলাচল করছে। সেগুলি বড়সড় বিপদ ডেকে

আকারে লাগানোর সিদ্ধান্ত। পুলকার সংগঠনগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হল এই ফ্লেক্সগুলি দ্রুত স্কুলগুলির আশেপাশের বিভিন্ন অংশে লাগিয়ে দেওয়ার। একইসঙ্গে, শহর এবং রাজ্যের বুকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়ি পুলকার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সোমবার উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠকে বিষয়টি উঠে আসে। বৈঠকে উপস্থিত আইজি ট্রাফিক সুকেশ জৈনকে বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে দেখা নির্দেশ দেন রাজ্যের মন্ত্রী। তবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থা সাদা নম্বর প্লেট থাকা পুলকার গুলিকে বন্ধ করার ইচ্ছে নেই পরিবহন দফতরের। আনছে বলেও এদিনের বৈঠকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। যেকারণে পুলিশকে মন্ত্রী তরফে বলা হয়েছে, এই পুলকারগুলির উপরে নজর রাখার জন্য এবং ফিটনেস কতটা রয়েছে সেগুলো রাস্তায় ধরে ধরে পরীক্ষা করানোর জন্য। বর্তমানে কলকাতা, হাওড়া, হুগলির আংশিক, দুই ২৪ পরগনা মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পুলকার চলে। যেগুলি কমার্শিয়াল হিসাবে নথিভুক্ত রয়েছে। এর বাইরেও সাদা প্লেট থাকা গাড়িতে পুলকার চালানো হয়। উত্তরবঙ্গ এবং গৌড়বঙ্গ মিলিয়ে পুলকারের সংখ্যা আরও প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার।

দমদমে গেঞ্জি কারখানায় ভয়াবহ আগুন, ছড়াল আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দমদম, ৮ ডিসেম্বরঃ শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড। এবার দমদমে একটি গেঞ্জি কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগল। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। ওই গেঞ্জি কারখানার আশপাশে বস্তি থাকায়, সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। খবর পেয়েই দমকলের ১০টি ইঞ্জিন পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেই চেষ্টা করেন দমকল কর্মীরা। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধেয় দমদম সেভেন পয়েন্টের কাছে ওই গেঞ্জি কারখানায় আগুন লাগে। কারখানায় গেঞ্জির মতো দাহ্য পদার্থ বেশি থাকায়, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অনেক দূর থেকেও আগুনের শিখা দেখা যায়। কারখানার কর্মীরা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। ওই কারখানার পাশেই বস্তি রয়েছে। ফলে বস্তিতে আগুন ছড়িয়ে পড়লে কী হবে, তা নিয়ে আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আশপাশের বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার বের করে বাইরে নিয়ে চলে আসেন। ওই কারখানার উল্টোদিকের বাড়িতে কয়েকজন আটকে ছিলেন। তাঁদের বের করে আনা হয়। খবর পেয়েই পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেটাই প্রথম লক্ষ্য ছিল দমকলের। এক দমকলকর্মী বলেন, ‘‘ওই কারখানার চারিদিকে বস্তি রয়েছে। সেগুলো রক্ষা করাই চ্যালেঞ্জ ছিল দমকলের কাছে। আমরা সফলভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি। বস্তিতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। আমরা চ্যালেঞ্জে জিতে গিয়েছি। বর্তমানে ওই কারখানার আগুনও নিয়ন্ত্রণে।’’

‘প্রেস্টিজিয়াস প্রজেক্ট’, রাজ্যের যুক্তি আর শুনবে না হাইকোর্ট

দিনক্ষণ জানানোর নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ নিয়ে জটিলতা জিইয়ে রয়েছে এখনও। সম্প্রতি ওই প্রজেক্টের কাজের জন্য রাজ্যকেই দোষ দিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রাজ্য সরকারকেই পদক্ষেপ করতে বলেছেন তিনি। এবার সেই চিংড়িঘাটার মেট্রোর কাজ নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ বিচারপতির বক্তব্য, যে সমস্যার কথা বলছেন, সেটা রাজ্য এতদিনে অনুধাবন করল? নিশ্চয়ই নয়? এটা তো যে কোনও সময়ই হবে। যখনই এই কাজ হোক, তখনই এমন সমস্যা হবে। তাই বলে এমন প্রজেক্ট আটকে থাকবে? আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যকে নতুন করে আদালতকে ডেট বা দিনক্ষণ জানানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। রাজ্যের নতুন

করল হাইকোর্ট। মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্যের বৈঠক হওয়ার পরও কেন কিছু কার্যকর হল না? সেই প্রশ্ন তুলেছেন হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। ট্রাফিক ব্লক করে কাজ করতে হবে, আর সেই কারণটাকেই তুলে ধরল রাজ্য। রাজ্যের পক্ষ থেকে এজি আদালতে বলেন, যে জায়গায় ব্লক করা হবে, সেখানে সবচেয়ে অসুবিধার বিষয় হল, অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবে না। এ কথা শুনে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘এটা একটা প্রেস্টিজিয়াস প্রজেক্ট। তৈরি হলে রাজ্যেরই মানুষের সুবিধা হবে। অথচ আপনারা ট্রাফিক ব্লকের কারণ দেখাচ্ছেন?’’ ভারপ্রাপ্ত প্রধান যুক্তি আদালত শুনবে না বলেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে ওই কাজের দ্রুত রূপায়ণের ব্যবস্থা করতে পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্যকে। চিংড়িঘাটা এলাকায় ৩৬৬ মিটার না জোড়া হলে অরেঞ্জ লাইনের কাজ শেষ হচ্ছে না। সেই জল গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত। আদালতের নির্দেশে সব পক্ষ বৈঠকে বসে গত ৯ সেপ্টেম্বর। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, উৎসবের মরশুম মিটে গেলে নভেম্বরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহের শুক্র থেকে রবিবার রাতে ট্রাফিক ব্লক নিয়ে কাজ শেষ করবে আরভিএনএল। সিদ্ধান্তে সায় দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। তারপরও সেই কাজ হয়নি।

‘৩৯ শতাংশ ভোট ৫১ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে’, বিজেপিতে যোগ তিনজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ জেলায় জেলায় কাজ না হলেও উন্নয়নের প্রচার চালানো হবে। এমনটাই দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, জেলাশাসকদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছেন, ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিতে আগ্রহী অনেকেই। এদিনই তিনজন শুভেন্দুর হাত থেকে বিজেপির পতাকা তুলে নেন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, ‘‘৯১১৪টি স্কিমে ৭ হাজার কোটি টাকার টেন্ডার করা হচ্ছে। আমরা এই অবৈধ কাজের দায় নিতে পারব না। এই টাকার মাত্র ১০ শতাংশ টাকা তিনি বরাদ্দ করেছেন। কারণ উনি ভাল করেই জানেন এই টাকা তিনি দিতে পারবেন না। জেলাশাসকদের মনোজ পন্থের মাধ্যমে তিনি নির্দেশ পাঠিয়েছেন।’’ মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ শনিবার জেলাশাসকদের সঙ্গে

বৈঠকে বাড়ি-রাস্তা তৈরি, জল সরবরাহ, আমার পাড়া, আমাদের সমাধান ইত্যাদি প্রকল্পের প্রচার বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ‘‘কাজ হোক না হোক, প্রচার চালিয়ে যেতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলাকায় এলাকায় দৃশ্যমান প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’’ বিরোধী দলনেতা আরও দাবি করেছেন, প্রকল্পের শিলান্যাসের পর জেলাশাসককে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে একটি মিটিং করতে বলা হয়েছে। মিটিংয়ে ন্যূনতম ৫০০ জনের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে ও ৫০ শতাংশ মহিলার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে বলে নির্দেশ এসেছে বলেও দাবি। শুভেন্দু আরও জানান, বিধানসভা নির্বাচনের আগে অনেকেই বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের লক্ষ যে ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছি সেটাকে ৫১ শতাংশে নিয়ে যাওয়া।’’ এদিন বিজেপিতে যোগ দেন সহকারী অধ্যাপক অজয় কুমার দাস। আইএসএফের প্রার্থী ছিলেন তিনি। যোগ দিয়েছেন আর এক অধ্যাপক সঞ্জীব হাঁসদা। আদিবাসী সমাজকে নিয়ে কাজ করেন তিনি। যোগ দিয়েছেন বঙ্কিম বিশ্বাস। পুলিশ অফিসার পদে ছিলেন তিনি, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে থেকে পদত্যাগ করেছেন।

বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ আনলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্বসংবাদদাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপি-কে উখাতের নিদান দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়। বিজেপি-কে 'ছারপোকা'র সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ছারপোকা খাটে থাকে, কামড়ায়, যতক্ষণ না মারছেন, ও কামড়াবে। এদেরকেও রাজনৈতিকভাবে সরিয়ে দিতে হবে। যাতে আর কখনও বাংলার ক্ষতি করতে পারে না।বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ এনে মমতা বলেন, আমি কমিউনাল পলিটিক্স করি না। আমি সেক্যুলার পলিটিক্স করি। সংবিধান মানি। সব ধর্মের সব মানুষকে সম্মান করি। বাংলায় সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। তাই এখানে অরাজকতা সৃষ্টি করতে দেব না।বিজেপি-র বিরুদ্ধে তোপ দাগতে গিয়ে তিনি বলেন, এসআইআর-এর জন্য কত মানুষ মারা গিয়েছে। তোমাদের লজ্জা করে না? অন্যের প্রাণ গেলে তোমার মন কাঁদে না? বাংলা ভাষায় কথা বললে সবাই বাংলাদেশি? সোনালি কি বাংলাদেশি ছিল? তার সমস্ত নথি তো ভারতীয়! তাঁকে কেন বাংলাদেশে জোর করে পাঠানো হল? বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের জবাব তোমাদের দিতে হবে। আমি বাংলা ভাষাতেই কথা বলব। পারলে আমার গলা কেটে দিও।মমতার দাবি, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে ন'জন বিএলও মারা গিয়েছেন। রাজস্থানে মারা গিয়েছেন। বাংলায় অনেকজন মারা গিয়েছেন। ১৩ জন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তিনজন নিজেকে শেষ করতে গিয়েছিলেন। ছ'মাস আগে থেকেই বাংলায় সমস্ত উন্নয়নের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।ভারতীয় নাগরিকদের ফের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে। কেউ ভয় পাবেন না। কেউ কাউকে বাংলাদেশে পাঠাতে পারবে না। কেউ ডিটেনশন ক্যাম্পে যাবেন না। আগামী ১২ তারিখ থেকে ব্লকে ব্লকে আমরা সহায়তা ডেস্ক চালু করছি। আপনাদের সমস্ত কাজ সেখানেই করে দেওয়া হবে।

জুনিয়র মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫-এর প্লেঅফ ম্যাচে ভারত ওয়েলসের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয়লাভ করেছে

চিলি, ৮ ডিসেম্বর ঃসোমবার চিলির সান্তিয়াগোর এস্তাদিও ন্যাসিওনালের সেন্ট্রো দেপোর্তিভো ডি হকি সেস্পেডে ২০২৫ এফআইএইচ জুনিয়র মহিলা বিশ্বকাপের প্লে-অফে ওয়েলসের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয়লাভ করেছে ভারতীয় জুনিয়র মহিলা হকি দল।ভারত আক্রমণাত্মকভাবে শুরু করে, প্রথম ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই পেনাল্টি কর্নার পায়। তারা বল দখলে রাখে এবং নিয়মিত ওপেনিং তৈরির জন্য লাইনের মধ্যে খেলে কিন্তু শুরুতে আঘাত করতে পারেনি।প্রথম কোয়ার্টারের শেষের দিকে ভারত ১৪ মিনিটে হিনা বানোর গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। সাক্ষী রানার দুর্দান্ত পারফর্মেন্সের পর দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও ভারতের চাপ অব্যাহত থাকে। ধারাবাহিক আক্রমণের পর সুনেলিতা টোপ্পো ২৪ মিনিটে গোল করেন।বিরতির পরপরই লিড আরও বাড়ে, যখন ওয়েলশ গোলরক্ষক শট ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার পর রিবাউন্ড থেকে ইশিকা ৩১ মিনিটে গোলে পরিণত হন।৫২তম মিনিটে এলোইস মোয়াটের গোলে ওয়েলস এক গোল শোধ করে। এরপর ভারত শেষ পর্বগুলো ভালোভাবে পরিচালনা করে জয় নিশ্চিত করে।৯ ডিসেম্বর ক্রসওভার ম্যাচে ভারত উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশ গঠনের জন্য কিছু ইতিবাচক চিন্তাভাবনা থাকা উচিত ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ দেশ গঠনের জন্য কিছু ইতিবাচক চিন্তাভাবনা থাকা উচিত, বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, রাজনীতিতে নেতিবাচকতা কার্যকর হতে পারে। কিন্তু পরিশেষে, দেশ গঠনের জন্য কিছু ইতিবাচক চিন্তাভাবনা থাকা উচিত। আমি আশা করি, আপনারা নেতিবাচকতাকে সীমার মধ্যে রাখবেন এবং দেশ গঠনের উপর মনোনিবেশ করবেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই শীতকালীন অধিবেশন আরেকটি কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নতুন চেয়ারম্যান আমাদের উচ্চকক্ষকে নির্দেশনা দেবেন। আমি তার জন্য শুভকামনা জানাই। জিএসটি সংস্কার দেশবাসীর মধ্যে শ্রদ্ধার পরিবেশ তৈরি করেছে। এই অধিবেশনেও সেই দিকে অনেক কাজ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, যে নাটক করতে চায় সে তা করতে পারে। এখানে নাটক নয়, পরিবেশনা থাকা উচিত। নীতির উপর জোর দেওয়া উচিত, স্লোগান নয়। অন্যদিকে নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করা উচিত বিরোধীদের, সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এই

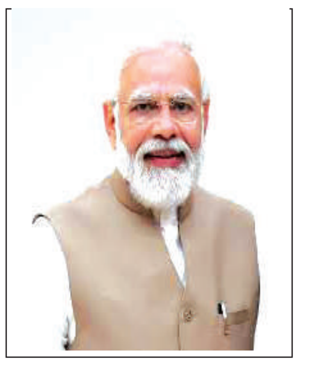

বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, নাটক নয়, বক্তৃতা দেওয়া উচিত। 'নীতি' (নীতি) -এর উপর জোর দেওয়া উচিত, 'নারা' (স্লোগান) নয়। গত ১০ বছর ধরে বিরোধী দল যে, খেলা খেলছে তা আর জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের কৌশল পরিবর্তন করা উচিত। আমি তাদের কিছু পরামর্শ দিতে প্রস্তুত। শীতকালীন অধিবেশন পরাজয়ের ফলে সৃষ্ট হতাশার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়া উচিত নয়, অথবা জয়ের পর অহংকারের আখড়ায় পরিণত হওয়া উচিত নয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথমবারের মতো সংসদে নির্বাচিত হওয়া অথবা তরুণ সাংসদরা খুবই হতাশ এবং অসন্তুষ্ট। নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না তাঁদের। নিজেদের নির্বাচনী এলাকার সমস্যা নিয়ে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের উচিত এই তরুণ সাংসদদের সুযোগ দেওয়া। আমাদের উচিত তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়া। এই নতুন প্রজন্মের অভিজ্ঞতা থেকে দেশ সংসদের মাধ্যমে উপকৃত হবে এবং তাই, আমি আবেদন করছি, আমরা যেন এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে নিই।অন্যদিকে সংসদ হতাশা দেখানোর জায়গা নয়, কাজ করুন, বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে এদিন সকালে সংদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই শীতকালীন অধিবেশনে আমি সমস্ত দলকে অনুরোধ করছি, পরাজয়ের আতঙ্ক বিতর্কের ক্ষেত্র যেন না হয়ে ওঠে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে, আমাদের দেশের জনগণের দায়িত্ব এবং প্রত্যাশাগুলিকে সর্বোচ্চ ভারসাম্য এবং দায়িত্বের সঙ্গে পরিচালনা করা উচিত, পাশাপাশি ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করা উচিত।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই অধিবেশনে এই সংসদ দেশ সম্পর্কে কী ভাবছে, দেশের জন্য কী করতে চায় তার উপর আলোকপাত করা উচিত। এই বিষয়গুলির উপরই মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিরোধীদেরও নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত। তাঁদের উচিত এই ধরণের বিষয়গুলি উত্থাপন করা, জোরালো বিষয়গুলি উত্থাপন করা। পরাজয়ের হতাশা কাটিয়ে ওঠা উচিত তাঁদের এবং দুর্ভাগ্যবশত, কিছু দল আছে যারা পরাজয় হজম করতে পারছে না। আমি ভাবছিলাম, বিহারের ফলাফল আসার পর থেকে অনেক সময় কেটে গেছে, তারা হযতো কিছুটা শান্ত হয়েছে। কিন্তু গতকাল যা শুনেছি তা থেকে মনে হচ্ছে পরাজয় তাঁদের কষ্ট দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এই শীতকালীন অধিবেশন কেবল একটি রীতি নয়, ভারত গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গণতন্ত্রের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বারবার এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হচ্ছে।

সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে দৃঢ় তার সঙ্গে কাজ করেছে কেন্দ্রঃ মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃসামাজিক ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে বিরোধীদের বিঁধলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তাঁর কথায়, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেছে কেন্দ্র। কিন্তু, তা নিয়ে ভাবেইনি।সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেন, এই সময়টাতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে। একইভাবে, বন্দে মাতরম রচনার ১৫০ বছর হয়ে গিয়েছে। এটিও উদযাপন করা হচ্ছে। সামাজিক ন্যায়বিচার আমাদের এজেন্ডা। বিরোধীরা কেবল এটি নিয়ে কথা বলেছে, কিন্তু কখনও তা নিশ্চিত করতে কাজ করেনি। নরেন্দ্র মোদী সরকার সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে।

বিভ্রাট অব্যাহত, যাত্রী সুবিধার্থে চলছে বিশেষ ট্রেন

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃদেশের অন্যতম বৃহ বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর বিমান বিভ্রাট সোমবারও অব্যাহত। ইন্ডিগোর উড়ান বাতিলের জেরে সোমবার সকালেও দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের ভিড় ও তাঁদের মধ্যে হতাশা দেখা গিয়েছে। একই অবস্থা ছিল মুম্বই এবং কলকাতা-সহ দেশের অন্যান্য বিমানবন্দরগুলিতেও। এমতাবস্থায় যাত্রীদের পাশে রয়েছে ভারতীয় রেল। ইন্ডিগোর বিমান বিভ্রাটের মধ্যে, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা করে

উত্তর প্রদেশের নিরাপত্তা, সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৮ ডিসেম্বর ঃউত্তর প্রদেশের নিরাপত্তা, সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। একটি খোলা চিঠিতে যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশের নিরাপত্তা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সুদৃ। আইনশৃঙ্খলা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। রাজ্যে অবৈধভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করা হযেছে। আমি জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা সতর্ক থাকুন এবং যে কোনও ব্যক্তিকে গৃহস্থালি বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে নিয়োগের আগে তাঁদের পরিচয় যাচাই নিশ্চিত করুন। রাজ্যের নিরাপত্তা আমাদের সকলের সম্মিলিত দাযিত্ব, কারণ নিরাপত্তাই সমৃদ্ধির ভিত্তি।

খারাপ পর্যায়ে একিউআই

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির বাতাস খুবই খারাপ পর্যায়ে। সোমবার সকালেও ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি। এ দিন দিল্লির বিভিন্ন স্থানে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল 'খুব খারাপ' পর্যায়ে। ধোঁয়াশায় মোড়া ছিল ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্য পথ। অক্ষরধাম, আইটিও সর্বত্রই ছিল বায়ুদূষণ।ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্য পথ এলাকায় বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল ২৯৪। আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৫৪ এবং অক্ষরধাম মন্দির এলাকাতেও বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ৩৫৪। এক মাসেরও বেশি সময় হয় গেল দিল্লির বাতাসের গুণমান এখন খারাপ পর্যায়েই রয়েছে।

বিশ্বমঞ্চে ভারতের উত্থান মোদীর নেতৃত্বেই, দাবি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ বিশ্বরাজনীতির বর্তমান অস্থিরতার মাঝেও ভারত যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা ও শক্তির অবস্থানে পৌঁছেছে, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্বই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলেই দাবি করলেন বিজেপির জাতীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও দলের অন্যতম মুখ্য নেতা দিলীপ ঘোষ। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, শুধু অর্থনীতি নয়, কূটনীতি, প্রতিরক্ষা সম্পর্ক, বিশ্বরাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা-সব ক্ষেত্রে ভারতের উত্থানের পিছনে রয়েছে মোদীর দৃঢ় ও সুস্পষ্ট নেতৃত্ব। তাঁর দাবি, আন্তর্জাতিক মহলে আজ ভারতের নাম উচ্চারণ করা হয় অন্য রকম সম্মানের সঙ্গে, এবং সেই সম্মানের ভিত তৈরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগেই।দিলীপ ঘোষ বলেন, বিশ্বে এখন ভারত এক অন্য উচ্চতায়। আগে আমরা কোথাও পিছনে পড়ে থাকতাম, বড় বড় শক্তিধর দেশের সঙ্গে সমানতালে কথা বলতে পারতাম না। কিন্তু মোদীজি ক্ষমতায় আসার পর সেই চিত্র পাল্টে গেছে। আজ বিশ্বের প্রতিটি উন্নত দেশ ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী নিজে সেই মর্যাদা এনে দিয়েছেন তাঁর নিরলস পরিশ্রম, কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের মাধ্যমে।তিনি আরও যোগ করেন যে, আন্তর্জাতিক অর্থনীতির রংপুরে ভারত আজ একটি নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হযেছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি, উপাদনশীলতা, পরিকাঠামো উন্নযন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে বিশেষ নজরে রাখছেন। দিলীপ ঘোষের মতে, দেশের এই ' আত্মবিশ্বাস' এসেছে মোদী সরকারের নীতি ও নেতৃত্বের ফলেই।এই বক্তব্যের পর তিনি বিস্তারিতভাবে ভারতের রাশিযার সঙ্গে সম্পর্ক এবং সাম্প্রতিক চুক্তিগুলির প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর কথায়, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব নতুন নয়। বহু দশকের পুরনো সম্পর্ক। তবে গত দশ বছরে সেই সম্পর্ক আরও দৃঢ়, আরও বাস্তবমুখী ও আরও কার্যকর হয়েছে। মোদীজির সময়ে এই বন্ধুত্ব এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। তেল, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, বাণিজ্য-সব ক্ষেত্রেই ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক

নতুনভাবে শক্তিশালী হচ্ছে।''দিলীপ ঘোষ জানান, রাশিয়ার সঙ্গে সাম্প্রতিক বৈঠক ও চুক্তিগুলি দুই দেশের জন্যই লাভজনক হবে। এতে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুরক্ষিত হবে, এবং একই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও সুসংহত হবে। তাঁর দাবি, বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে সমান কণ্ঠে ভারত কথা বলতে পারছে, কারণ মোদী সরকারের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি আত্মবিশ্বাস, বাস্তবতা এবং দেশের স্বার্থকে প্রথমে রাখা। তিনি বলেন, আজ বিশ্বমানচিত্রে ভারতকে আলাদা করে দেখা হয়। অন্যেরা আমাদের দিকে তাকিযে দেখে কীভাবে আমরা এগোচ্ছি। সেটা মোদীজির নেতৃত্ব না থাকলে সম্ভব হত না।এদিন দিলীপ ঘোষ ভারতের বিশ্বরাজনীতিতে অবস্থান নিয়ে বিস্তৃত কথা বলেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, আন্তর্জাতিক সম্মেলন কিংবা বহুপাক্ষিক বৈঠকগুলিতে আজ ভারত নেতৃত্বদায়ক ভূমিকা পালন করছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সমস্যায় ভারত এখন ' হিসেবে পরিচিত। জলবায়ু. পরিবর্তন থেকে শুরু করে বৈশ্বিক দক্ষিণের স্বার্থরক্ষা-ভারতের ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আগের থেকে অনেক বেশি দৃশ্যমান। তিনি বলেন, আমরা আর বিশ্বের মঞ্চে দর্শক নই। আমরা এখন সক্রিয় খেলোয়াড়। দেশকে এই জায়গায় এনেছেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা ইজরায়েল-হামাস সংঘাতের মতো পরিস্থিতিতেও ভারত নিরপেক্ষ, মানবিক ও কৌশলগত অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব জানে, ভারতের অবস্থান এখন স্থিতিশীলতার প্রতীক। এই ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতিই ভারতের প্রতি বিশ্বের বিশ্বাস বাড়িয়েছে।দিলীপ ঘোষ বলেন, এটা ছোট কথা নয় যে আজ বড় বড় দেশ ভারতকে মান্যতা দিচ্ছে। আমাদের পাসপোর্টের মর্যাদা বেড়েছে, বিদেশে ভারতীযদের সম্মান আগের তুলনায় বহুগুণ বেশি। এর পিছনে আছে একটাই কারণ-শক্তিশালী নেতৃত্ব। দেশকে আগামী প্রজন্মের জন্য আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করছেন প্রধানমন্ত্রী।এদিন তিনি ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি সম্পর্কেও মন্তব্য করেন। তাঁর দাবি, বিশ্বের অর্থনৈতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও ভারত দৃঢ়ভাবে নিজের গতি ধরে রাখতে পেরেছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার সংকটের সময়েও ভারতের অর্থনীতি ৭ শতাংশের উপরে বৃদ্ধির হার বজায় রেখেছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে শক্তিশালী করা, ডিজিটাল বিপ্লব-সব মিলে ভারতের অর্থনীতির ভিত্তি এখন অনেক শক্ত। এই অগ্রগতির ফলেই বিশ্ব বিনিয়োগকারীরা আজ ভারতকে ভবিষ্যতের ' গ্রোথ ইঞ্জিন' হিসেবে দেখছেন।রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে আরও বলতে গিযে. দিলীপ ঘোষ জানান, দু'দেশের মধ্যকার প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যা অন্য কোনও দেশের সঙ্গে ভারতের নেই। দীর্ঘদিন ধরেই ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ পেয়ে আসছে। বর্তমানে নতুন চুক্তিতে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও উন্নয়ন আরও বাড়বে। তার পাশাপাশি শক্তি, বাণিজ্য ও পরিবহন ক্ষেত্রেও উভয় দেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়ছে।তিনি বলেন, যে নতুন চুক্তিগুলো হয়েছে, সেগুলির মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে প্রযুক্তি বিনিময়, বাণিজ্য এবং যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্র অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। আজকের দিনে এই ধরনের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বরাজনীতির পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে রাশিয়া এবং ভারতের সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেযাদী পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।দিলীপ ঘোষ আরও দাবি করেন, ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রমাণ করে যে দেশ এখন এক শক্তিশালী পরাশক্তির পথে হাঁটছে। তিনি বলেন, যে ভারতকে একসময় কেউ পাত্তা দিত না, সেই ভারতকেই আজ বিশ্বশক্তি বলে স্বীকার করছে। জাতিসংঘ থেকে জি-২০-সব জায়গায় ভারতের নেতৃত্বকে সম্মান করা হচ্ছে। এই সাফল্য লক্ষ কোটি ভারতবাসীর গর্ব, কিন্তু এর নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি আরও বলেন, ভারতের বর্তমান সাফল্য কেবল কূটনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, সামরিক শক্তি-সবক্ষেত্রেই ভারত নিজের প্রতিভা দেখিয়েছে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে মিশন সফল করার পর বিশ্বের সব দেশ ভারতের মহাকাশ প্রযুক্তিকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করেছে। দিলীপ ঘোষ বলেন, মোদীজি শুধু ভারতের অবস্থান পরিবর্তন করেননি, ভারতের ভাবমূর্তি বদলে দিয়েছেন। তিনি বিশ্বকে দেখিয়েছেন যে ভারত শুধু সম্ভাবনাময় দেশ নয়, কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম এক শক্তিশালী রাষ্ট্র।শেষে দিলীপ ঘোষ বলেন, ভারতের ভবিষ্য আরও উজ্জ্বল হবে, কারণ দেশ এখন আত্মবিশ্বাসী, সংগঠিত এবং লক্ষ্যনিষ্ঠ পথে এগোচ্ছে। তাঁর কথায়, এই পথ প্রধানমন্ত্রী দেখিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত আরও উচ্চতায় উঠবে। আজ যে আন্তর্জাতিক মর্যাদা আমরা পেয়েছি, তা আগামী দিনে আরও বাড়বে। ভারতের উন্নয়নের গতি কেউ আটকাতে পারবে না।এইভাবে সোমবার দিলীপ ঘোষের মন্তব্য রাজ্য তথা জাতীয় রাজনীতিতে নতুন আলোচনা তৈরি করেছে। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট-বিশ্বমঞ্চে ভারতের উত্থানের কেন্দ্রে রযেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং এই উত্থান আগামী দিনে আরও সুদৃঢ় হবে।

উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে ২৫ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ অনলাইন বুকিং

উজ্জয়িনী, ৮ডিসেম্বর ঃ নতুন বছর ২০২৬ উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের মহাকালেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের ভি। নিয়ন্ত্রণ করতে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইন বুকিং বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সময়ে দর্শন ও ভস্ম আরতি শুধুমাত্র অফলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে করা যাবে।গত রবিবার মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গেছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তার জন্য দর্শন পথও বদলানো হয়েছে। মন্দির কমিটি জানিয়েছে, ভক্তরা ত্রিবেণী মিউজিয়াম থেকে প্রবেশ করে মহাকাললোক, মানসরোবর, গণেশ মণ্ডপ হয়ে এক্সিট টানেল দিয়ে বের হবেন।এছাড়াও নববর্ষ উপলক্ষে লাড্ডু প্রসাদের পরিমানও বাড়ানো হচ্ছে। সাধারণ দিনে ৩০-৪০ কুইন্টাল লাড্ডু তৈরি হয়, নববর্ষে উপলক্ষে তা বাড়িয়ে ৫০ কুইন্টালের বেশি করা হচ্ছে।

জনগণের সঙ্গে বন্দে মাতরমের সংযোগ স্বাধীনতা আন্দোলনের যাত্রাকে প্রতিফলিত করেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ জনগণের সঙ্গে বঃেদ মাতরমের সংযোগ স্বাধীনতা আন্দোলনের যাত্রাকে প্রতিফলিত করে, সোমবার লোকসভায় বন্দে মাতরমের ১৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আলোচনায় বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে মন্ত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল এবং সাহস ও দৃঢ়তার পথ দেখিয়েছিল। এখন এই পবিত্র বন্দে মাতরমকে স্মরণ করা এই সভার সকলের জন্য এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে আমরা বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্ণ হওয়ার ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সাক্ষী হচ্ছি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন বন্দে মাতরমের ৫০ বছর পূর্ণ হয়, তখন ভারত ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। যখন বন্দে মাতরমের ১০০ বছর পূর্ণ হয়, তখন ভারত জরুরি অবস্থার কবলে ছিল। সেই সময় দেশপ্রেমিকদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, যখন এই গানটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তখন ভারত এক কালো যুগের সাক্ষী ছিল। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর সেই গর্ব এবং আমাদের অতীতের সেই মহান অংশটিকে পুনরুদ্ধার করার একটি সুযোগ। বন্দে মাতরম আমাদের ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল।

রুশ-ইউক্রেন সংঘাত থামানো সহজ হচ্ছে না, স্বীকারোক্তি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৮ ডিসেম্বর ঃরুশ-ইউক্রেন সংঘাত থামানো সহজ হচ্ছে না, স্বীকারোক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তিনি বলেন, আমি ৮টি যুদ্ধ শেষ করেছি, রাশিয়া এবং ইউক্রেন, আমি ভেবেছিলাম এটা একটু সহজ হবে, কিন্তু ততটাও সহজ হচ্ছে না। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমরা রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি-সহ ইউক্রেনীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলছি।ট্রাম্প আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি এখনও প্রস্তাবটি পড়েননি, তাই আমি একটু হতাশ। রাশিয়া এতে (প্রস্তাব) রাজি আছে, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই যে জেলেনস্কি এতে রাজি আছেন। তাঁর দেশের জনগণ এটি পছন্দ করে। কিন্তু তিনি প্রস্তুত নন। কেনেডি সেন্টার অনার্সে ট্রাম্প কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি আটটি যুদ্ধ শেষ করেছেন, মূলত বাণিজ্য এবং শুল্কের কারণে।

কিছু মানুষ বন্দে মাতরম নয় বাবরি মসজিদে বিশ্বাসী, কটাক্ষ গিরিরাজের

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদে মসজিদ নির্মাণ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেছেন গিরিরাজ। তাঁর কথায়, কিছু মানুষ বন্দে মাতরম নয় বাবরি মসজিদে বিশ্বাসী।সংসদে বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সোমবার সকালে গিরিরাজকে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, ''কিছু মানুষ 'বন্দে মাতরম'-এ বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা বাবরি মসজিদে বিশ্বাস করে। হুমায়ুন কবীর নযন, মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় তা সম্পন্ন করেছেন (মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন)। এটি একটি সুচিন্তিত কৌশল অনুসারে করা হয়েছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখন এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।

ইন্ডিগো-বিভ্রাটে কেন্দ্রকে নিশানা মমতার

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা গোটা দেশজুড়ে। আর এই পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাহীনতাকে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দমদম বিমানবন্দর থেকে কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় তিনি বলেন, আমি দেখছি, বেশ কয়েকদিন ধরে বিমান পরিষেবা না পাওয়ায় সবার খুব সমস্যা হচ্ছে। আমার মনে হয়, কোনও পরিকল্পনা না করায় এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হল। এটা একদম বিপর্যয়। এর জন্য কেন্দ্র দায়ী। তাদের আগে থেকে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হতো। আমার তো মনে হয়, এর জন্য যাত্রীরা আদালতে যেতে পারে।মমতার আরও বক্তব্য, বিমান বাতিলের পর যাত্রীদের বলা হচ্ছে অন্য পথে যেতে। সেটা কি সম্ভব? বিমানে যেতে ২ ঘণ্টা লাগে, আর ট্রেনে সেই রাস্তাই ২৪ বা ৩৬ ঘণ্টা। তার ওপর আবার আগাম টিকিট, রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করতে হয়। সবমিলিয়ে যাত্রীদের জন্য চূড়ান্ত ভোগান্তি। আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সবসময় ভোটের কথা ভাবে আর আমরা ভাবি মানুষের কথা। তাই যাত্রীদের এত সমস্যা নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তিত।

ছত্তিশগড়ে ১২ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

রায়পুর, ৮ ডিসেম্বর ঃ আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে ভারতকে মাওবাদী মুক্ত করার ডাক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। সেই লক্ষ্যে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে দেশ। কুখ্যাত মাওবাদী কমান্ডার এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রামধের মজ্জি আজ নিজ গোষ্ঠীর ১১ জন মাওবাদীকে নিয়ে পুলিশের সামনে আত্মসমর্পণ করে। অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। কুখ্যাত মাওবাদী রামধেরের মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। সোমবার সকালে ছত্তিশগড়ের বকরকট্টায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশের সামনে আত্মসমর্পণ করে এই ১২ জন মাওবাদী। এই আত্মসমর্পণের ফলে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় অঞ্চল নকশাল মুক্ত হয়ে গেল।

গোয়ায় অগ্নিকাণ্ডে গ্রেফতার ৪

পানাজি, ৮ ডিসেম্বর ঃ উত্তর গোয়ায় অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমে ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রেস্তোরাঁর ৩ জন জেনারেল ম্যানেজার এবং একজন বার ম্যানেজার রয়েছেন। ৪ অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হলে, বিচারক ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠান।গোয়া পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল - দিল্লির আর কে পুরমের বাসিন্দা রাজীব মোদক (৪৯), নতুন দিল্লির মালব্য নগরের বাসিন্দা প্রিয়াংশু ঠাকুর (৩২), উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের বাসিন্দা রাজবীর সিংহানিয়া (৩২) এবং উত্তর প্রদেশের জৌনপুরের বাসিন্দা বিবেক সিং (২৭)। উল্লেখ্য, শনিবার গভীর রাতে উত্তর গোয়ার আরপোরায় একটি রেস্তোরাঁয় আগুন লাগে, সেই অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যু হয়।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতা বয়ে আনবে। আপনার জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন আপনাকে কিছুটা অস্বস্তি দিতে পারে। এই দিনটি আপনার চারপাশে উত্তেজনা আনবে। বিবাহের যোগ

বৃষঃ জটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিন-এতে আপনার মন ভালো থাকবে।

মিথুনঃআজ যদিও উৎসব আনন্দ ভরা দিন, তাও আপনাকে বয়ে যাওয়া থেমে মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক দিন হবে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি গড়ে উঠবে। ব্যবসায় উন্নতি হবে।

কর্কট রাশি ঃআপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি আপনার আর্থিক উপকারে আসবে। এই মূহূর্তে বাচ্চা আর পরিবার আপনার প্রধান লক্ষ্য।

সিংহঃআপনি আজ খুবই আবেগপ্রবণ হসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনি ইতিবাচকতা এবং উৎসাহ অনুভব করবেন, যা আপনার চারপাশের লোকদের উপরও প্রভাব ফেলবে। আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুখ অনুভব করবেন। প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য এটি একটি আদর্শ দিন। শুভ দিন হতে পারে আজ।

কন্যাঃএকটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে বিশ্রাম নিন। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন, বিশেষ করে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানো উপভোগ করবেন।

বৃশ্চিকঃ আপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ ব। হয়ে দেখা দেবে- যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে। সৌভাগ্য প্রকৃতপক্ষে সেই সব মহান লোকেদের সঙ্গেই থাকে যারা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র আবেগে ভরা দিন হবে। আপনি অস্থিরতা অনুভব করতে পারেন। আপনার মনে হতে পারে যে জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। শুভ দিন হবে।

মকরঃ ব্যস্ত কাজের সূচী আপনাকে খিটখিটে করে তুলতে পারে। যে কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে।।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই অনুকূল হবে। আপনার অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা আপনার থাকবে। ব্যবসায় উন্নতি

মীনঃ বাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও উপশমকারী ক্ষমতা আপনাকে প্রবোধ দিতে এবং উদ্বেগ শান্ত করতে পারে। আজ, আপনি অর্থ-সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। শুভদিন

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমলো। কুয়াশার কারণে অনেকটা কমে আসতে পারে দৃশ্যমানতাও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের সর্বত্র আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তুরে হাওয়ার প্রভাবে রাতের তাপমাত্রায় পতন ঘটতে পারে। আগের দিনের তুলনায় শনিবার একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে তাপমাত্রা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি কম। আগামী কয়েকদিন কলকাতার আকাশ মূলত পরিস্কার থাকবে। সকালের দিকে বেশ কিছু অংশে কুয়াশার প্রভাব দেখা যাবে। তবে বেলা বাড়তেই তা উধাও হয়ে যাবে। কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে উত্তরবঙ্গের জন্যেও। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে রাতের তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫২মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

শতাব্দীপ্রাচীন নিউ মার্কেট রক্ষায় সিসমিক বার, দ্রুত উদ্যোগ পুরসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্ভর ঃ বাংলাদেশে সম্প্রতি আঘাত হানা ভূমিকম্প কলকাতায সরাসরি ক্ষতি না করলেও, শহরের পুরসভা ঝুঁকি নিতে রাজি নয। কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন নিউ মার্কেট বা হগ মার্কেটকে ভূমিকম্প থেকে সুরক্ষিত রাখতে ' বার' বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই পুর ইঞ্জিনিয়াররা মার্কেটের তল্লাট জরিপ করবেন এবং সিসমিক বার বসানোর কাজ দ্রুত শুরু করবেন। কলকাতা পুরসভা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন শহর যেমন সিঙ্গাপুর, জাপান এবং ভারতের মুম্বইয়ে পুরনো সরকারি-বেসরকারি বহুতলগুলোতে ভূমিকম্প প্রতিরোধের জন্য 'সিসমিক বার' বসানো হয়। ভূমিকম্পের সময এই বার তাৎক্ষণিকভাবে অভিঘাত গ্রহণ করে ভবনের স্থিতিশীলতা বজায রাখে। কয়েক বছর আগে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, কলকাতা ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে পড়ে। বিভিন্ন সময়ে কলকাতা পুরসভা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের মাধ্যমে নিউ মার্কেটের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাজার বিভাগের মেয়র পার্ষদ আমিরউদ্দিন ববি জানান, মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে দ্রুত পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তার সঙ্গে এই বিষয়ে দ্রুত আলোচনায় বসব। নিউ মার্কেটের প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাস রয়েছে। এক সময়ে এটি দেশের শীর্ষস্থানীয় মার্কেট হিসাবে পরিচিত ছিল। এখনও দেশ-বিদেশের পর্যটকরা নিউ মার্কেটে শুধু কেনাকেনা নয়, দর্শনার্থী হিসেবেও আসেন। হেরিটেজ কমিটিও মার্কেটকে রক্ষা করার জন্য তৎপর। এরপরই পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর নিউ মার্কেটে সিসমিক বার বসানোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, ভূমিকম্প প্রতিরোধী তার মাটির তলার মাধ্যমে বসানো হবে। নিউ মার্কেটের সামনের রাস্তার দু'পাশ দিয়ে মাটি খুঁড়ে তার বসানো হবে। প্রতিটি দোকানের কলাম জুড়ে সিসমিক বার বসানো হবে। তবে কাজ শুরুর সময় কিছু দোকান অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখতে হতে পারে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই উদ্যোগ সম্পন্ন করা হবে। ১৮৭৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তা এস এস হগ নিউ মার্কেট প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৫০ বছর ধরে এটি কলকাতার একটি আইকনিক মার্কেট হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে এখানে প্রায় তিন হাজার ব্যবসায়ী রয়েছেন। পুরসভা আশা করছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে কোনো ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। মার্কেটের স্থিতিশীলতা ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

জয়নগরে নিজের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৮ ডিসেম্ভর ঃ নিজের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,জয়নগর থানার কামারিয়া এলাকার বাসিন্দা রাকিব পিয়াদা প্রেম করে গত ৮ মাস আগে বকুলতলা থানা এলাকার ১৬ বছরের এক নাবালিকা ফিরদৌস মোল্লাকে বিবাহ করে। বিয়ের পর থেকে একাধিক বিষয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়া হতো। ফিরদৌস প্রায় চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলো। রবিবার দুপুরে ও দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয় বলে জানা যায়। আর তার পরে এদিন বিকালে শোবার ঘর থেকে ফিরদৌসকে ঝুলতে দেখা যায়। তার স্বামী তাকে পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।আর তার পরে মৃতের বাপের বা।রি তরফে জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে জয়নগর থানার পুলিশ মৃতের স্বামী রাকিব পিয়াদাকে রবিবার রাতে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। সোমবার ধৃতকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ধৃতকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার তদন্তকারি পুলিশ আধিকারিক। মৃতদেহ সোমবার পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালের মর্গ থেকে ময়নাতদন্তের জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়।

ডুপ্লিকেট ভোটার চিহ্নিতকরণের জন্য বিএলও অ্যাপে নতুন ফিচার

ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন এক নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। ভোটার তালিকায় থাকা নকল বা ডুপ্লিকেট নাম চিহ্নিত করার জন্য এবার বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার) অ্যাপে নতুন ফিচার যুক্ত করা হচ্ছে। ডুপ্লিকেট ইলেকটর ভেরিফিকেশন নামে নতুন এই বিভাগ আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে। ফলে ভোটারদের একাধিক ভোটার পরিচযপত্র থাকলে তা সহজেই শনাক্ত করা যাবে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, আগে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় সময় লাগত এবং বিভিন্ন কারণে ভুল বা অনুপস্থিতি দেখা যেত। নতুন ফিচারের মাধ্যমে একই নামে বা একই ব্যক্তির একাধিক ভোটার আইডি থাকলে তা সরাসরি বিএলও অ্যাপের মাধ্যমে ধরা পড়বে। এর ফলে বুথ লেভেল অফিসাররা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি যাচাই করতে পারবে। যদি বিএলও অ্যাপে কোনো ভোটারকে ডুপ্লিকেট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার সরাসরি ভোটারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ভোটার যদি নিশ্চিত হন যে তাঁর নামে একাধিক ভোটার কার্ড আছে, তবে তাকে একটি ঘোষণাপত্র বা ডিক্লেযারেশন লিখতে হবে। এই ডিক্লেযারেশনের সঙ্গে ভোটারকে পুরনো এপিক কার্ড এবং বর্তমান এপিক কার্ডের জেরক্স কপি জমা দিতে হবে। এভাবে নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করতে পারবে যে এক ব্যক্তির একাধিক ভোটার আইডি তালিকায় নেই। অন্যদিকে, যদি ভোটার নিশ্চিত না হন যে তাঁর নামে আরও কোনো ভোটার কার্ড রয়েছে কি না, তবে তিনি একটি ডিক্লেয়ারেশন এবং শুধুমাত্র বর্তমান এপিক কার্ডের জেরক্স কপি জমা দিলেই হবে। এতে কমিশন প্রক্রিয়াটিকে আরও দ্রুত ও নির্ভুলভাবে পরিচালনা করতে পারবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই নতুন ফিচারের উদ্দেশ্য হলো ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং একাধিক ভোটার আইডি থাকার কারণে তৈরি হওয়া অনিয়ম দূর করা। নতুন অপশন কার্যকর হওয়ার পর বুথ লেভেল অফিসাররা নিয়মিতভাবে এই যাচাই কার্যক্রম চালাবেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই উদ্যোগ ভোটার তালিকার শুদ্ধতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ডুপ্লিকেট আইডি থাকলে ভোটার বিভ্রান্তি বা অনিয়মের সুযোগ তৈরি হতে পারে। নতুন ফিচারের মাধ্যমে ভোটারদের নাম, পরিচয় এবং ভোটার কার্ডের তথ্য নিশ্চিত করার সুযোগ মিলবে। এর ফলে ভবিষ্যতে নির্বাচনী জালিযাতি কমবে এবং ভোটারদের সঠিকভাবে ভোট দিতে সাহায্য করবে। কমিশন আশা করছে, নতুন ফিচার কার্যকর হওয়ার পর ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে যাচাই প্রক্রিযাটি দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হবে। বিএলও অ্যাপে এই নতুন অপশন যোগ হওযার ফলে স্থানীয় স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও বাড়বে। বুথ লেভেল অফিসাররা প্রতিটি ভোটারের তথ্য যাচাই করে নিশ্চিত করবেন যে তালিকায থাকা প্রতিটি নাম বৈধ। সারসংক্ষেপে, নতুন ডুপ্লিকেট ইলেকটর ভেরিফিকেশন ফিচার ভোটার তালিকাকে আরও নির্ভুল, স্বচ্ছ এবং নির্ভরযোগ্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এতে ভোটাররা নিজেদের তথ্য যাচাই করতে পারবেন এবং নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করতে পারবে যে ভোটার তালিকায় কোনো অনিয়ম নেই। এই উদ্যোগের ফলে ভোটের সময ভোটার বিভ্রান্তি কমবে, ভোটারদের সঠিকভাবে ভোট দেওযার সুযোগ নিশ্চিত হবে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা বৃদ্ধি পাবে।

হিমেল হাওয়ার ছোঁয়ায় জমে উঠছে বাংলার শীত - তাপমাত্রা নিম্নমুখী, কুয়াশায় সতর্কতা কয়েক জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্ভর ঃ উত্তুরের হাওয়া অবাধে ঢুকে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ফলে ডিসেম্বর-পেরোনো এই সময়ে শীতের দখল আরও মজবুত হচ্ছে দক্ষিণ ও উত্তর- উভয় বঙ্গেই। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত শীতের পথে বাধা হয়ে দাঁ।ানোর মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। বঙ্গোপসাগরেও বর্তমানে নেই কোনও নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত, ফলে উত্তুরে হাওয়ার দাপট অব্যাহত থাকবে বেশ কিছু দিন।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার পারদ ইতিমধ্যেই স্বাভাবিকের নীচে নেমে এসেছে। শনিবার ছিল চলতি মরসুমের শীতলতম দিন- কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল প্রায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। রবিবার সেই পারদ সামান্য বেড়ে ১৫.২ ডিগ্রিতে পৌঁছয়। সোমবার ভোরেও শহরের তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১৫ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ১.৬ ডিগ্রি কম। এ ছাড়া রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস- যা স্বাভাবিকের থেকে প্রায ২.২ ডিগ্রি কম। সব মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গের হাওয়া এখন শীতের রোমাঞ্চে ভরপুর। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, রাজ্যের সর্বত্র আপাতত শুকনো আবহাওয়া বজায় থাকবে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এ সময়ে বৃষ্টির অনুপস্থিতি শীতকে আরও প্রাধান্য দিচ্ছে। তবে শীতের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে কুয়াশার প্রকোপ। বিশেষত উত্তরবঙ্গের বেশ

কয়েকটি জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ- এই সাতটি জেলায় সোমবার ভোরে ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে ৯৯৯ মিটার থেকে নেমে মাত্র ২০০ মিটার পর্যন্ত। ফলে যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। সকালের দিকে হাইওয়ে এবং জেলা সড়কগুলিতে গাড়ি চলাচলে সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এমনকি ঘন কুয়াশার কারণে ট্রেন চলাচলেও সামান্য বিলম্ব বা সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চল যেমন দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের মতো জায়গায় শীত এখন বেশ তীব্র। রাতের দিকে ঠান্ডা আরও বেড়ে যাচ্ছে। শহরাঞ্চলে তাপমাত্রা তেমন হঠাৎ নেমে না গেলেও গ্রামাঞ্চলে তার প্রভাব স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে। পূর্বাভাস বলছে, আগামী সপ্তাহ জু।ড়ে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শীতের আমেজ একই রকম ভাবে বজায় থাকবে। দক্ষিণবঙ্গেও পরিস্থিতি প্রায একই রকম। এখানে রাতের তাপমাত্রায় বড়সড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। শীত থাকবে স্থির তালেই। দিনের তাপমাত্রায় সামান্য ওঠানামা হতে পারে, তবে তা বড় পরিসরে নয়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মেদিনীপুর- সর্বত্রই শীতের স্বস্তি মিলবে। সকালে কুয়াশার দাপট দক্ষিণবঙ্গেও দেখা যেতে পারে কিছু জায়গায়, তবে উত্তরবঙ্গের তুলনায় তা অনেকটাই কম। আবহাওয়াবিদদের মত, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর ভারতে সক্রিয় হলেও, আপাতত তার কোনো বড়সড় প্রভাব বাংলায় নেই। ফলে উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া আরও নিচের দিকে নামতে পারছে। এই পরিস্থিতি শীতকে আরও স্থায়ী করছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ- এই সময়টাকে প্রতি বছরই শীতের ' সিজন' বলা হয়। এ বছরও ব্যতিক্রম নয়। সামগ্রিক ভাবে বলা যায়, রাজ্য জুড়ে আগামী সাত দিনে তাপমাত্রায় কোনও নাটকীয় পরিবর্তন হবে না। রাতের দিকে একইভাবে ঠান্ডা থাকবে। দিনে হালকা রোদেলা আবহাওয়া থাকলেও তা শীতের আমেজে খুব একটা ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। সকাল-সন্ধ্যায় শীতের দাপট যথেষ্ট বজায় থাকবে। রাস্তা ও রেলপথে যাতায়াতের সময়ে কুয়াশার কারণে অসুবিধা হতে পারে- তাই সাবধানতা জরুরি। শীতপ্রেমীদের জন্য এ এক সুখবরই বলা যায়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শীত ক্রমশ জমে উঠছে। আগামী সপ্তাহগুলোও একই ধারায় কাটবে বলে পূর্বাভাস।

হাওড়া স্টেশনে চার ঘণ্টার দেরি, ঘোষণা ছাড়াই ট্রেন ছাড়ায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি - বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে অতিরিক্ত তিনশো যাত্রী উঠতেই আরও বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্ভর ঃ রেলযাত্রা শুধু পরিবহণ নয়, বহু মানুষের দৈনঃদিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। সময় মেনে নিরাপদে পৌঁছনো, সুষ্ঠু পরিষেবা পাওয়া- এগুলো প্রত্যাশিত স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু রবিবার গভীর রাতে হাওড়া স্টেশনে ঘটে গেল এমন এক ঘটনা, যা রেল পরিষেবার দুর্বলতা এবং যাত্রী- পরিচালনায় অদক্ষতার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে উঠল। দিল্লিগামী একটি স্পেশাল ট্রেন চার ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ায় এবং সেই দেরির বিষয়টি ঘোষণা না করায় পুরো স্টেশনই পরিণত হয় বিক্ষোভের কেন্দ্রে। তার জেরেই পরে বংেদ ভারত এক্সপ্রেসে ওঠেন অতিরিক্ত প্রায় তিনশো যাত্রী- টিকিট ছাড়াই। সব মিলিয়ে রাতভর চলেছে বিশৃঙ্খলা, ক্ষোভ আর বিভ্রান্তি। ঘটনা শুরু হয় রবিবার রাত প্রায় ১.১৫টা নাগাদ। যাত্রীদের অভিযোগ, তাঁদের জানা ছিল যে ট্রেনটি রাতেই ছাড়বে। পরে রেলের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তে ট্রেন ছাড়ার সময় পিছিয়ে সোমবার ভোর ৫.১৫ করা হয়। কিন্তু সেই বিষয়ে কোনও সরকারি ঘোষণা বা প্রচার হয়নি প্ল্যাটফর্মে। হাজার হাজার যাত্রী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় থাকলেও স্টেশন মাইক বা ডিসপ্লে বোর্ডে পাওয়া যায়নি সঠিক তথ্য। হঠাৎ দেখা যায়, ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনটি নীরবে ছাড়ছে। তখনই আতঙ্ক, ক্ষোভ আর বিশৃঙ্খলার বিস্ফোরণ ঘটে। যাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে স্টেশন মাস্টার, ডেপুটি এসএম অফিস এবং অনুসন্ধান কেন্দ্রে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বাড়ে। রেলকর্মীদের ঘিরে ধরা হয়, অনেকে ক্ষোভে চিকার করতে থাকেন। পরিস্থিতি সামলাতে আরপিএফ কর্মীদের বারবার হস্তক্ষেপ করতে হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষা,

বিভ্রান্তি এবং আচমকা ট্রেন মিস হওয়ায় বহু যাত্রী উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং বিক্ষোভ পুরো স্টেশন চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে রেল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, যাঁরা স্পেশাল ট্রেনে উঠতে পারেননি, তাঁদের বন্দেদ ভারত এক্সপ্রেসে তুলে দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। কোনও ধরনের যাচাই বা ব্যবস্থা না করেই প্রায় তিনশো যাত্রী বন্দে ভারতে উঠে বসেন। তাঁদের কারও টিকিট ছিল না, কারও ছিল না আসন সংরক্ষণ। ফলে ট্রেন উঠতেই অতিরিক্ত ভিড়ে যাত্রীসংখ্যা বেড়ে যায় স্বাভাবিক বহন ক্ষমতার অনেক ঊর্ধ্বে। এই ভিড়ের কারণে বন্দে ভারত নির্ধারিত সময়ে ছাড়তে পারেনি। মাঝপথে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। দুর্গাপুর স্টেশনে পৌঁছাতেও আধঘণ্টার বেশি দেরি হয়। মূলত কামরায় অতিরিক্ত যাত্রী ওঠায় স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হয়, দরজার সামনে ভিড় তৈরি হয়, এমনকি শৌচালয়ের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়ে। প্যান্ট্রি কার থেকেও অভিযোগ ওঠে- অতিরিক্ত যাত্রীরা কোনও পরোয়া না করেই খাবার নিয়ে নিচ্ছিলেন, ফলে নিয়মিত যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছিল। বন্দে ভারতের যাত্রীরা ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের দাবি, তাঁরা উচ্চ মূল্যের টিকিট কেটে নিশ্চিন্ত ও নির্ধারিত নিয়মে যাত্রা করার জন্য বন্দে ভারত বেছে নেন। অথচ এমন বিশৃঙ্খলায় তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য- সবই ব্যাহত হয়েছে। কেউ কেউ অভিযোগ করেন, ভিরে চাপে তাঁদের আসন দখল হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে অথবা অসময়ে চলাচল করে তাঁদের যাত্রা করতে হয়েছে। আরপিএফ এবং টিটিই বারবার যাত্রীদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন ছিল। পূর্ব রেলের প্রিন্সিপ্যাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার উদয়শঙ্কর ঝা এই ঘটনাকে খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, যাত্রীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। অপ্রত্যাশিত বিশৃঙ্খলা এবং অসুবিধার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ দায় স্বীকার করছে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে না ঘটে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, স্পেশাল ট্রেনের সময় পরিবর্তনের ঘোষণা ছিল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, এবং তা সঠিকভাবে হয়নি। ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে ব্যাপক। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ঘটনা রেল পরিষেবার প্রতি মানুষের আস্থা ক্ষুন্ন করে। যাত্রী- নিরাপত্তা এবং পরিষেবা ব্যবস্থাপনায় রেলের আরও কঠোর ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সময়মতো ঘোষণা না করা, প্ল্যাটফর্মে ডিজিটাল ডিসপ্লে সঠিকভাবে আপডেট না করা- এগুলো বড় ত্রুটি। পাশাপাশি স্পেশাল ট্রেনের মতো জরুরি পরিষেবায় মানবসম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং যাত্রীপরিচালনায় আরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে মত বহু রেল বিশেষজ্ঞের। হাওড়া স্টেশনের এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়ে দিয়েছে, অব্যবস্থাপনার সামান্য ফাঁক কীভাবে রাতারাতি বিপুল যাত্রীর নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। যাত্রীরা এখন রেলের দিকে তাকিয়ে- ভবিষ্যতে এমন বিপর্যয় এড়াতে কতটা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেটাই এখন দেখার।

হুগলির রাজহাটের বাগানে ময়ূরের নৃত্য সৌন্দর্য্য শোভা বর্ধন করত

বিনয় সিংহ রায় ঃ হুগলি জেলার রাজহাট ও তার আশেপাশের গ্রামগুলির আমবাগানে যেমন আমপালা, গান্ধীগ্রাম কোরলা ও মূলত রাজহাট গ্রামের আম বাগানে অসংখ্য ময়ূর অবস্থান ছিল। নেওয়ার চেষ্টা করে। এই সাংবা দিকের ওখানে এক আত্মীয় অবস্থান থাকায় ময়ূরের পেখম তুলে নৃত্য ও নাচ দেখার সুযোগ হয়েছে অনেক বার যার বর্ননা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিশেষ করে এই শীতের সময়। ময়ূর

যেগুলো ঐ বাগানে চড়ত ঘুরে বেড়াত অনবরত। তার দেখা ও ডাক শুনতে সুযোগ পেয়েছিল এই প্রতিবেদক । স্থানীয় দের মতে এ ময়ূর গুলি সুযোগ পেয়েছে দীর্ঘ বছর অবস্থান করত ও কখনো কখনো গাছের নিচে চড়তে খেতে যাওয়ার জন্তু-জানোযারের আক্রমণে আহত ও নিহত হতে হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদে প্রকাশ এলাকায় সহৃদয় ব্যক্তিরা এদের রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব হাতে ময়ূরীর অবস্থান এতই আকর্ষণীয় ও মায়া পড়েছে যে ওই সু ন্দরী পক্ষী রাজহাট ও আশে পাশের বাগানের মায়া ছাড়তে পারে না। যদিও বর্তমানে এদের সংখ্যা কম এসেছে বা একপ্রকার নেই বললেই চলে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা থাকলেও যা খুব একটা যথেষ্ট নয়। সাংবাদে প্রকাশ এই সু ন্দরী পক্ষীরা ময়ূর ময়ূরী টিকে থাকতে অন্যত্র চলে গেছে। সম্প্রতি ওই এলাকায় একটি ময়ূর কুকুরের হাত থেকে গ্রামবাসীর কতিপয় ব্যক্তি মুখ থেকে বাঁচিয়ে সুস্থ করে বাগানে ছেড়ে দেয়। প্রকৃত অর্থে এই গ্রামের মানুষের সাথে ওইসব ময়ূর ময়ূরীর একটা মায়ার বন্ধন আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবে এ কথাও ঠিক ময়ূরের পেখম তুলে নৃত্য দেখার দৃশ্য সবাইযের ভাগ্যে জোটে না । এই অঞ্চলের পাশ দিয়ে চলে গেছে গঙ্গা সরস্বতী কুন্তী নদীর সঙ্গম আর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ত দিল্লি রোড ,ব্যান্ডেল থেকে কয়েক মাইল গেলেই রাজহাট । এই জাতীয় পাখি ময়ূরের সমন্ধে বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দরা যেমন শম্ভু দাস ,বিদ্যুৎ ঘোষ, গৌতম সিংহ রায় বলেন সেই দীর্ঘ বছর ময়ূর অবস্থান হলেও বর্তমানে আমগাছ কেটে ফেলা ও অসংখ্য কারনে ময়ূর গুলি অন্য গ্রামে বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছে তাছাড়া নিচে নামলে কুকুর শেয়াল ইত্যাদি আক্রমণে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে কেবল রক্ষণাবেক্ষণ গুরুত্ব দেয়ার কথা যথেষ্ট নয় যদিও গ্রামবাসী সহ সহৃদয় ব্যক্তিরা তার সচেতনতার সাথে রক্ষণাবেক্ষণের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা বদ্ধপরিকর আমাদের আম বাগান থেকে মায়র বন্ধনে আবদ্ধ জাতীয় পক্ষীদের যেতে দেবে না।

চরলাপল্লী- শালিমার- চারলাপল্লী স্পেশাল ট্রেন চালানো

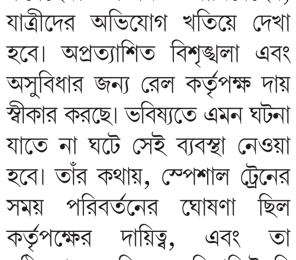

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, নিম্নলিখিত সমযসূচী অনুসারে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৭১৪৮০৭১৪৯ চরলাপল্লী- শালিমার-চারলাপল্লী স্পেশাল। ০৭১৪৮ চরলাপল্লী-শালিমার স্পেশাল ০৮.১২.২০২৫ তারিখে রাত ৯,৩৫ মিনিটে চরলাপল্লী ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন রাত ৯,৫০ মিনিটে শালিমারে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৭১৪৯ শালিমার- চারলাপল্লী স্পেশাল ১০.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২,১০ মিনিটে শালিমার থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন বিকেল ৪,০০ মিনিটে চরলাপল্লী পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাঁতরাগাছি, খড়গপুর এবং বালেশ্বরে স্টপেজ করবে।

মেট্রো যাত্রীর কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে হারানো ব্যাগ

কলকাতা, ৮ ডিসেম্ভর ঃ ০৬.১২.২০২৫ তারিখে, রাত ১১,০০ টায়, মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন মহিলা আরপিএফ কর্মী নিযমিত টহল দেওয়ার সময় একটি বেওয়ারিশ ব্যাগ উদ্ধার করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। ব্যাগটি খোলার পর, তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এরপর, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে ব্যাগটি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সমস্ত স্টেশনে একটি নিযন্ত্রণ বার্তাও পাঠানো হয়। কিছুক্ষণ পরে, একজন পুরুষ যাত্রী মহানাযক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে উদ্ধার করা ব্যাগ এবং তাতে থাকা জিনিসপত্রের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, ব্যাগটি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, কারণ তারা তাকে হারানো ব্যাগ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন।

পরিবেশবান্ধব বাজি শিল্পকে নিরাপদ করার জন্য রাজ্যে প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্ভর ঃ রাজ্য সরকার পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি উপাদকদের সুরক্ষা ও জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তর বিভিন্ন জেলার বাজি শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে দফায় দফায় প্রশিক্ষণ দেবে বলে ওই দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে । তাদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও পরিবেশবান্ধব উপাদনে অভ্যস্ত করতেই এই প্রশিক্ষণ। গত সপ্তাহে এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় ১৬০ জন বাজি প্রস্তুতকারকের জন্য দু'দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দপ্তর সূত্রে আরও জানা গেছে, গত বছর থেকেই জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরের এটিই প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির। একইসঙ্গে, বাজি শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট ক্লাস্টার গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে ওইসব ক্লাস্টারে বাজি প্রস্তুতকারক ইউনিট স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে পরিবেশ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধি আরও কঠোরভাবে কার্যকর করা যায়।

বিজয় দিবস উপলক্ষে কলকাতায় মিলিত হবে দুই দেশের সেনাবাহিনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্ভর ঃ সেনাবাহিনীর গৌরবময় ইতিহাস স্মরণে 'বিজয় দিবস' ২০২৫ উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে কলকাতায়। প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর এই দিনটি উদযাপন করা হয়, এই দিনের তাৎপর্য হল, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজার পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে। এবছরও সেই ঐতিহাসিক দিনে ভারতের ফোর্ট উইলিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বিজয় দিবসের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলকাতায় আসছেন ২০ জন বাংলাদেশি অতিথি, যাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের আটজন মুক্তিযোদ্ধা। এছা।। এই দলটিতে রয়েছেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার পদে থাকা এক কর্মকর্তা ও আরও দুই সেনা কর্মকর্তা। অতিথিরা ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে কলকাতায় পৌঁছাবেন। তাদের সঙ্গে আসবেন মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যরাও। রবিবার বিজয় দুর্গ বা ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবসের প্রস্তুতি শুরু করেন ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাকর্তা মেজর জেনারেল ভানগুরু রঘু। সূত্রের খবর, ১৫ ডিসেম্বর অতিথিরা বারাকপুরের মঙ্গল পান্ডে মিলিটারি প্রশিক্ষণ কেংেদ্র ' টাট্টু' অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। একই দিনে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনাও রয়েছে। ১৬ ডিসেম্বরের সকালে এবং সন্ধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় স্মারকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, কুচকাওয়াজ ও বিভিন্ন সামরিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন এবং তাদের উপস্থিতি দুই দেশের মধ্যকার সামরিক ও ঐতিহাসিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে। প্রতিবছরের মতো এবারও ভারতীয় নৌবাহিনী ইস্টার্ন কমান্ডের উদ্যোগে ' মাস' উদযাপন করা হবে। এই মাসব্যাপী আয়োজনের মধ্যে রয়েছে বিজয় র‍্যালি এবং বাইক মিছিল, যা পুরো মাস ধরে চলে। নির্দেশিত তথ্য অনুযায়ী, বিজয় দিবস উদযাপন কেবল সামরিক প্রদর্শনী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। অনুষ্ঠানকে বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয় করতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত, নৃত্য এবং বর্ণময কুচকাওয়াজ দর্শকদের আনন্দিত করে। বাংলাদেশের অতিথিরাও এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, যা দুই দেশের মধ্যে বন্ধন ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে।

হাসপাতালের বাগানে সদ্যজাত শিশু কন্যা পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর, ৮ ডিসেম্ভর ঃ হাসপাতালের বাগানের মধ্যে সদ্যজাত শিশুকন্যাকে ফেলে রেখে দেওয়াকে কেংদ্র করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হাসপাতালের কর্মীরা সোমবার শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তাকে বারুইপুর হাসপাতালের নবজাতকদের চিকিসা কেন্দ্রে রেখে চিকিৎসা শুরু হয়েছে। কে বা কারা এই ঘৃণ্যকর কাজ করেছে তা নিয়ে বারুইপুর থানাকে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বারুইপুর হাসপাতালের সুপার ডা.ধ্রীরাজ রায় এদিন বলেন,হাসপাতালের এমার্জেন্সি পরিষেবার বাইরের বাগানে শিশু কন্যাকে ফেলে দেওয়া নিন্দনীয়।তবে ঐ শিশু কন্যাটি স্বাভাবিক ও সুস্থ আছে। আমরা এই ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি। তবে শিশু কন্যাটির দেখ ভালের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।আর পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

সময়ের আগেই বাংলাদেশী ১৩ জন মৎস্যজীবির মুক্তিলাভ

নিজস্ব সংববাদদাতা,সুন্দরবন, ৮ ডিসেম্ভর ঃ এখনো ৯০ দিন শেষ হয়নি, তার মধ্যে মানবিক মুখ উঠে এলো ভারত সরকারের,বাংলাদেশের ১৩ জন মৎস্যজীবী সহ ট্রলারকে ছেড়ে দিল ভারত। গত তিন মাস আগে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়ার অপরাধে ১৩ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবীসহ একটি ট্রলার গ্রেপ্তার করে পুলিশ,তাদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক ডায়মন্ড হারবার সংশোধনাগারে রাখার নির্দেশ দেন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আইনতভাবে কথাবার্তা চলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত ৯০ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে তাদের সংশোধনাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। সোমবার বেলা আড়াইটার সময় সুন্দরবন পুলিশ জেলা এবং কোস্টগাডের পক্ষ থেকে তাদের কে আনা হয় নামখানার লঞ্চ ঘাটে। সেখানে তাদের হাতে দুপুরের খাবার, বিভিন্ন টিফিন দিয়ে আটক করে রাখা ট্রলার সহ বাংলাদেশ ফেরত পাঠানো হলো। যাবার আগে বাংলাদেশের মস্যজীবীদের মুক্তির আনন্দে চোখের জলে ভেসে গেল। তাঁরা ধন্যবাদ জানালেন ভারত সরকারকে।

কুলতলিতে কৃষি সমবায় সমিতির ক্ষমতায় তৃনমূল কংগ্রেস

নিজস্ব সংববাদদাতা,কুলতলি, ৮ ডিসেম্ভ্র ঃ রাজ্য জুড়ে এস আই আর চলছে। সামনে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন।আর তার আগে রাজ্য জু।ে সবুজ ঝড় চলছে।একের পর এক সমবায় ও কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ের ধারা অব্যাহত শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের।সোমবার কুলতলি বিধানসভার কুলতলি ব্লকের কুন্দখালী গোদাবর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোয়াবাটি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচনে ৯ টি আসনের ৯ টিতে তৃনমূল কংগ্রেসের সদস্যারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিজয়ী হন।দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে এই কৃষি সমবায় সমিতি বামেদের হাতে ছিলো। এই প্রথম শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের দখলে গেল এই সমিতি।এদিন এই সমিতির নির্বাচনের জয়ের পরে বিজয় উৎসবে সামিল হলেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল সহ একাধিক তৃনমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব বৃন্দ।এদিনের নির্বাচনে জয়ীরা হলেন,মমতা মন্ডল, রুকুনউদ্দিন লস্কর,মুছারালী লস্কর,দেবদাস নস্কর,রামপদ মন্ডল,আমালুল্লা পিয়াদা,কার্তিক সরদার,অর্পনা নস্কর।এদিন এ ব্যাপারে বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, এই সমিতি গঠনের পর থেকে বামেদের হাতে ছিলো।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্কর

উদয়শঙ্কর বিশ্বখ্যাত নৃত্যশিল্পী। পিতা পন্ডিত শ্যামশঙ্কর ছিলেন নড়াইল জেলার অধিবাসী। ঝালোয়ারের মহারাজার ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে চাকরি করার সময় উদয়পুরে তাঁর পুত্র উদয়শঙ্করের জন্ম হয়। শ্যামশঙ্কর ছিলেন একজন পন্ডিত ব্যক্তি এবং অভিনয়কলার রসজ্ঞ সমঝদার। তাঁর নিকট নৃত্য ছিল কলা ও সাধনা উভয়ই। উদয় নিজেও স্বভাবগতভাবেই নৃত্য ও অঙ্কনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ১৯১৮ সালে তাঁকে মুম্বাই-এর বিখ্যাত জে.জে আর্ট স্কুল এবং পরবর্তী সময়ে গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। পরে নৃত্য ও অঙ্কনে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তিনি ১৯১৯ সালে লন্ডনের রয়েল কলেজ অব আর্টসে ভর্তি হন। সেখানে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রাঙ্কন এবং নৃত্যের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় বিষয়েই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। রয়েল কলেজ অব আর্টসের সভাপতি স্যার রদেনস্টাইন ব্রিটেনের খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। চিত্রাঙ্কনের ওপর আরও প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তিনি রয়েল কলেজ অব আর্টসের বৃত্তি নিয়ে রোম গমন করেন। দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং ভারত ও ইউরোপের সমসাময়িক শিল্পীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া উদয়কে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে অভিনয়কলা প্রদর্শনে উপযোগী করে তোলে। রাশিয়ার বিখ্যাত ব্যালে নৃত্যশিল্পী আন্না পাভলোভা 'রাধাকৃষ্ণ' এবং 'হিন্দুবিবাহ' এ দুটি বিষয়ের ওপর দুটি নৃত্য তৈরির জন্য উদয়কে নিয়োজিত করেন। উদয় উল্লিখিত বিষয়ের ওপর যে দুটি নৃত্য তৈরি করেন তাতে তাঁর বিস্ময়কর কল্পনাশক্তি, প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রকাশ ঘটে। তিনি নিজে কৃষ্ণরূপে এবং পাভলোভা রাধারূপে কভেন্ট গার্ডেনের রয়েল অপেরা হাউজে এ দুটি নৃত্য উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য দর্শক মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে তাঁদের অভিনন্দিত করে। উদয়শঙ্কর পাভলোভার জন্য রাধাকৃষ্ণ কিংবদন্তি ও অজন্তা গুহাচিত্রের ওপর আরও কয়েকটি ব্যালে তৈরি করেন। পাভলোভার সহায়তায় অঙ্গসঞ্চালন ও পোশাক, ভাব ও সাজসজ্জা এবং সঙ্গীত ও নৃত্যের সুসমন্বয় ও সংমিশ্রণে যুগোপযোগী আধুনিক ভারতীয় ব্যালে নির্মানে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। পাভলোভার সহযোগিতায় উদয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য প্রদর্শনী করেন। নৃত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ১৯২৯ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে আসেন প্যারিসের পিয়ানোবাদক সিমন বারবিরি। তিনি উদয়ের নৃত্যসঙ্গী হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। তাঁরা একসঙ্গে গোটা ভারত সফর করে বহু প্রদর্শনী করেন যা সর্বত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দর্শকদের আকর্ষণ করে। মিস এলিস বনার নামে একজন বিখ্যাত সুইস ভাস্কর ও শিল্পকলাবিদও তাঁর সঙ্গে ভারতে আগমন করেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উদয় লোকনৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের সন্ধানে ভারতের সব এলাকা ঘুরে বেড়ান এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের শিল্পসমৃদ্ধ ধ্রুপদী লোকনৃত্য দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হন। তিনি কেরালার স্থানীয় লোকনৃত্য 'কথাকলি' সংগ্রহ করেন এবং সেটিকে গোটা ভারতে, বিশেষকরে বাংলায় জনপ্রিয় করে তোলেন। এলিস বনারের সহযোগিতায় উদয় প্যারিসে The Compagnie Uday Shankar de Dance Musique Hindous নামে একটি কোম্পানি স্থাপন করেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তাঁর দল সারা ইউরোপে ৮৮৯টি প্রদর্শনী করে। উদয়শঙ্করের আকর্ষণীয় অভিনয়কলা দক্ষিণ এশিয়ার ধ্রুপদী লোকনৃত্য ও সঙ্গীতের সমৃদ্ধি সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতে এক নতুন ধারণার জন্ম দেয়। ১৯৩৭ সালে কলকাতায় উদয়শঙ্করকে প্রদান করা হয় এক বীরোচিত সংবর্ধনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

শর্মিলা সত্যজিৎ রায়ের আবিষ্কার

চতুর্দশী কন্যার পিতা সত্যজিৎ রায়কে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলেন আপনি আমার মেয়েকে দেখলেন কোথায়। মানিকবাবু হেসে বলেছিলেন প্রত্যেকটি স্কুলের সামনে তারা চর ফিট করে রেখেছিলেন,তাদের একজন আপনার মেয়েকে স্কুল থেকে ফেরার পথে ফলো করে বাড়িটি চিনে আসে। কিছুটা ইতস্তত করে গীতীন্দ্রনাথ সম্মত হলেন, কিন্তু তাঁর মত কেউ নেননি বলেছেন শর্মিলা ঠাকুর। 'অপুর সংসার' 'দেবী', 'আরাধনা', 'অমর প্রেম', ' নায়ক', সহ অনেক সফল ছবিতে তাঁর অবিস্মরণীয় উপস্থিতি। চোদ্দ বছর বয়স থেকেই শর্মিলা ছায়াছবির নায়িকা। যদিও বাবা গীতীন্দ্রনাথ চাননি মেয়ে পাকাপাকি ভাবে অভিনয় জগত বেছে নিন,শর্মিলাও চেয়েছিলেন লেখাপড়া করবেন। সেই লক্ষ্যে ভর্তি হয়েছিলেন লোরেটো কলেজে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। নৃত্যশিল্পী অথবা চিত্রশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। গগনেন্দ্রনাথের প্রপৌত্রী ছবি আঁকার স্বপ্ন স্বাভাবিক,নাচ শিখেছেন একেবারেই ছোট থেকে। সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসারের ' জন্য নতুন মুখ খুঁজছেন বাড়ির সবাই শর্মিলাকে খ্যাপায় সে কি আবেদন করবে। অবশ্য এর আগে সত্যজিৎ রায় নিজেই ফোন করেছিলেন শর্মিলার পিতার কাছে। আক্ষরিক অর্থেই অভিনেত্রী হওয়ার সব গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। কথা বলা দুটো অসাধারণ চোখ,সরল নিস্পাপ চাওনি,গালের দুটো টোল,মনের ভাব ফুটিয়ে তোলার দূর্লভ ক্ষমতা সবই শর্মিলাকে নায়িকা হিসেবে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। অপুর সংসার কিংবা দেবীর সাথে 'কাশ্মীর কি কলি' অথবা 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস' দুই ধরনের ছবিতেই শর্মিলা নিজেকে অপরিহার্য হিসেবে প্রমাণ করেছেন। অনেকেই বলেন শর্মিলাদের তিন বোন মায়ের ধারা বহন করেছেন। তাদের 'মা' ইরা কলেজে খুব সুন্দর অভিনয় করতেন। শৈশবেই টিঙ্কু ঠাকুর তপন সিংহের আবিষ্কার, কৈশোর পেরোবার আগে শর্মিলা সত্যজিৎ রায়ের আবিষ্কার।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

অনুকূল ঠাকুর বলতেন যে ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন।

রামকৃষ্ণ দর্শন

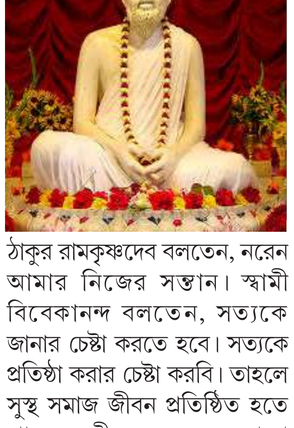

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন আমার নিজের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মা সারদা দেবী বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি। ঠাকুরও ভালোভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যা হলেও গানের আসর বসতো দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো নরেনের গানে বিহ্বল হয়ে যেতেন। নরেনের ভক্তিগীতি শুনে ঠাকুর আবার জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। তাঁর জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। ঠাকুর বলতেন, নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো।

স্বামী বিবেকানন্দের আর্শীবাদ গ্রহণ করে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন বাঘা যতীন

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিপ্লবী বাঘা যতীনের হলদিঘাট বুড়ি বালামের তীরের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেন " বাঙালির রণ দেখে যা তোরা রাজপুত, শিখ, মারাঠী জাত বালাশোর, বুড়ি বালামের তীর নবভারতের হলদিঘাট।"
নবভারতের হলদিঘাট বুড়ি বালামের তীরে যে সংগ্রামের কথা কবি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন. তার সেনাপতি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি বাঘা যতীন নামেই সমধিক পরিচিত। বাঘা যতীন এবং তাঁর অনুসারীরা মারণাস্ত্র হাতে উল্লেখিত জীবনমরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ১৯১৫ সালে। তাঁরা ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে একসঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বাংলার বার ভূঁইয়াদের অন্যতম যশোরের রাজা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশধর ছিলেন। বাঘা যতীনের জন্ম হয় ১৮৭৯ সালের ৭ ডিসেম্বর মামা বাড়ী কুষ্টিয়া জেলার কয়া গ্রামে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার রিসখালী গ্রামে। তাঁর পিতার নাম উমেষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম শরৎশশী দেবী। ঝিনাইদহ জেলায় পৈত্রিক বাড়িতে তাঁর ছেলেবেলা কাটে। ৫ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মা এবং বড় বোন বিনোদবালার সাথে তিনি মাতামহের বাড়ি কয়াগ্রামে চলে আসেন।

অল্পবয়সেই পিতৃহারা হন যতীন্দ্র নাথ। বিধাব মা শিশু যতীন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠ কন্যা বিনোদবালাকে নিয়ে কুষ্টিয়ায় কয়া গ্রামে পিতার বাড়িতে ওঠেন। তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল মাতা শরৎশশী। পরোপকার বৃত্তি, দুঃশাসন ও অন্যায় প্রতিরোধ করার শিক্ষা যতীন্দ্রনাথ মায়ের কাছ থেকে লাভ করেন।

বাঘা যতীনের মা ছিলেন বাঘিনী। গ্রামের পাশেই গভীর নদী। তিনি বালক যতীন্দ্রনাথকে স্নান করাতে যেয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে নিজেই সাঁতরে গিয়ে নিয়ে আসতেন। এভাবে সাঁতার শিখে যতীন্দ্রনাথ একদিন বর্ষার ভরা নদী সাঁতরে পার হবার সাহস ও শক্তি অর্জন করেছিলেন। বাঘিনী মায়ের শিক্ষাতেই গড়ে উঠেছিলেন দেশপ্রেমিক যতীন্দ্রনাথ, বিপ্লবী বাঘা যতীন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের শক্তি সাহস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও মন ছিল স্নেহ, মায়া-মমতায় ভরা। কারোর উপকার করতে পারলে নিজেকে তিনি ধন্য মনে করতেন। বাঘাযতীন নামকরণ ঃ যতীন্দ্রনাথের 'বাঘা যতীন' নামটি কে দিয়েছিলেন তা জানা যায় না। কিন্তু নামকরণের ইতিহাসের সঙ্গে নামটিও অমরত্ব লাভ করেছে। একবার কয়াগ্রামে গিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। সেই সময় গ্রামে বাঘের খুব উৎপাত ছিল। একদিন গ্রামবাসীরা বাঘের আস্তানায় হানা দিল। গ্রামবাসী বাঘটি মারার জন্য চেষ্টা করছিল। তাদের সাথে বন্দুক হাতে আছেন যতীন্দ্রনাথের এক জ্ঞাতি ভাই। খবর শুনে যতীনও ভিড়ে গেলেন বাঘ শিকারীদের দলে। এজনের হাতে শুধু বন্দুক। আর যার যার হাতে লাঠি, বল্লম আর দা। যতীনের হাতে এসবের কিছুই নেই। তাঁর হাতে শুধু পেন্সিল কাঠার ছুরি। ওটা নিয়েই যতীন বাঘ শিকারীর দলে শামিল হলেন। হঠাৎ বাঘ দেখা গেল। তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সেই গুলি। বাঘটা গেল ক্ষেপে। ক্রুদ্ধ বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল যতীন্দ্রনাথের উপর। কিন্তু যতীন ঘাবড়ে যাবার ছেলে নন। তিনি তাঁর হাতের পেন্সিল কাটার ছুরি দিয়েই বাঘের সাথে লড়াই করে যেতে লাগলেন। বাঘকে ক্ষত-বিক্ষত করতে করতে নিজেও ক্ষত-বিক্ষত হলেন। কিন্তু হাল ছাড়লেন না। ছুরির ঘা মেরেই একসময় বাঘকে পরাস্ত করলেন। শেষ করে দিলেন বাঘের জীবনলীলা। এই দুঃসাহসিক অভিযানের পর থেকে তিনি বাঘা যতীন নামে অভিহিত হন। এরপরেও আর এক তাঁকে বাঘিনীর মুখে পড়তে হয়েছিল। সেবার গুলি করে বাঘিনী মেরে তার তিনটি শাবককে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন।

শিক্ষাজীবন ঃ কয়া গ্রামের এক প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হলেও বাঘা যতীনের সত্যিকার শিক্ষাজীবন শুরম্ন হয় কৃষ্ণগ্রামের মামার বাড়িতে এসে। এখানেই তিনি স্কুলের শিক্ষাজীবন শুরু করেন। পড়াশোনার চেয়ে নানান খেলা, শরীরচর্চা প্রভৃতিতেই ছিল তাঁর বেশী উৎসাহ। স্থানীয় স্কুলে পড়ার সময় একদিন একটি পাগলা ঘোড়াকে কব্জা করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন।

যতীন্দ্রনাথের বড় মামা বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরে ওকালতি করতেন। তিনি কৃষ্ণনগরে মামার বাড়িতেই থাকতেন। ১৮৯৮ সালে যতীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু কলেজের তাঁর বেশীদূর অগ্রসর হল না। তিনি পড়া ছেড়ে দিয়ে স্টেনোগ্রাফি শিক্ষা করতে লাগলেন। পরে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার হন। এইভাবে শুরু হল তাঁর কর্মজীবন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে যতীন্দ্রনাথ ঃ কিশোর বয়স থেকেই যতীন্দ্রনাথের মনে পরাধীনতার গ্লানি, দাসত্বের অপমান গভীর ভাবে রেখাপাত করে। তিনি বুঝতে পারলেন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল পরাধীনতা। কি করে দেশ স্বাধীন করে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচার পথ করা যায়। এই চিন্তা যতীন্দ্রনাথকে সংগ্রামের পথ, বিপ্লবের পথের সন্ধান দেখায়।

১৯০৫ সালে দেশব্যাপী শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এই আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেন যতীন্দ্রনাথ। তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। এইভাবে স্বাধীনতার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হল। এই সময় থেকে যতীন্দ্রনাথের অবশিষ্ট জীবন হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামের ইতিহাস। কলকাতায় অবস্থান কালে একসময় সহকর্মীদের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় কলকাতা সার্কুলার রোডের ঘাঁটি, ইস্ট ক্লাব ছেড়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের মেস বাড়িতে চলে যান। এখান থেকেই তিনি বিদ্যাভূষণের সাথে একত্রে রাজনৈতিক কার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। যোগেন্দ্রনাথ, বিদ্যাভূষণ, ম্যাটসিনি এবং গ্যারিবল্ডির জীবনী বাংলায় অনুবাদ করেন। এ বাড়িতেই স্বামী বিবেকানন্দ যাতায়াত করতেন। যতীন্দ্রনাথকে অরবিন্দ ঘোষ খুবই শ্রদ্ধা করতেন। যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুরোধেই অরবিন্দ ১৯০৩ সালে কলকাতা আসেন। যোগেন্দ্রনাথের এই বাড়িতেই যতীন্দ্রনাথের সাথে শ্রী অরবিন্দ অবস্থান করতেন। যোগেন্দ্রনাথের পুত্র শচীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথকে অরবিন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। যতীন্দ্রনাথ 'ছাত্রভান্ডার' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর মধ্যে ছিলেন কার্তিক দত্ত, পবিত্র দত্ত, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকসহ আরো অনেকে।

১৯১০ সালে আলীপুর বোমা হামলা মামলার তদন্তকারী বিখ্যাত সিআইডি অফিসার মৌলভী শামসুল আলমকে গুলি করে হত্যা করে বীরেন্দ্র দত্ত গুপ্ত নামে এক যুবক। পরে বীরেন্দ্র ধরা পড়লে পুলিশ জানতে পারে এই হত্যা কান্ডের নেপথ্য নায়ক আসলে যতীন্দ্র। এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে আরও কয়েক জনের সঙ্গে পুলিশ যতীন্দ্রনাথকেও গ্রেফতার করে। পুলিশ নানা প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে কোন রকম স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পেরে তাঁকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে চালান দেওয়া হয়। যতীন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকজন বিপ্লবীকে জড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যে মামলা করে ছিল তা 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা' নামে অভিহিত।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা ১৯১০ সালে মার্চ মাসে শুরু হয়ে ১৯১১ সাল এপ্রিল মাসে শেষ হয়। এক বছর জেলে থাকার পর প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্সের বিচারে অভিযুক্তগণ সকলেই নিরপরাধী সাব্যস্ত হন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সাথে জড়িত হওয়ার ফলে যতীন্দ্রনাথের নাম সরকারের বিরাগভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় উঠে গেল। ফলে তিনি মিঃ হুইলারের অধীন চাকরিটি হারালেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি জেলা বোর্ডের কন্ট্রোলারের কাজ নেন। এই কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরির সময় তিনি বুঝতে পারলেন, সরকারী গুপ্তচরেরা তাঁকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছে। এতে তিনি অস্বস্তির চেয়ে বিরক্ত হলেন বেশী। এক সময় বাঘা যতীনের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে যশোর, নদীয়া, ফরিদপুর এলাকায় যাতায়াত করতে হতো। এই সুযোগে তিনি ইংরেজ বিরোধী একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। যশোরের নলডাঙ্গা বলরামপুরে তিনি বিপ্লবের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সাংগঠনকে জোরদার করেন। (ক্রমশ)

কলকাতার প্রাচীন ঐতিহ্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল

সৈকত বিশ্বাস

কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন-এর ইতিহাস বলতে গেলে, যেন শহরের পুরনো একটা অ্যালবাম খুলে বসা হয়। ১৮৪০ সালের ১৯ নভেম্বর ; বা কিছু সূত্রে ১৮৪১, এক ইংরেজ ব্যবসায়ী ডেভিড উইলসন তার ছোট্ট বেকারির উপর ভর করে বর্তমান Old Court House Street Dalhousie Square এর কাছে) জায়গা কিনে সেখানে একটি হোটেল খোলেন। তৎকালীন ভারতের গভর্নর-জেনারেল George Eden– 1st Earl of Aucklandএর নামে হোটেলটির নাম রাখেন "Auckland Hotel" প্রথমদিকে ১০০টি ঘর ছিল এবং নিচতলায় ছিল একটি department store; দিয়ে শুরু হয় এর যাত্রা।

পরবর্তীকালে মালিকানার বদলের সঙ্গে সঙ্গে নামও বদলাতে থাকে। প্রথম নাম বদলে হয় "Wilsonós Hotel"– আর ১৯১৫ সালের দিকে সেটা গেল "Great Eastern Hotel" — যে নাম পরে পুরো শহরের এক গর্বের পরিচয় হয়ে ওঠে। বলা হয়, এশিয়ার প্রথম দিকের বিলাসবহুল হোটেলগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে আলোচিত; এমনকি ১৮৮৩ সালে সম্ভবত এশিয়ার প্রথম হোটেল হিসেবে বৈদ্যুতিক আলোয় সেজে ওঠার মধ্যেও এটি ছিল পথিকৃৎ।

পুরনো গ্রেট ইস্টার্ন-এর আসল সৌন্দর্য ছিল তার সাজসজ্জায়। ভিক্টোরিয়ান আর এডওয়ার্ডিয়ান যুগের মিশেলে তৈরি বিশাল বারান্দা, উঁচু ছাদ, কাঠের ঝকঝকে সিঁড়ি, লোহার বাঁকানো রেলিং, পালিশ করা টিক কাঠের দরজা;সব মিলিয়ে যেন রাজকীয় এক গন্ধ পাওয়া যেত ভেতর ঢুকতেই। দোতলা-তিনতলার লম্বা করিডোরে ছিল নরম আলো, পুরনো ব্রাসের ল্যাম্প, আর দেওয়ালে টাঙানো সেপিয়া রঙের ছবিগুলো যেন কলকাতার আগেকার দিনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। লবিতে ছিল এক উষ্ণ অভ্যর্থনার আবেশ, আর সর্বজনবিদিত Maxim Bar"-এ ঠান্ডা উচ্ছল সন্ধ্যাগুলো জমত কলকাতার শিল্পী, রাজনীতিক আর বিদেশি অতিথিদের আড্ডায়। সেই সময়ের তুলনায় এগিয়ে থাকা হোটেলটিতে ছিল বিস্ময়কর সব ব্যবস্থা;ইউরোপিয়ান ধাঁচের চা-ঘর, বড় ডাইনিং হল, সুসজ্জিত স্যুট, ধূমপানের আলাদা জায়গা, আর স্নানঘরে ছিল আধুনিকতার ছাপ। অনেকে এটিকে বলতেন "Jewel of the East", কারণ এতটা আরামদায়ক ও জমকালো থাকার জায়গা তখন কলকাতায় আর ছিল না। মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে মার্ক টোয়েন, রুদ্রয়ার্ড কিপলিং, রানি এলিজাবেথ,দ্বিতীয়, নিকিতা ক্রুশ্চেভ, নিকোলাই বুলগানিন, এমনকি হো চি মিনের মতো বিদেশি ব্যক্তিত্বরাও এখানে অতিথি হয়ে থেকেছেন এবং এর সাজসজ্জার প্রশংসা করে গেছেন।

বছরের পর বছর নস্টালজিয়ার আবহ নিয়ে একই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রেট ইস্টার্ন। সেই পুরনো কাঠের গন্ধ, উঁচু ছাদের প্রতিধ্বনি, আর বিকেলের আলো;যা ছিল এক সময়ের রাজসিকতার প্রতীক, কিন্তু সময়ের আবর্তে আজ তাই হয়ে গেছে ব্যাকডেটেড সাজসজ্জা। সঙ্গে একশো ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে চলতে ভবনের প্রতিটি প্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অবশেষে ২০০৫ সালে হোটেলটি সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করা হয় পুনর্নির্মাণের জন্য।

প্রায় আট বছরের কাজের পর ২০১৩ সালে এটি আবার খুলল; নতুন মালিকানার হাত ধরে, নতুন নামে, দ্য ললিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলত। নতুন নতুন আরও অনেক ভবন তৈরি করা হলেও পুরনো Heritage Block–গুলোর ভিক্টোরিয়ান -এডওয়ার্ডিয়ান রূপ যতটা সম্ভব অক্ষুন্ন রেখেই হোটেলটি আবার শহরের অভিজাত হোটেলের সরিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পুরনো কাঠের জানালা, লোহার কলাম, গোল খিলান, পিয়ানো লবি;সব কিছু আজও মনে করিয়ে দেয় যে এই হোটেল শুধু ইট-লোহা-চুন কাঠামো নয়, কলকাতার ইতিহাসের বুকের পাঁজর হয়ে বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি সামলে রেখেছে হোটেলের প্রতিটি আনাচে কানাচে।

কলকাতার বহু প্রাচীন হোটেল রয়েছে। সেই সব হোটেলের ইতিহাস বিশাল এবং আকর্ষনীয়। আগে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কেক বিখ্যাত ছিল। কলকাতার অধিকাংশ লোকেরা গ্রেট ইস্টার্নের কেক দিয়ে বড় দিনের উৎসব পালন করতো। বড়দিন মানেই ছিল গ্রেট ইস্টার্নের কেক। এই সময়ে কেক সাপ্লাই দিয়ে পেড়ে উঠত না গ্রেট ইস্টার্ন। তার ফলে তারা আগে থেকেই ঘোষণা করে দিত যে বড় দিনের কেক সংগ্রহ করতে হলে আগাম অর্ডার দিতে হবে। বড়দিনের সময়ে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা শুরু হতো। সেই সব ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে গিয়ে উঠতেন। এখানে ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক পতাউদি তাঁর খেলোয়াদরে টিম নিয়ে থাকতেন। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়েরা থাকতো গ্রাণ্ড হোটেলে। ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে হেরে গেলে ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তরা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিল। হাতে প্লাকার্ড ছিল-' পতাউদির কোলে শর্মিলা দোলে।' তখন পতাউদি-শর্মিলার প্রেমপর্ব।

বীর বিক্রমে লড়াই করেছিলেন বঙ্গ রাণী চন্দ্রপ্রভা

বিশেষ প্রতিবেদক

রাণী চন্দ্রপ্রভা। এক রানীর গল্প ।
বঙ্গের এক বিস্মৃত রানীর গল্প। সেদিনও ছিল পূর্ণিমার রাত। পথে নামার সময় একবার দেখে নিলেন তিনি চাঁদটা। সত্যিই যেন চাঁদ আজ বড় বেশি হাসছে! ঝকঝকে চাঁদের আলো পড়েছে পথের উপর। সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, হাসনুহানা ফুলগুলো যেন খুব বেশি উজ্জ্বল আজ! পথের ধারে ফুটে থাকা সব ফুল ফুটে সুন্দর এক গন্ধ বেরুচ্ছে। তার গন্তব্য এক রাজমহল। এসে পৌঁছলেন তিনি তখন সন্ধ্যা বেশ অতিক্রান্ত, রাত নামছে তখন চন্দ্রের হাত ধরে... আহা! কন্যা তো নয়! যেন একটুকরো চাঁদ। তিনি বললেন, না দীপের আলোয় না। এক দেখব চন্দ্রের আলোয়। তিনি নবজাতিকাকে কোলে তুলে নিয়ে এলেন ঝুল বারান্দায়। চাঁদের আলো এসে পড়ল শিশুটির মুখে। চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে তার মুখ। যেন দুই চন্দ্র। একে অন্যকে দেখছে। শিশু লক্ষ্য করেছে চাঁদ। সে হেসে উঠেছে, যেন তার মাতাকে সে দেখছে। রাজ পুরোহিত নাম রাখলেন তাঁর চন্দ্রপ্রভা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে উঠলেন তিনি। হয়ে উঠলেন এক অসাধারণ উজ্জ্বল এক কন্যা। পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদের মত দীপ্তিময়; অসাধারণ সুন্দরী। নামটিও তার রূপের সঙ্গে মানান সই। হয়ত তার নামকরণের সময় বিধাতাও মুচকি হেসেছিলেন। কারণ তিনি লিখে দিয়েছিলেন চন্দ্রের প্রভার মত হবে তারও জীবন। চন্দ্র প্রভার হ্রাস বৃদ্ধির মত তার জীবন জুড়ে থাকবে শুধুই ওঠাপড়া। উজ্জ্বল চন্দ্রের আলোর মত সর্বত্র তাঁর দৃষ্টি ছিল। প্রাসাদের প্রতিটি কোন তার নিজের হাতে সাজানো থাকত। কোথাও কোন কুটো ময়লা পড়লে তিনি সঙ্গে সঙ্গে দাসীদের কাজে লাগিয়ে দিতেন। সর্বত্র ঝকঝকে পরিষ্কার।

তবে তিনি ছিলেন না নরম সরম কোন এক ঘরকুনো কন্যা। না, কোন কিছুতেই ভয় পেতেন না তিনি। পাঠশালায় পাঠ সমাপন করেই তিনি পরিধান করতেন যুদ্ধ সাজ। চলে যেতেন তাঁর প্রিয় লাঠিটি নিয়ে অস্ত্র শিক্ষা ময়দানে। সেখানে তিনি অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে শিখতেন লাঠি পরিচালনা। মাথায় আলু হল। হাত ফুললো। পায়ে লাগল আঘাত। কিন্তু মেয়ে ময়দান ছাড়া হয় না। এইসবের মধ্যে দিয়ে একদিন সে শিখে গেল লাঠি চালনা। তারপর সেই অস্ত্র বদলে এল কাঠের তরোয়াল এবং কাঠের তৈরি বল্লম। অতঃপর সেসব একদিন বদলে হাতে উঠে এল আসল তরোয়াল এবং বল্লম। এদিকে তিনি তীরন্দাজ শিক্ষায় হয়ে উঠলেন এক সেরা ছাত্রী। কন্যা তখনো নয় বছর পার হয় নি। সব রকম অস্ত্র চালনা তার নখদর্পণে। তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সেই অনুযায়ী তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন এক সাহসী মহিলা যোদ্ধা হিসেবে। তবে এইসবের পেছনে তাঁর পিতা ছিলেন। তিনি কন্যার প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। সারাদিনের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি কন্যার খোঁজ খবর নিয়মিত নিতেন। কন্যার অগ্রগতির বিষয়ে সুসংবাদ তাঁর মনপ্রাণ ভরে দিত। কিন্তু মনে একটা শঙ্কা কাজ করত। পরিস্থিতি যে ভালো নয়। দিনদিন অবস্থা আরও খারাপের দিকে চলেছে। কেমন ছিল তখনকার বঙ্গের পরিস্থিতি? খুবই ভয়ানক ছিল বলতে গেলে, তখন মগ দস্যুদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল এই বঙ্গের উপকূল অঞ্চলে; অতর্কিতে গ্রাম আক্রমণ করে গৃহিদের সম্পত্তি লুট করে, মন্দির নষ্ট করে, মানুষদের বন্দী করে নিয়ে যেত তারা। বিক্রি করে দিত দাস বাজারে।

ওদিকে পশ্চিম উপকূলে শক্তিশালী শিবাজি; তিনি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করে পর্তুগিজদের কোনঠাসা করে ফেলেন। শিবাজী মহারাজের গত হওয়ার পরেও মারাঠাদের প্রবল প্রতিপত্তিতে ওখানে তারা সমুদ্রে নিয়ন্ত্রণ হারাল। সুবিধা করতে না পেরে এপারে এসে হাত শক্ত করল মগদের। এবার মগদের সঙ্গে মিলে তারা উৎপাত শুরু করল বঙ্গের উপকূল অঞ্চলে। উৎপাত চলছে সমানে। ইচ্ছেমত লুটপাট করে তারা বঙ্গের খাঁড়িতে লুকিয়ে পড়তো।

এদিকে রয়েছে মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলি খাঁ। এবং উড়িষ্যা থেকে আসছে আফগান পাঠান যবন সেনারা। তারাও শুরু করেছে উপদ্রব। ওদিকে দিল্লির মুঘল বাদশা তখন আওরঙ্গজেব; বঙ্গের দখল নিতে চান তিনিও। মগ পর্তুগিজ পাঠান আফগান মুঘল সকলের ক্ষমতার লড়াই, দখলদারির যুদ্ধে, বঙ্গের পরিস্থিতি তখন যেন এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। এদের অতর্কিত আক্রমণে বঙ্গ তখন দিশাহারা। বঙ্গের হিন্দু গ্রামে গ্রামে লুটপাট, গ্রাম ধ্বংস, মন্দির নষ্ট, দাস হিসেবে মহিলা পুরুষদের বিক্রয় করা এসব তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই ছিল তখনকার কঠিন পরিস্থিতি।

এদিকে এক ছোট্ট রাজ্যের রাজা চন্দ্রপ্রভার পিতা। তিনি শঙ্কিত এই পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজ রাজ্যে নিয়ন্ত্রণ রাখবেন। অন্যান্য রাজ্যের সহায়তা প্রয়োজন।

সেই উদ্দেশ্যে তিনি ঘোরাফেরা শুরু করলেন। এবং একরকম বয়ে যেতে শুরু করলেন তিনি।

এদিকে তাঁর রাজ্যের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বণিক তীর্থযাত্রা করতে ইচ্ছুক হলেন। রাজা বোঝালেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই। এখন না যাত্রা করাই ভালো হবে। কিন্তু তারা অনড়।

তখন কন্যার বয়স ঐ দ্বাদশী। কন্যা চন্দ্রা এসে বললেন তাঁর পিতাকে, আমি ওনাদের সঙ্গে যাব।

অগত্যা তিনি মত দিলেন। সঙ্গে প্রেরণ করে দিলেন বেশ কিছু সেনা। হাতি ঘোড়া পালকি নিয়ে সকলে চলতে থাকলো। কন্যা রইলেন হাতির পিঠে চেপে। সকলের সম্মুখে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য তীর্থযাত্রী। তিনি সকলের নেতৃত্ব দিয়ে পথ দেখিয়ে চলেছেন। সকলের দায়িত্ব যে তাঁর উপর। যাত্রা ভালোভাবে সমাপন হল। অগত্যা ফেরার কথা।

পথে হামলা হল মগ-পর্তুগিজ জলদস্যুদের। তিনি ভয় পেলেন না। বীর বিক্রমে প্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে ভয়ানক প্রতিরোধ করলেন; তরোয়াল হাতে তিনি আটকে দিলেন সেই আক্রমণ। প্রবল প্রতি আক্রমণে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কন্যা অস্ত্র ত্যাগ করেন নি। তিনি জীবিত ধরা দেবেন না। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গেলেন।

পাঠকদের দরবার

সঁতারে বাংলার মহিলা

শঙ্করলাল কর্মকার

রাজেন মজুমদারের থেকে সঙ্কেত পেয়ে ইলা ঘোষ আজাদ হিন্দ বাগের জলাশয়ের জলে নেমে ছিলেন বিকেল ৫ বেজে ২২মিনিটে। জল থেকে উঠবার কথা পরের দিন সন্ধ্যায়। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। রাত ১টা। জলে ভাসমান এক নারী। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা একজনের, একটু উদভ্রান্ত ভাবে ঘুরছেন। চঞ্চল পায়ে পায়চারি করছে একটি ১২বছরের ছেলে। কারণ একজনের মা আরেকজনের স্ত্রী যে জলে ভেসেছেন,লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, গড়বেন অনন্য এক রেকর্ড। হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় তিনি জলে ভেসে থাকবেন একদিনের বেশী সময়। আজাদ হিন্দ বাগের বুকে বছর বিয়াল্লিশের বর্ষীয়সী বধূ ইলা ঘোষের জলে ভাসমান দেহকে দেখে মনে হয়ছিল কে যেন জলের উপর সাধনায় শায়িত। সাঁতারের ভাষায় এর নাম 'ফ্লোটিং'। বিছানার উপর শোবার মত যেন জলের উপর শুয়ে। সত্যি দর্শক চোখের জন্য অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। বিয়ের আগে ইলা যে খুব সাঁতার কেটেছিলেন বা ওইদিকে আগ্রহ ছিল এমন নয়। মামার সাথে ঢাকা থেকে কলকাতা এসেছিলেন। মামার সঙ্গে সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সেই সুত্রে প্রফুল্লের সাথে জানাজানি, সেখান থেকে অর্ধাঙ্গিনী। তারপর সাঁতারের আরাধনা। স্বামীর প্রেরনা আর স্ত্রী'র সাধনা। স্বামী-স্ত্রী মিলে ভারতের নানা স্থানে সাঁতারের প্রদর্শনী করেছেন। হাত-পা বেঁধে সাঁতার। স্বামী-স্ত্রী'র যুগ্ম সাঁতারের মধ্যে 'প্রপেলিং', 'পদ্মাসন', সহ নানা ধরনের সাঁতারে দর্শকের মনোরঞ্জন সঙ্গে পয়সা উপার্জন। প্রফুল্ল, ইলা ঘোষ হয়ত সাঁতারে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি,তবে প্রফুল্ল অবশ্যই ছিলেন সাঁতারে এক সময়ে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। সেইজন্য বড়লাট লর্ড আরউইনের থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। আর্শীর্বাণী পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ,নেতাজি সুভাষচন্দ্র,দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। বাংলার মনীষীরা তাঁকে যতেষ্ট স্নেহ করতেন। কবি সত্যেন দত্ত ছিলেন তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ।

উঠতি বয়সে প্রফুল্লর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। হেদোয় ৬৭ঘন্টা ১০মিনিট,রেঙ্গুনের রয়াল লেকে ৭৯ ঘন্টা ২৪মিনিট অবিরাম সাঁতার কেটেছেন। আবার হাত -পা বাঁধা অবস্থায় হেদোয় ৭১ঘন্টা ১৮মিনিট একটানা ভেসে সাঁতার আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। হাত বাঁধা, হাতে হাতকড়া লাগানো, জলে নামেন বিয়াল্লিশ বছরের এক বাঙালি বধূ। কয়েক ঘণ্টা নয়, লক্ষ্য একদিনের বেশী সময় সাঁতার কাটবেন। তারপর টানা ২৫ঘন্টা সাঁতার কাটলেন তিন। সৃষ্টি হয়েছিল নতুন রেকর্ড।

কারণ বিশ্বে কোথাও এভাবে হাত বেঁধে সাঁতার কাটার রেওয়াজ ছিল না। এখনও আছে কী! সত্যিই অজানা আমাদের কাছে। পৃথিবীর কোথাও সেই সময়ে কোনও নারীর পক্ষে এত বেশী সময় জলে থাকার নজির সত্যিই বিরল। বঙ্গ নারী ইলা ঘোষের এই কৃতিত্ব সাঁতার জগতে স্মরণীয় কীর্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

প্রফুল্লর স্ত্রী ইলা ১৯৫৪ সালে যখন শিল্পনগরী জামশেদপুরে হাত বেঁধে ১৪ ঘন্টা সাঁতার কেটেছিলেন টাটা'র অন্যতম কর্তা ফিরোজ কুঠার বলেছিলেন 'আপনি সাঁতারে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন'। ইলা ঘোষ নদীমাতৃক বাংলার বউ হাতা খুন্তি নিয়ে সংসার সামলেছেন আবার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে সাঁতারে সৃষ্টি করেন নতুন রেকর্ড।

কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।- নিজস্ব চিত্র

মুর্শিদাবাদে আত্মঘাতী সহকারী বিএলও

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৮ ডিসেম্বর ঃ রবিবার রাতে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার মঙ্গলজোন গ্রামে আত্মঘাতী হলেন এক সহকারী বিএলও। তবে কী কারণে ওই সহকারী বিএলও আত্মঘাতী হয়েছেন তা নিয়ে ধন্ধ ছড়িয়েছে। মৃত ওই সহকারী বিএলও-র কাজের চাপ ছিল, না কি পারিবারিক কারণে সে আত্মঘাতী হয়েছে সেই বিষয়ে তাঁর পরিবার মুখ খুলতে চায়নি। মৃত ওই সহকারী বিএলও-র দেহ উদ্ধার করে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে ময়নাতদন্তের শেষে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন গোটা বিষয়টি নিয়ে কারও বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন কিনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই সহকারী বিএলও-র নাম বাদশা শেখ (২৯)। তিনি রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বান্ধা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সোমবার সকালে বাদশা ঘুম থেকে না ওঠায় তাঁর পরিবারের লোকেরা খুঁজতে গিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। মাত্র ১১ মাস আগে বাদশা শেখের বিয়ে হয়েছিল বলে তাঁর পরিবার সূত্রের খবর। রবিবার রাতে ওই যুবক যখন আত্মঘাতী হয় সেই সময় তাঁর স্ত্রী বাড়িতে ছিল না বলে জানা গেছে। সঞ্জয় ঘোষ নামে বাদশা শেখের এক সহকর্মী বলেন, শনিবার বাদশা স্কুলে সঠিক সময়ে এসেছিল এবং কাজ করেছিল। ওর কোনও সমস্যা রয়েছে বলে আমরা জানতাম না। হঠাৎ করেই আজ খবর পাই বাদশা আত্মঘাতী হয়েছে। কী কারনে সে এই চরম সিদ্ধান্ত নিল আমরা বুঝতে পারছি না। মৃত ওই যুবকের ভাই রাজা শেখ বলেন, আমার দাদা গ্রামে সহকারী বিএলও হিসেবে কাজ করছিলেন। দাদার কাজের চাপ ছিল কিনা আমি জানি না। কী কারনে দাদা আত্মহত্যা করলো তা আমরা বুঝতে পারছি না। মৃত ওই শিক্ষকের অপর এক সহকর্মী জানান , গত কয়েক দিন ধরে বাদশা নিজের গ্রামের একটি বুথে সহকারী বিএলও হিসাবে কাজ করছিলেন। রাজ্য জুড়ে এসআইআর শুরুর সময় থেকে তাঁকে এই কাজে নিয়োগ করা হয়নি। পরবর্তীকালে বিএলও-র কাজের সুবিধার জন্য বাদশাকে নিজের গ্রামে সহকারী বিএলও হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ওই শিক্ষক জানান, গত শনিবারও বাদশা নিয়ম মত স্কুলে এসেছিল এবং পরীক্ষার খাতা দেখেছে। আমরা শুনেছি ইতিমধ্যেই ও সহকারী বিএলও হিসেবে নিজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজও শেষ করেছে। কিন্তু তারপরও কী কারণে এই আত্মহত্যা তা আমরা বুঝতে পারছি না। প্রসঙ্গত গত ৪ নভেম্বর রাজ্য জুড়ে এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকে একাধিক ব্যক্তি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যেতে পারে এই আশঙ্কায় আত্মঘাতী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলারও একাধিক ভোটার রয়েছেন। এর পাশাপাশি বিএলও হিসাবে কাজের চাপ সামলাতে না পেরে আত্মহত্যার মতো চরম পথ বেছে নিয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। বিএলও হিসাবে কাজ করার জন্য 'অতিরিক্ত চাপ' দেওয়ায় নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে নদীয়া জেলায় এক মহিলা ইতিমধ্যে আত্মঘাতী হয়েছেন। বিএলও-র কাজের চাপ সামলাতে না পেরে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানা এলাকায় এক বিএলও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। এই আবহে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে এক সহকারী বিএলও-র আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলায়।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 1020/PWD/ROAD/BMC (2nd Call), Dated: 06/12/2025. (ii) NIT No. 1027/PWD/ROAD/BMC, Dated: 08/12/2025. e-Tender has been invited for (i) Different type of civil and electrical works at different locations within ward no. 32 (APAS SCHEME). (ii) Upgradation of paver block footpath at different locations within ward no 30 under BMC. For details, please follow [Tender ID: (i) 2025_MAD_5000606_1 and 7 (ii) 2025_MAD_970185_1] in (i) tenders.wb.gov.in and (ii) www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission - (i) 16/12/2025 up to 3.00 p.m. and (ii) 07/01/2026 up to 15.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

৭০তম মহাপরিনির্বাণ দিবস উদ্‌যাপন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৮ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে ভারতরত্ন ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের ৭০তম মহাপরিনির্বাণ দিবস উদ্‌যাপন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য

কার্যালয়, মালিগাঁও-এ ড. ভূপেন হাজরিকা সভা গৃহে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আধিকারিক ও কর্মচারী ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতিকে শ্রদ্ধা জানাতে একত্রিত হন। এই উপলক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজারও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল নির্মাণ সংস্থা মালিগাঁও-এ নবনির্মিত জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ) অফিস বিল্ডিং-এর কনকোর্স হলে একটি সমান্তরাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়, ডঃ আম্বেদকরের জীবন ও অবদানের উপর পাঠ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার প্রতি তাঁর আজীবন নিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তারা একজন আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের একজন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ডঃ আম্বেদকরের স্থায়ী উত্তরাধিকার তুলে ধরেন। তারা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রগতিশীল জাতি নির্মাণের জন্য তাঁর আদর্শের ধারাবাহিক প্রাসঙ্গিকতার উপর জোর দেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ডঃ বি. আর. আম্বেদকর দ্বারা বর্ণিত মূল্যবোধ ও নীতি সমুন্নত রাখার জন্য তার নিষ্ঠা পুনর্ব্যক্ত করেছে, সমস্ত কর্মচারীদের তাঁর অসাধারণ জীবন এবং দূরদর্শী নেতৃত্ব থেকে অনুপ্রেরণা নিতে উৎসাহিত করেছে।

সুতোকলকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৮ ডিসেম্বর ঃ বীরভূমের খয়রাশোলের পাঁচড়া এলাকায় বহু বছরের পুরনো রাজ্য সরকার একটি সুতোকল রয়েছে। তবে বেশ কিছুদিন থেকেই সেটি বন্ধ থাকায় এবং উৎপাদন তলানিতে নেমে আসায় কারখানাটির ভগ্নপ্রায় দশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারি মাসের পর ফের আবার বোলপুর সার্কিট হাউসে একটি বৈঠকে বসেছিলেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) শুভম আগরওয়াল, কারখানা সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শঙ্কর সরকার, ক্ষুদ্র ছোট, মাঝারি এবং বস্ত্র দফতরের প্রতিনিধি দল। বৈঠক চলাকালীন যোগ দেন (এসআরডিএ) চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডলও ওরফে কেষ্ট মণ্ডল। বৈঠক শেষে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করছি এই কারখানাটি যাতে আরও ভালভাবে চালানো যায়। আগের বোর্ড মিটিংয়ে কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেগুলি আমরা নিশ্চিত করেছি। সেই প্রস্তাবগুলি আমরা রাজ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাব। জানা গেছে, ১৯৬৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পথচলা শুরু করে এই সুতোকলটি। বর্তমানের মতন আগে এমন পরিস্থিতি মোটেও ছিল না, প্রথম দিকে অত্যন্ত লাভজনক জায়গায় ছিল এই শিল্প। প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে উপার্জন করতেন। কিন্তু আটের দশকের শেষের দিকে ভগ্নপ্রায় হতে থাকে সুতোকলের অবস্থা। তবে অবশেষে রাজ্য সরকার ১৯৯০ সালে সুতোকলটি কিনে নেয়। কিন্তু তাতেও খুব একটা আশার আলো জ্বলেনি। এরপর দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল কারখানাটি। মামলা গড়ায় হাই কোর্ট পর্যন্ত। আদালতের নির্দেশে কিছু শ্রমিককে সরিয়ে বাকিদের নিয়ে সুতোকলটি কাজ শুরু করলেও আগের জৌলুস ফেরেনি। সুতোকল সূত্রে জানা

গিয়েছে, দিনের পর দিন সেটির উৎপাদন তলানিতে ঠেকেছিল। জানা যায় আজ থেকে তিন বছর আগে ১২৫ জন স্থায়ী ও ৮৪ জন অস্থায়ী কর্মী এই মিলে কাজ করতেন। বর্তমানে এই সুতোকলে কর্মী সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন। ফলে অত্যন্ত লাভের মুখ দেখছে না সুতোকলটি। কয়েক বছর আগেই শ্রমিকদের তরফ থেকে প্রশ্ন উঠেছিল এখনই এই সুতোকলটি বাঁচাতে না পারলে মুখ থুবড়ে পড়বে। এরপরই সুতো কলটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে একটি বৈঠকে বসেন জেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা। ওই বৈঠকের প্রায় ৯ মাস পর সুতোকলের কাজ কতখানি এগিয়েছে, আরও কী কী পরিকল্পনা রয়েছে, উৎপাদন আরও কী ভাবে বৃদ্ধি করা যায় এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়। আর এর পরেই আশার আলো দেখছেন অনেকেই।

Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/316/NIT-27/2025-2026 Sl. No. 01 to 07
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/317/NIT-28/2025-2026 Sl. No. 01 to 12
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/318/NIT-29/2025-2026 Sl. No. 01 to 05
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/319/NIT-30/2025-2026 Sl. No. 01 to 08
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/320/NIT-31/2025-2026 Sl. No. 01 to 12
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/321/NIT-32/2025-2026 Sl. No. 01 to 04
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/322/NIT-33/2025-2026 Sl. No. 01 to 08
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/323/NIT-34/2025-2026 Sl. No. 01 to 18
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/324/NIT-35/2025-2026 Sl. No. 01 to 06

E-Tender are here by invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works. Bid Submission closing (On line) **06/01/2026 (07/01/2026 at 11.00 AM** for **NIT-31, 32, 33, 34, 35) at 10.30 A.M.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **08/01/2026(09/01/2026 at 11.00 A.M. for NIT-31, 32, 33, 34, 35) at 10.30 A.M.** For further details **website https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১২৬৭-২০২৫-২৬-আর, তারিখ** ০৪.১২.২৫। **কাজের বিবরণ** : শিয়ালদহ ডিভিসনে বহু পুরনো এয়ার কন্ডিশনার প্রতিস্থাপন। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১২৭৬-২০২৫-২৬, তারিখ ০৪.১২.২৫। কাজের বিবরণ:** এসএসই/ই/জি/বিটি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এলসি গেট ৫৫/ই ও এলসি গেট ৫৬/ই (বিএনজে-পিটিপিএল)-তে নতুন রিলে রুম সহ গেট লজের বৈদ্যুতিকরণ। **টেন্ডার মূল্য** : ৯৭,৬৬,২৯৮ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৪,৫৯,৯৮২ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **বায়নামূল্য:** ১,৯৫,৩০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৯,২০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **কাজ শেষের সময়সীমা** : ৬ মাস প্রতিটির জন্য। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১২.১২.২০২৫ প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ২৬.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (SDAH-290/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার
শক্তি মন্ত্রক

সত্যমেব জয়তে

ফরিদাবাদ (হরিয়ানা)-এর ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (এনপিটিআই) মহাপরিচালক পদ ডেপুটেশন ভিত্তিতে

পূরণের জন্য নির্ধারিত ফর্ম্যাটে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই পদের বেতন স্কেল ৬৭,০০০/-৭৯,০০০/- টাকা, বার্ষিক ৩ (পূর্ব-সংশোধিত) ১,৮২,০০০/-২,২৪,১০০/- টাকা, সিসিএস (আরপি) বিধি, ২০১৬ অনুসারে বেতন ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১৫ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুসারে স্বাভাবিক ভাতা প্রদান করা হবে।

কর্মসংস্থান সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ছয় (৬) সপ্তাহের মধ্যে আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ **(২২ থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৫)** বিস্তারিত তথ্য এবং আবেদনপত্রের ফর্ম্যাটের জন্য দয়া করে ওয়েবসাইটটি দেখুন **http://powermin.nic.in/, http://www.npti.gov.in/** এবং **http://www.dopt.gov.in**

CBC 34107/12/0003/2526

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু! অভিযোগের তীর বন্ধুর দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৮ ডিসেম্বর ঃ বন্ধুর উন্নতি সহ্য হল না, বন্ধুকে বাড়ি থেকে ডেকে নির্জন আমবাগানে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ আরেক বন্ধুর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মালদার ইংরেজবাজার থানার লক্ষ্মীপুর কলোনি এলাকায়। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম কৌশিক বিশ্বাস। বাড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকায। পরিবারের সদস্যরা জানান, রবিবার দুপুরে কৌশিককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় তাঁর আরেক বন্ধু সৌভিক মৃধা। সন্ধ্যা গড়িয়ে এলেও কৌশিক বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা ফোন করতে শুরু করেন। প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা পর কৌশিকের বন্ধু সৌভিক মৃধা ফোন করে বলে কৌশিক অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এরপর পরিবারের সদস্যরা মালদার বাগবাড়ি লক্ষ্মীপুর এলাকায় একটি নির্জন আমবাগানে গিয়ে দেখেন কৌশিককে কোলে করে নিয়ে বসে রয়েছে তার বন্ধু সৌভিক মৃধা। ঘটনায় তড়িঘড়ি কৌশিককে উদ্ধার করে প্রথমে একটি নার্সিংহোম পরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কৌশিকের মামা নবকুমার সাহা অভিযোগ করে বলেন, কৌশিককে খুন করেছে তারই বন্ধু সৌভিক মৃধা। বিগত কয়েক বছর আগে শহরের একটি শোরুমে কৌশিক ও সৌভিক একসঙ্গে কাজ করত। এরপর কৌশিক কাজ ছেড়ে দিয়ে ভাল জায়গায় কলকাতায় কাজের সুযোগ পায়। এরপর থেকেই কৌশিকের উন্নতি দেখে হিংসা হত সৌভিকের। সেই হিংসার কারণেই কৌশিককে খুন করেছে সৌভিক বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

বৈদ্যবাটিতে স্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়ে নিখোঁজ সপ্তম শ্রেণির ছাত্র

বনস্পতি দে, হুগলি, ৮ ডিসেম্বর ঃ সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে, পরীক্ষা দেয় সে। পরীক্ষা শেষের ঘণ্টা বাজতেই সবার আগে খাতা জমা দিয়ে দড়ে নেমেও আসে পরীক্ষার রুম থেকে। কিন্তু এর পরে আর বাড়ি ফেরেনি শিব।স্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়ে নিখোঁজ সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। শনিবার থেকে সোমবার হয়ে গেল, এখনও খোঁজ নেই হুগলির বৈদ্যবাটির শতাব্দী প্রাচীন বিদ্যালয় বৈদ্যবাটি বনমালী মুখার্জি ইনস্টিটিউশনের ছাত্র শিব মান্নার। শনিবার শারীরশিক্ষা বিষয়ের পরীক্ষা ছিল শিবের। ৩০ মিনিটের পরীক্ষা। স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা গিয়েছে, সময় মতোই পরীক্ষা দিতে আসে সে। স্কুল ড্রেসের উপরে ছিল লাল রঙের জ্যাকেট। পরীক্ষা শেষ হওয়ার কিছুটা আগে থেকেই বেঞ্চে বসে এ দিক ও দিক দেখছিল। তার পরেই পরীক্ষকের হাতে খাতা জমা দিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়। সেই থেকেই ছেলের আর খোঁজ নেই বলে দাবি পরিবারের লোকের। শেওড়াফুলি গড়বাগানে বাড়ি শিবের। তার মা জানান, সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ছেলে। পৌনে ১১টায় বাড়ি এসে স্নান সেরে পরীক্ষা দেওযার জন্য স্কুলে চলে যায়। শিবের মা শিউলি মান্না বলেন, 'সকালে খেলতে বেরিয়েছিল বলে আমি একটু বকাবকি করি। তার পরে স্কুলে আসে। কিন্তু আর ফেরেনি। দেরি হচ্ছে দেখে স্কুলের গেটে এসেছি, থানায় গিয়েছি। এখনও ছেলেকে পাইনি।' শিউলি জানান, শ্রীরামপুর থানা, শেওড়াফুলি ফাঁড়ি সর্বত্রই জানিয়েছেন। এমনকী জিআরপিতেও জানিয়েছেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অমরনাথ ঘোষাল জানান, শিব একটু চঞ্চল। কোথায় গেল, বাড়ির লোকের মতো তিনিও অন্ধকারে। ছাত্র নিখোঁজের ঘটনায় তিনিও উদ্বিগ্ন।

খাবারে বিষক্রিয়ায় মৃত ছেলে, অসুস্থ গোটা পরিবার! তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৮ ডিসেম্বর ঃ খাবারে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হল ছেলের। গুরুতর অসুস্থ মা-বাবা ও দিদি ভর্তি হাসপাতালে। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে রহস্যের দানা বেঁধেছে বুদবুদের সুকান্ত নগরে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তে তলব করা হল ফরেন্সিক টিম। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম মিলন দত্ত (১৩)। অসুস্থ তার বাবা মিঠু দুত্ত, মা গিতালি দত্ত ও জ্যাঠতুতো দিদি পিয়া দত্ত। ঘটনায় পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত পরিবারটি নিরামিষ ভোজী। রবিবার মৃতের মাসি তাদের বাড়িতে এসেছিল। এদিন সকালে বাড়িতে বেগুন ভর্তা, তড়কা ভাত খেয়েছিল। তারপরই পেটে ব্যাথা ও পায়খানা শুরু হয় পরিবারের সকলের। রাত্রে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় স্থানীয় চুকিসকের কাছে চিকিৎসা করিয়ে ঔষধ খায়। পরিদিন অর্থাৎ সোমবার সকালে সকলের শারিরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। পরিবারের একমাত্র ছেলে মিলনের পায়খানার সঙ্গে বমি শুরু হওয়ায়, তাকে মানকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা মিলনকে মৃত বলে ঘোষনা করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাকি তিনজনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে আশপাশের লোকজন। পুলিশ জানিয়েছে, বাড়িটি সিল করা হয়েছে। খাবারের নমুনা সংগ্রহ ও তদন্তের জন্য ফরেন্সিক টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ হাওড়া ও শিবপুরে 'ওয়ার রুম' পরিদর্শনে মন্ত্রী অরূপ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৮ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ হাওড়া ও শিবপুরে ওয়ার রুম' পরিদর্শন মন্ত্রী অরূপ রায়ের। সোমবার দুপুরে দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে যান মন্ত্রী অরূপ রায়। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশানুসারে দক্ষিণ হাও।। কেঃদ্র তৃণমূল কংগ্রেসের 'ওয়ার রুম'-এ এদিন উপস্থিত থেকে সহকর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনে এন্যুমারেশন ফর্ম জমার বিষয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ সহ উপস্থিত নেতৃত্বকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা তথা হাওড়া জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরী, দক্ষিণ হাওড়া ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চৌধুরী, যুব তৃণমূলের সভাপতি পূর্ণেন্দু ঘোষ, তৃণমূল নেতা অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, 'কেন্দ্রে

যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে তারা নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের হাতের পুতুল করে বাংলাকে দখল করার জন্য এই রাজ্যে এসআইআর চালু করতে চেয়েছিল। তারা যে উদ্দেশ্যে এই কাজ করতে চেয়েছিল তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি বরং আমাদের লাভ হয়েছে। যখন এসআইআর চালু হবে তখন আমাদের চিন্তা ছিল কি করে এসআইআর এর কাজ শেষ হবে। কিন্তু কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং সমস্ত কর্মীরা একত্রিতভাবে কাজ করায় এই কাজ শেষ হয়েছে। এসআইআর এর জন্য এক মাস ধরে কর্মীরা যা কাজ করেছেন সেই কাজ আগামী নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত করে যেতে হবে। যে সমস্ত ভোটারের দুই রাজ্যে নাম আছে তাদের নাম বাদ দিতে হবে। ভোটার লিস্টে যাতে কেউ কারচুপি না করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিজেপি যাতে বাইরে থেকে লোক এনে এই রাজ্যে ভোটার লিস্টে নাম নথিভুক্ত করতে না পারে তার জন্যই ভোটের আগের দিন পর্যন্ত খেয়াল রায়ে রখতে হবে যাতে এমন কিছু না করতে পারে।' অন্যদিকে, এদিন শিবপুরে 'ওয়ার রুম' পরিদর্শনে যান অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। সোমবার হাও।ার শিবপুরে এসআইআর সহায়ক 'ওয়ার রুম' পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল- কংগ্রেসের সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা, শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জিটি রোডে ওয়ান-ওয়ে যান চলাচল! বাড়ল আরও দু'ঘণ্টা সময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৮ ডিসেম্বর ঃ হাওড়া শহরে যান চলাচলে সময় পরিবর্তন! শহরে যানজট নিয়ন্ত্রণ করেতে সময় পরিবর্তন হাওড়া সিটি পুলিশের । হাওড়ার জি টি রোডে যান চলাচলের ক্ষেত্রে হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশিকা। হাওড়া জি টি রোডে ওয়ান-ওয়ে যান চলাচলের সময় সীমা বেড়ে গেল। এতদিন কাজীপাড়া থেকে বঙ্গবাসী যাবার ক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষ থেকে যে সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়েছিল সেই সময়সী সকাল -সন্ধ্যা মিলিয়ে প্রায় দুই ঘন্টা বাড়ান হল । জি টি রোড ওয়ান ওয়ে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে, সকাল ৮ থেকে রাত্রি ৮ পর্যন্ত ছিল। সেই সময়সূচি সকাল ৭.৩০ থেকে রাত্রি ৯ৃ৩০ পর্যন্ত ওয়ান-ওয়ে কার্যকর থাকবে। ফেরার ক্ষেত্রে শিবপুর গামী সমস্ত গাড়ি ফোরসোর রোড হয়ে জগৎমুখার্জি রোড কাজীপাড়া জিটি রোডে উঠবে। বেলুড় বাজার জেএন মুখার্জি রোড হয়ে হাওড়া স্টেশনের আসবে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শহরে গাড়ির চাপ দারুন ভাবে বাড়ছে। সেই মত হাওড়ার জি টি রোডে গাড়ির চাপও দারুন ভাবে বাড়ছে। সুস্থভাবে যান চলাচল করতে সকালে ৩০ মিনিট আগে ওয়ান-ওয়ে কার্যকর হচ্ছে। একই সঙ্গে রাত্রে পুরনো সময়ের পরিবর্তে আরও দেড় ঘন্টা অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত ওয়ান-ওয়ে বজায় থাকবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE-III/34/APAS/31/25-26 (1st Call) Name of work **: Renovation of Conc. Road at 128 B.M. Road Gully and adjacent location in Ward No.34.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,98,552.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 01.01.2026 upto 10 a.m.** Date and Time of opening of Bid **: 03.01.2026 after 10 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.12.2025 - 5 p.m.**

2. NIT NO. : EE-III/29/30/25-26 Name of work **: Repairing and renovation of damaged passage to prevent dust at 8, 15 Chamru Singh Lane, 3/45 N.M. Road and its surrounding area in Ward No.29.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,71,725.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 06.01.2026 upto 12 noon.** Date and time of opening of Tender **: 08.01.2026 after 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **09.12.2025 - 5 p.m.**

3. NIT NO. : EE-III/29/27/25-26 Name of work **: Removal of choked sewer at 86, 89/9 N.N. Road, 5/1 Kasai Bustee 1st Lane & other places in Ward No.29.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,89,953.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 05.01.2026 after 4 p.m.** Date and time of opening of Tender **: 07.01.2026 upto 4 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **09.12.2025 - 5 p.m.**

4. NIT NO. : KMC/EE-III/34/APAS/33/25-26 (1st Call) Name of work **: Renovation of passage at 20, 22 B.M. Road and surrounding area in Ward No.34.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,99,119.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 03.01.2026 upto 10 a.m.** Date and time of opening of Bid **: 05.01.2026 after 10 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.12.2025 - 5 p.m.**

5. NIT NO. : EE-III/29/28/25-26 Name of work **: Repair of sewer at 3/16 N.M. Road, 15/H/3 Chamru Singh Lane and its surrounding area in Ward No.29, Damaged by W/S Deptt., during Excavation.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,56,113.00.** Earnest Money **: Rs.7,500.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

6. NIT NO. : KMC/EE-III/34/APAS/35/25-26 (1st Call) Name of work **: Renovation of passage along Gagan Sarkar Lane, 112 B.M. Road in Ward No.34.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,98,789.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

7. NIT NO. : KMC/EE-III/34/APAS/41/25-26 (1st Call) Name of work **: Renovation of sewer at 47C, 1/5, 1/7 Barwaritala Road and surrounding area in Ward No. 34.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,98,392.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 06.01.2026 upto 9 a.m. (for Sl.No.5 to 7).** Date and Time of opening of Bid **: 08.01.2026 after 9 a.m. (for Sl.No.5 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.5 to 7).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 7).**

The **Exe. Engineer (Civil), Borough-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/XIV/129/033/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Maintenance of Bituminous Road at the Bye Lane of R.K. Sarani near Canara Bank & opposite of Kishore Bharati School etc. in Ward No.129. (Part No.135).** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,68,436.44.** Earnest Money **: Rs.5,400.00.** Period of Completion **: 15 Days.**

2. NIT NO. : KMC/XIV/129/042/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Maintenance of Bituminous Road at the Bye Lane of G.M. Road near Pre.No.35/2/1A & Road near Arya Vidyamandir in Ward No.129. (Part No.142).** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,23,752.28.** Earnest Money **: Rs.8,500.00.** Period of Completion **: 15 Days.**

3. NIT NO. : KMC/XIV/130/014/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Maintenance of Cement Concrete passage in the Bye Lane of B.C. Road near Pr.No.7/1, & 11 etc. in Ward No.130. (Part No.169).** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,53,403.39.** Earnest Money **: Rs.7,100.00.** Period of Completion **: 15 Days.**

4. NIT NO. : KMC/XIV/130/017/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Repairing of Cement Concrete Passage in the Bye Lanes of K.C. Lane near Pr.No.17, 12/1, 6 & 32 etc. in Ward No.130. (Part No.163).** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,33,690.99.** Earnest Money **: Rs.6,700.00.** Period of Completion **: 21 Days.** Last date of Submission of Bid **: 15.12.2025 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 to 4).** Tender will be opened on **17.12.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **05.12.2025 from 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4).**

5. NIT NO. : KMC/XIV/132/013/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Construction of Community Latrines at 1 No Sagar Manna Road Bye Lane (Slum Area) etc in Ward No.132.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,12,526.65.** Earnest Money **: Rs.4,500.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

6. NIT NO. : KMC/XIV/121/023/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Maintenance of paver block passage in the Saradapally Area near Pr.No.566, 672, 577, 563 & 382/1, etc. R.R.M. Roy Road in Ward No.121. (Part-76).** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,14,587.03.** Earnest Money **: Rs.8,500.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

7. NIT NO. : KMC/XIV/121/026/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Desilting including repairing of U/G sewer in the Anandapally Area near Pr.No.P-41, P-8/3, P-19 & P-9/5, etc. P.B. Road in Ward No.121 (Part No.60).** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,96,838.60.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

8. NIT NO. : KMC/XIV/132/041/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Repairing of footpaths (Relaying of Paver Block) at U.B. Road Bye Lane near Parnasree Bus Stop Area and other places etc. under Booth No.41 in Ward No.132.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,98,233.11.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 25 Days.**

9 NIT NO. : KMC/XIV/132/005/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Desilting, Chokage removal and rising of manhole cover of U/G Sewer Line at B.L.T. Road near Pr.No.45, etc. in Ward No.132.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,70,999.40.** Earnest Money **: Rs.5,500.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

10. NIT NO. : KMC/XIV/132/004/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Repair of Community Toilets at B.L.T. Road Bye Lane near Pr.No.47, etc. in Ward No.132.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,55,987.10.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 25 Days.**

11. NIT NO. : KMC/XIV/132/015/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Desilting and Chockage removal of U/G sewer line at 1 No. Sagar Manna Road Bye Lane etc. in Ward No.132.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,46,614.47.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 20 Days.**

12. NIT NO. : KMC/XIV/121/025/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Repairing of Cement Concrete passage in the Anandapally Area near Pr.No.P-41, P-39, P-8 & P-6/1, etc. in Ward No.121. (Part No.60).** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,48,425.89.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 15 Days.**

13. NIT NO. : KMC/XIV/132/011/25-26/APAS (1st Call) Name of work **: Repair of Community Toilets at 1 No Sagar Manna Road (Slum Area) etc. in Ward No.132.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,94,426.68.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date of submission of Bid **: 26.12.2025 upto 5 p.m. (for Sl.No.5 to 13).** Tender will be opened on **29.12.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.5 to 13).** The bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 from 5 p.m. (for Sl.No. 5 to 13)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 13).**

1642 /25-26

১৫০ কোটি বছরের মধ্যেই এমন বিশাল রূপ! নয়া ছায়াপথ

মহাবিশ্বের বয়স, তার বিস্তার, ছায়াপথের জন্ম ও বিবর্তন-এসব সম্পর্কে গত কয়েক দশকে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল, তার উপর যেন এক প্রবল ধাক্কা দিয়ে গেল ভারতের দুই তরুণ গবেষক। পুনের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (টিআইএফআর)-এর সেন্টার ফর রেডিও ফিজিক্সের দুই বিজ্ঞানী রাশি জৈন এবং যোগেশ ওয়াদাদেকর জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যবহার করে এমন এক বিশালাকায় সর্পিল ছায়াপথ আবিষ্কার করেছেন, যা মহাকাশবিদ্যার বহু প্রতিষ্ঠিত সূত্রকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। তাঁরা এই নতুন ছায়াপথটির নাম দিয়েছেন ‘ পেছনে রয়েছে কাব্যময় এবং একইসঙ্গে প্রতীকী ব্যাখ্যা। রাশি ও যোগেশের ভাষায়, হিমালয় থেকে দুটি যমজ নদী নেমে আসে-মন্দাকিনী এবং অলকান্দা। মন্দাকিনীকে বলা হয় স্বর্গের গঙ্গা, অর্থাৎ আকাশগঙ্গা। আমাদের মিল্কিওয়ের সঙ্গে নয়া ছায়াপথটির এত মিল যে মনে হয় এটি যেন তারই যমজ। আর সেই কারণেই আমরা নাম রেখেছি অলকানন্দা।

কিন্তু নামের কবিত্বের থেকেও শতগুণ বেশি বিস্ময় লুকিয়ে রয়েছে এই ছায়াপথের বয়স এবং গঠনে। পৃথিবী থেকে ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত অলকানন্দা থেকে যে আলো JWST-এর চোখে এসে ধরা পড়েছে, তা রওনা হয়েছিল ১২০০ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ, যখন ব্রহ্মাণ্ডের বয়স মাত্র ১৫০ কোটি বছর, সেই নবীন সময়ের প্রতিচ্ছবিই আজ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের মূল কারণ এখানেই। আধুনিক অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অনুযায়ী, কোনো সর্পিল ছায়াপথকে পুরোপুরি গড়ে উঠতে, তার বাহু প্রসারিত হতে এবং কেন্দ্রস্থলে কাঠামোগত স্থায়িত্ব তৈরি হতে সাধারণত কয়েক হাজার কোটি বছর সময় লাগে। কিন্তু অলকানন্দা যেন নিয়মের ব্যতিক্রম। মাত্র ১৫০-৩০০ কোটি বছরের মধ্যেই এটি এমন জটিল, সুগঠিত সর্পিল রূপে পরিণত হয়েছে, যা মহাবিশ্বের বিবর্তনের তত্ত্বে বড় প্রশ্নচিহ্ন বসাচ্ছে। রাশি ও যোগেশের প্রকাশিত ছবিগুলিতে দেখা যাচ্ছে-অলকানন্দার কেন্দ্রটি একটি ঢিবির মতো উঁচু, যেন জ্বলজ্বলে মণির মতো। সেই কেন্দ্রকে দুটো সর্পিল বাহু সুনিপুণ ভাবে জড়িয়ে রেখেছে, দেখতে যেন আকাশে দুই সাপ আলতোভাবে বেষ্টন করে আছে। এই বাহুগুলির দৃশ্যমান বিস্তার প্রায় ৩০ হাজার আলোকবর্ষ, যদিও গবেষকদের ধারণা, আসল বিস্তার এর চেয়ে আরও বহু গুণ বেশি হতে পারে। এই ছায়াপথ সম্পর্কে আরেকটি বিস্ময়কর তথ্য জানিয়ে গবেষকরা বলেছেন, আমাদের পর্যবেক্ষিত মহাবিশ্বে এতদিন এমন আর কোনো ছায়াপথ খুঁজে পাওয়া যায়নি, যার অন্তর্গত নক্ষত্রগুলির মোট ভর সূর্যের ১০০০ কোটি গুণ। এই বিশাল ভরই অলকানন্দাকে এক বিশেষ পরিচয় দিয়েছে-কসমিক পাওয়ারহাউস।অলকানন্দা যে বিপুল শক্তির উস, তার প্রমাণ নক্ষত্র সৃষ্টির হারেও স্পষ্ট।

প্রতি বছর এই ছায়াপথে গ।ে ৬৪ সৌরভরের নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে-যা আমাদের আকাশগঙ্গার তুলনায় ২০-৩০ গুণ বেশি। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের শিশুকালে অলকানন্দা এমন এক বিস্ফোরক নক্ষত্রকারখানায় পরিণত হয়েছিল, যা আধুনিক মহাকাশবিদ্যার ধারণাকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। এত দ্রুত এত বড় বিস্তার-কীভাবে সম্ভব? সবচেয়ে বড় ধাঁধা এখানেই। মহাবিশ্বের জন্মের অতি প্রারম্ভিক সময়কে বলা হয় ‘ এজেস’-যখন আলো ছিল ক্ষীণ, প্রথম নক্ষত্রের জন্মও তখন সবে শুরু। সেই আদিম সময়ের মাঝে কী এমন ঘটেছিল, যার ফলে অলকানন্দার মতো একটি ছায়াপথ এত দ্রুত ঠান্ডা হয়ে স্থিতিশীল কাঠামো গড়েছে? বিজ্ঞানীদের অনুমান, হয়তো মহাবিশ্বের প্রথম দিকের পদার্থঘন অবস্থাই দ্রুত নক্ষত্র গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, হয়তো সেখানে ছিল বিশেষ কোনো অতি-মহাজাগতিক কৃষ্ণগহ্বর, যা ছায়াপথের গঠনকে প্রভাবিত করেছে। তবে এখনো এসবই অনুমান-স্পষ্ট প্রমাণের জন্য আরও গভীর পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। JWST-র তোলা ছবি এবং স্পেকট্রাল ডাটায় দেখা গেছে যে অলকানন্দার রাসায়নিক উপাদানও বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ-এত অল্প সময়ের মধ্যে ধূলিকণা, গ্যাস এবং ভারী মৌলের এমন উপস্থিতি সাধারণত দেখা যায় না। মহাবিশ্বের শুরুটা কি আমরা যতটা সাধারণ ভেবেছিলাম, ততটা ছিল না? কি এমন প্রক্রিয়া কাজ করেছিল, যা ছায়াপথ গঠনের নিয়মিত সময়সীমাকে ত্বরান্বিত করেছে? অলকানন্দা কি ‘ ছায়াপথের মতো গঠিত হয়েছে-মিল্কিওয়ের মতো কাঠামোর কোনো প্রাগৈতিহাসিক সংস্করণ?অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে এই আবিষ্কারকে অনেকেই ইতিমধ্যেই যুগান্তকারী বলে উল্লেখ করছেন। কারণ, এতদিনের মডেল অনুযায়ী মহাবিশ্বের প্রাথমিক পর্যায়ে সর্পিল ছায়াপথের অস্তিত্ব প্রায় অসম্ভব বলে ধরা হতো। অলকানন্দা সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছে। অলকানন্দার আবিষ্কার শুধু এক নতুন ছায়াপথের সন্ধান নয়-এটি যেন মহাকাশবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকে নতুন অধ্যায় যোগ করার শুরু। রাশি জৈন এবং যোগেশ ওয়াদাদেকরের এই সাফল্য ভারতের মহাকাশ-গবেষণাকে নতুন উচ্চতায় তুলে এনেছে, একইসঙ্গে গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সামনে রেখে যাচ্ছে এক অনিবার্য প্রশ্ন- মহাবিশ্বের বিবর্তন কি তবে আমরা এতদিন ভুলভাবে বুঝে এসেছি?

হিমালয়ের আকাশে তিন সূর্যের বিস্ময়!
পাইলটের দেখা দৃশ্যের বৈজ্ঞানিক রহস্য উদ্ঘাটন

কখনও কখনও প্রকৃতি এমন রূপ দেখায়, যা মানুষের কল্পনার সীমাকেও অতিক্রম করে যায়। বলা হয়-রূপকথার গল্পও বাস্তবের তুলনায় ফিকে। আবার এই কথাও সত্য যে প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুশিল্পী। আর এই জাদুর সাক্ষী রইলেন এক বিমানচালক, দিল্লি থেকে কাঠমান্ডু যাওয়ার পথে। হিমালয় অঞ্চলের আকাশে উড়োজাহাজ উড়তে উড়তে তিনি দেখলেন এমন দৃশ্য, যা মুহূর্তে তাঁকে স্তম্ভিত করে দেয়-এক আকাশে তিন-তিনটি সূর্য! বিমানের ককপিট থেকে তোলা সেই ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতেই ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের চোখে এই ঘটনা প্রায় অবিশ্বাস্য। কেউ ভাবলেন, হয়তো ক্যামেরার লেন্সের সমস্যা কেউ বললেন, আকাশে অন্য কোনো গ্রহ বা উল্কা সূর্যের মতো দীপ্তি ছড়াচ্ছে আবার কেউ কেউ মজা করে মন্তব্য করলেন-হিমালয়ের মাথার ওপর যে দেবলোক, সেখানকার সূর্যও দেখা যাচ্ছে বোধহয়! কিন্তু বিজ্ঞানীরা এতটুকুও অবাক নন। কারণ এই সৌন্দর্যের মধ্যে রহস্য থাকলেও তা অলৌকিক নয়-সম্পূর্ণই আলো, বরফকুচি এবং প্রতিসরণের খেলা। এই অপূর্ব দৃশ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে, যা জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়, বরং আলোকবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। এর নাম পারহেলিয়ন, সাধারণভাবে যার পরিচিতি ‘সান ডগ’ বা ‘মগ সান’। পৃথিবী থেকে খালি চোখে একাধিক সূর্য দেখা বাস্তবে অসম্ভব-এটাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌলিক সত্য। আমাদের সৌরজগতে সূর্য একটিই, এবং মহাকাশে সূর্যসদৃশ অন্য কোনো নক্ষত্রের আলো এতটাই দূরে যে তা কখনোই সূর্যের মতো আকাশে পৃথক গোলকাকৃতি আলোকবিন্দুর মতো দেখা যায় না। সুতরাং আকাশে তিনটি সূর্য দেখার ঘটনা সত্যিই অস্বাভাবিক-যদি না তা কোনো আলো-সংক্রান্ত ভ্রম হয়। আর সেই কারণেই বিজ্ঞানীরা ঘটনাটি ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায়।

মরীচিকায় যেমন দূরে জলের অস্তিত্বের ছায়া দেখা যায়, বাস্তবে যা নেই-এক্ষেত্রেও তেমনই প্রতিসরণের কারণে সূর্য একাধিক বলে মনে হয়। হিমালয় বা উত্তরীয় উচ্চ অক্ষাংশের অঞ্চলে আকাশে প্রায়ই দেখা যায় সিরোস্ট্রাটাস মেঘ। এরা অত্যন্ত উচ্চতায় অবস্থান করে এবং গঠনে সুতীক্ষ্ণ, কেলাসিত বরফকণা। এই বরফকণাগুলির বিশেষত্ব হল, এরা প্রাকৃতিক প্রিজমের মতো আচরণ করতে পারে। যখন সূর্যের আলো এদের ওপর পড়ে, আলোর প্রতিসরণ ও প্রতিফলনের ফলে সূর্যের দু'পাশে দুটো উজ্জ্বল আলোর গোলক তৈরি হয়। তখন মনে হয় যেন সূর্য তিনটি-একটি মাঝখানে সত্যিকারের সূর্য এবং দু'পাশে দুটি প্রতিফলিত সূর্য। এটি ঘটার জন্য কয়েকটি শর্ত একসঙ্গে পূরণ হতে হয়ঃ ১. আকাশে পর্যাপ্ত সিরোস্ট্রাস্টাস মেঘ থাকা চাই, যার বরফকণা ষড়ভুজাকৃতি প্রিজমের মতো কাজ করে। ২. সূর্যের অবস্থান ২২ ডিগ্রি কোণে থাকতে হবে। এই কোণের কারণে আলো বরফকণায় সঠিকভাবে প্রতিসরিত হয়। ৩. বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত পরিষ্কার ও শুষ্ক হতে হবে, যাতে আলো বিচ্ছুরণ বাধাহীন হয়। ৪. পর্যবেক্ষকের অবস্থান এমন হতে হবে যাতে প্রতিসরিত আলোগুলি চোখে একসঙ্গে পৌঁছায়। এই শর্তগুলি একত্রে মিললে সূর্যকে ঘিরে তৈরি হয় একটি উজ্জ্বল আলোকবলয়-যাকে বলা হয় ২২-ডিগ্রি হ্যালো। আর এই হ্যালোর দু'প্রান্তে জ্বলজ্বল করে দুটি আলোকবলয়-যা দেখতে সূর্যের মতো বলেই মানুষের কাছে মনে হয় তিনটি সূর্য আকাশে ঝুলে আছে। হিমালয় পৃথিবীর অন্যতম উচ্চতম পর্বতশ্রেণি। এখানে বায়ুমণ্ডলের স্তর পাতলা এবং তাপমাত্রা প্রায় সারাবছরই কম। এই ঠান্ডার কারণে আকাশে সিরোস্ট্রাস্টাস মেঘের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। বিমান যাত্রার সময় যেহেতু উড়োজাহাজ এই মেঘস্তরের মাঝেই থাকে, তাই বিমানচালকদের চোখে এই দৃশ্য আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সাধারণ পর্যটক মাটিতে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য কম দেখতে পান, কারণ নীচু উচ্চতায় বরফকুচির মেঘ ততটা ঘন থাকে না। বিকট সৌন্দর্যের পাশাপাশি এই মেঘস্তর বিমানচালকদের কাছে সতর্কতার কারণও। সিরোস্ট্রাস্টাস মেঘ মানেই উচ্চ বায়ুধারার উপস্থিতি হতে পারে, আর তা বিমান চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে যখন পাইলট এই ধরনের মেঘাচ্ছন্ন অঞ্চল দেখেন, তাঁকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। তাই বলা হয়-যেখানে সান ডগ দেখা যায়, সেখানেই আকাশে ভর করে রয়েছে এক ধরনের আবহাওয়া সংকেত। সোশাল মিডিয়ায় উত্তেজনা-কিন্তু বিজ্ঞান বলছে তা সাধারণ ঘটনা,যদিও সাধারণ মানুষের কাছে তিনটি সূর্যের দৃশ্য।

অভিবাসীদের ‘চোর’ বললেন জেডি ভ্যান্স পাল্টা কটাক্ষ-তাহলে আগে নিজের ভারতীয় স্ত্রী-সন্তানদের দেশছাড়া করুন!

৮ ডিসেম্বর ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি দিনদিন আরও কঠোর হচ্ছে। সেই সুরকেই আরও তীব্র করে এবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেঃট জেডি ভ্যান্স এমন মন্তব্য করলেন, যা মুহূর্তেই বিতর্কের ঝড় তুলেছে আমেরিকাজুড়ে। ট্রাম্পের শাসনামলে অভিবাসনকে ‘ সংকট’ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে বহুদিন ধরেই। কিন্তু এবার ভ্যান্স সরাসরি অভিবাসীদের চোর-আমেরিকান ড্রিমের ডাকাত বলে দেগে দিলেন। মার্কিন রাজনীতির ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ‘ লেডি’ হলেন উষা ভ্যান্স। অথচ অভিবাসনবিরোধী এই কঠোর অবস্থান, বিশেষ করে ভ্যান্সের উষ্ণ মন্তব্য, সাধারণ নাগরিকদের কাছে গভীর বিস্ময়ের কারণ হয়ে উঠেছে। কারণ তাঁর নিজের পরিবারেই রয়েছে অভিবাসীদের ইতিহাস-স্ত্রী উষা ভারতীয় বংশোদ্ভূত, তাঁদের সন্তানদেরও ভারতীয় রক্তধারা রয়েছে।এক্স-এ ভ্যান্স একটি দীর্ঘ পোস্ট করে লেখেন-অভিবাসীরা আমেরিকান ড্রিম চুরি করে নিয়েছে। দেশের মান-সম্মান রক্ষা করতে হলে আমেরিকাকে শক্ত হাতে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। নেটিজেনরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন-অভিবাসীদের যদি সত্যিই চোর বলা হয়, তবে ভ্যান্সের পরিবারই বা তার বাইরে কেন? লেখক ও কর্মী ওয়াহাজাত আলি প্রতিবাদে সরব হয়ে লেখেনঃ আপনি যদি মনে করেন অভিবাসীরা আমেরিকান ড্রিম লুট করেছে, তবে আপনার স্ত্রী উষা ভ্যান্সকেও দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। তাঁর পরিবার ভারতীয়, আপনার সন্তানদের রক্তধারায়ও ভারতীয় পরিচয় রয়েছে। তাঁদের টিকিট কবে কাটছেন, জানিয়ে দিন। এই মন্তব্য মুহূর্তেই ভাইরাল হয়। অনেকেই আলির বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন-ভ্যান্সের নিজের পরিবারই অভিবাসীদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ফাঁকফোকর তুলে ধরে। জেডি ভ্যান্সের স্ত্রী উষা চিলুকুরি ভ্যান্স, জন্মসূত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাঁর বাবা-মা হায়দরাবাদ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে উষা প্রিন্সটন ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন, এবং আইন পেশায় সুনাম অর্জন করেন। ২০১৪ সালে জেডি এবং উষা ভারতীয় রীতিনীতি মেনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সেই অর্থে ভ্যান্স নিজেই অভিবাসী পরিবারের জামাই। তাই তাঁর অভিবাসী-বিরোধী কথাবার্তা মানুষের কাছে আরও দ্বিচারিতা হিসেবে ধরা পড়ছে। এটাই প্রথম নয়। সম্প্রতি ধর্মকে কেন্দ্র করেও তিনি অগ্নিপরীক্ষায় পড়েছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে ভ্যান্স বলেন-আমার স্ত্রী যদি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হন, তবে আমি খুশি হব। এই মন্তব্যে তর্ক-বিতর্ক ও তীব্র সমালোচনা ঝড়ে। কারণ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করার বিষয়ে স্বামীর প্রকাশ্য আশা সামাজিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল। অনেকে বলেছিলেন-একজন সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতি-প্রার্থী বা ভাইস প্রেসিডেন্টের মুখে এমন মন্তব্য ধর্মীয় সহনশীলতার পরিপন্থী।ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা প্রশাসন অভিবাসন বিরোধী অবস্থানে আরও আগ্রাসী হয়েছে। সীমান্তপথে প্রবেশ রোধ, ‘ ফোর্স’ তৈরি, এবং অভিবাসী-পরিবার বিচ্ছিন্ন করার মতো নীতিগুলি আগেই বিতর্ক তৈরি করেছিল। ভ্যান্সের সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই অবস্থানকে আরও কঠোরভাবে সামনে তুলে আনছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্প-ভ্যান্স শিবির মূলত জাতীয়তাবাদী আবেগ উস্কে তোলার চেষ্টা করছে। তাঁরাই বিশ্বাস করেন, এমন মন্তব্য ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এমন মন্তব্যে আমেরিকার বহুত্ববাদ, বৈচিত্র্য এবং প্রবাসী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়-এমন আশঙ্কাও প্রকাশ্যে আসছে।

তেলিয়ামুড়ায় ২৪ ঘন্টায় পরপর দুই চুরি, থানার হেফাজত থেকে আসামি পলাতক

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার রাজনগর এলাকায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একদিকে ই-রিক্সা থেকে মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরি, অন্যদিকে চুরি মামলায় ধৃত আসামির থানার হেফাজত থেকে পলায়ন-এই দুই ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। রবিবার গভীর রাতে রাজনগর এলাকায় বাড়ির সামনে রাখা ছিল প্রীতম দাসের ই-রিক্সা। সকালে উঠে তিনি দেখেন, ই-রিক্সার গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ খোয়া গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতে সংঘবদ্ধ চোরচক্র এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। ভুক্তভোগী প্রীতম দাসের কথায়, রোজগারের একমাত্র ভরসা

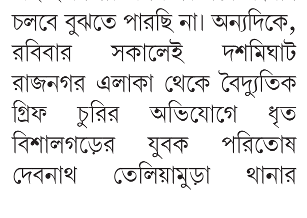

এই ই-রিক্সা। এখন কীভাবে সংসার চলবে বুঝতে পারছি না। অন্যদিকে, রবিবার সকালেই দশমিঘাট রাজনগর এলাকা থেকে বৈদ্যুতিক প্রিফ চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হয় বিশালগড়ের যুবক প্রীতোষ দেবনাথ তেলিয়ামুড়া থানার হেফাজত থেকেই পালিয়ে যায়। পালানোর সময় থানায় সেন্ট্রি ডিউটিতে ছিলেন এস.পি.ও সুনিতা রুদ্রপাল ও পিন্ট সরকার। এই ঘটনায় গুরুতর পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, একদিকে শহরে চুরি বাড়ছে, অন্যদিকে ধৃত আসামি থানার ভেতর থেকেই পালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? সচেতন নাগরিক সমাজের দাবি, এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হোক এবং শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্রুত শক্তিশালী করা হোক। ঘটনাগুলি ঘিরে রাজনগর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

Name Change

I, Naba Kumar Saha son of Jagannath Saha, residing at 64/1, Dasnagar, P.O – Birati, P.S – Nimta, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700051, West Bengal, declare that my mother's correct and actual name is Renu Bala Saha but inadvertently her name recorded in my Passport as Ranu Bala Saha instead of Renu Bala Saha. Ranu Bala Saha and Renu Bala Saha both are same and one identical person.

Name Change

I KHADIJA KHATUN BIBI MY NAME HAS BEEN RECORDED MY AADHAAR CARD AS NEKJAN BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 3-12-2025 I KHADIJA KHATUN BIBI AND NEKJAN BIBI IS SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS KHADIJA BIBI R/O VILL GOBINDAPUR MORLPARA P.O PLASSEY KALIGANJ NADIA

Name Change

I VIJAY PRASAD S/O SAKAL DEV PRASAD residing at 128 Hari Nagar Ashram, South Delhi, Jangpura, South Delhi-110014, Delhi, have changed my name and shall henceforth be known as VIJAY KISHOR PRASAD as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 05/12/2025. VIJAY PRASAD and VIJAY KISHOR PRASAD both are same and identical person.

Name Change

I ROJINA KHATUN, W/O- SK Moniruddin, Residing at Vill-&-P.O-Paniarah ,P.S-Panchla, Dist-Howrah -711302, (SK RAHAT ALI is my son) That said l ROJINA KHATUN and ROJINA BEGAM is the same and one identical person. Vide affidavit In the court of Ld. (1st Class) Executive Magistrate at Howrah, Date-25/11/25

Name Change

I, RABIUL SK (old name) S/O - KARIM SK residing at VILL -HUMAYAN MANJIL POROSHANBAGH PS-MURSHIDABAD DIST-MURSHIDABAD PIN-742164 . West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RABIUL SHAIKH (old name) to RABIUL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as RABIUL SHAIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 08/12/2025 . RABIUL SHAIKH (new name) & RABIUL SK (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I, HAJRATALI MONDAL (old name) S/O - IDRIS MONDAL residing at VILL -MATHURGACHHI POPURBA BISHNUPUR PS-CHAKDAHA DIST-NADIA PIN-741223 . West Bengal, do hereby declare that Ihave changed My name from HAJRATALI MONDAL (old name) to HAZRAT ALI MONDAL (new name)andhenceforth, I shall be Known as HAZRAT ALI MONDAL (new name) in all purpose, vide anaffidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 08/12/2025. HAZRAT ALI MONDAL(new name) & HAJRATALI MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I,MOSAREF MOLLA (old name) S/O - OSMAN MOLLA residing at KARUIGACHHI POPIPRAGACHHI PS-CHAPRA DIST-NADIA PIN-741123 . West Bengal, do hereby declare that I havechanged My name from MOSAREF MOLLA (old name) to MOSHARAF MOLLA (new name) and henceforth, Ishall be Known as MOSHARAF MOLLA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 08/12/2025 . MOSHARAF MOLLA (new name) & MOSAREF MOLLA (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

OLD NAME BIPIRUL SHAIKH S/O NAJRUL SHAIKH R/O PATPUKUR PO DIGHA P.S NAKASHI PARA DIST NADIA HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HANCE FORTH BE KNOWN AS BAPIRUL SEKH S/O NAJRUL SEKH IN ALL PURPOSE. VIDE AFFIDAVIE SWORN BEFORE NOTARY PUBLIC KRISHNGAR ON 8/12/25 I BAPIRUL SEKH S/O NAJRUL SEKH AND BAPIRUL SHAIKH S/O NAJRUL SHAIKH AND SHAIKH S/O NAJRUL SHAIKH IS SAME PERSON.

Name Change

I, Navin Agarwal (old name) son of Ratan Lal Agarwal, residing at 21/1, Dobson Road, Howrah - 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Navin Kumar Agarwal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 08/12/2025. Navin Agarwal (old name) and Navin Kumar Agarwal (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I PARTHA SENGUPTA S/O SUBODH RANJAN SENGUPTA residing at 107, Bansdroni Govt. Colony, Bansdroni, Kolkata-700070, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PARTHA PRATIM SENGUPTA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 05/12/2025. PARTHA SENGUPTA and PARTHA PRATIM SENGUPTA both are same and identical person

CHANGE OF NAME

I, Sahadat Sekh (old name) residing at Ratanpur, Burnia ,Tehatta , Dist- Nadia , Pin- 741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAHADAT SEKH to SAHADAT SK and henceforth I shall be known as SAHADAT SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 03/12/2025. SAHADAT SEKH and SAHADAT SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Anarul Hoque (old name) residing at Kutubpur, Murshidabad , Murshidabad Dist-Murshidabad, Pin-742149 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ANARUL HOQUE to MD ANARUL HAQUE and henceforth I shall be known as MD ANARUL HAQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 03/12/2025. MD ANARUL HOQUE and MD ANARUL HAQUE both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sham Abdul Lahil Baki (old name) residing at Chhota Chadghar, Barachandghar, Kaliganj, Dist-Nadia , Pin- 741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHAM ABDUL LAHIL BAKI to ABDUL LAHIL BAKI SEKH and henceforth I shall be known as ABDUL LAHIL BAKI SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Krishnagar dated 01/12/2025. SHAM ABDUL LAHIL BAKI and ABDUL LAHIL BAKI SEKH both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mafar Sk, S/o- Rouson Ali Sk, Resident at, Vill-Mahadipur,, Po-Telkar Dafarpur, Ps-Nabagram, Dist.-Murshidabad, 742187, West Bengal, do hereby declare that I have changed my Father's name Rausun Seikh to Rouson Ali Sk (New name) I shall be known as Rouson Ali Sk vied affidavit no. 05AC 380893 before the Executive magistrate at S.D.E.M (S) Court on 13/08/2025 Rausun Seikh & Rouson Ali Sk same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Khaledul Hoque (Old Name) S/O- Md Nurul Hoque Khan resident of Vill -Barbaria Natunpara, PO- Sundar Pur, Ps-Bhagwangola, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Md Khaledul Hoque to Md Khaledul Hoque Khan and henceforth I shall be known as Md Khaledul Hoque Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/12/2025. My name Md Khaledul Hoque Khan & Md Khaledul Hoque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Safiqul Islam Molla (Old Name) S/O–Youshop Molla residing at Vill-Kulgachhi , PO-Chhotonaldaha , PS-Palashipara , Nadia , West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Md Safiqul Islam Molla to Safikul Islam Molla and henceforth I shall be known as Safikul Islam Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/12/2025. My name Safikul Islam Molla & Md Safiqul Islam Molla both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rabiul Sekh (Old Name) S/O–Arman Sekh resident of Purandarpur, Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742171 do hereby declared that I have changed my name from Rabiul Sekh to Rabiul Sk and henceforth I shall be known as Rabiul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/12/2025. My name Rabiul Sk & Rabiul Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Ajijul Rahaman (Old Name) S/O–Khalil Sekh resident of Topidanga, Ranitala, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Md Ajijul Rahaman to Ajijul Rahaman and henceforth I shall be known as Ajijul Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/12/2025. My name Ajijul Rahaman & Md Ajijul Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Israil Mallick (Old Name) S/O–Boka Sekh resident of Vill & Po-Bahadurpur , Ps- Dhubulia , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741125 do hereby declared that I have changed my name from Israil Mallick to Esrail Sekh and henceforth I shall be known as Esrail Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate court Krishnagar court on 21/11/2025. My name Esrail Sekh & Israil Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I SABANA BIBI W/O ABU MOTALEB SARDAR residing at Vill-Purba Sadigachhi, P.O.-Bhebia, P.S.-Hasnabad, Dist-North 24 Parganas-743456, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SABANA KHATUN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 08/12/2025. SABANA BIBI and SABANA KHATUN both are same and identical person.

Name Change

I MANOJ KUMAR DEVEDI S/O MOKHTAR DWIVEDI residing at Reotith Po Reotith, Hakram, P.O.- Dighwdubauli, Dist-Gopalganj-841409, Bihar, have changed my name and shall henceforth be known as MANOJ KUMAR DWIVEDI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Serial no 15. Dated 08/12/2025. MANOJ KUMAR DEVEDI and MANOJ KUMAR DWIVEDI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Khaledul Hoque (Old Name) S/O- Md Nurul Hoque Khan resident of Vill -Barbaria Natunpara, PO- Sundar Pur, Ps-Bhagwangola, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Md Khaledul Hoque to Md Khaledul Hoque Khan and henceforth I shall be known as Md Khaledul Hoque Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/12/2025. My name Md Khaledul Hoque Khan & Md Khaledul Hoque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anichhur Sekh (Old Name) S/O–Hanaf Sekh residing at Vill-Chandipur , PO-Malumgacha , PS-Nakashipara , Nadia , West Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Anichhur Sekh to Anichhur Sk and henceforth I shall be known as Anichhur Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/12/2025. My name Anichhur Sk & Anichhur Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tanni Sarkar (Old name) W/o- Sailen Sarkar, Resident at, Vill - Kismatdapat, P.O.-Trimohini, P.S.-Hili, Dist.-Dakshin Dinajpur, West Bengal, I have changed my name Tanni Sarkar to Tanni Mandal Sarkar (New name) I shall be known as Tanni Mandal Sarkar vide affidavit before the Ld. Executive Magistrate, Balurghat, Dakshin Dinajpur on 04/12/2025. Tanni Sarkar & Tanni Mandal Sarkar same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sebak Saha (Old Name) S/o Late Jatindra Mohan Saha Residing at Ramkrishna Pally, P.o - Sonarpur, P.s - Narendra Pur, District - South 24 Parganas, Pin - 700150, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sebak Ranjan Saha (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-12-2025. Sebak Saha (Old Name) and Sebak Ranjan Saha (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Swati Shaw (Old Name) W/o Md Arshad D/o Haushila Prasad Shaw Residing at 2C/H/8, Chatu Babu Lane, P.o - Entally, P.s - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Uzma Khatoon (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-12-2025. Swati Shaw (Old Name) and Uzma Khatoon (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nibedita Halder (Old Name) W/o Thuhin Shuvra Mandal Residing at G P Maitra Road, Malancha Near Nabadiganta Club, P.o - Malancha Mahinagar, P.s - Kodalia, District - South 24 Parganas, Pin - 700145, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Nibedita Mandal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-12-2025. Nibedita Halder (Old Name) and Nibedita Mandal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ram Dayal Tewari (Old Name) S/o Ram Aoudh Tewari Residing at 21, Ganga Dhar Babu Lane, P.o+P.s - Bowbazar, District - Kolkata, Pin - 700012, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Ram Dayal Tiwari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-12-2025. Ram Dayal Tewari (Old Name) and Ram Dayal Tiwari (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jitender Kumar Gupta, Jitendra Kumar Gupta (Old Name) S/o Jagdish Gupta Residing at 49/5/H/31, Karl Marx Sarani, Kolkata Municipal corporation, South Port, District - Kolkata, Pin - 700023 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Jitendra Kr Gupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 30/2025 Dated 08-12-2025. Jitender Kumar Gupta, Jitendra Kumar Gupta (Old Name) and Jitendra Kr Gupta (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Animesh Gautam (Old Name) S/o Ayodhya Prasad Singh Residing at 20/2 Mahesh Chandra Dutta Lane, 3RD-FR, FL-3B, Chetla, Vtc+P.o - Alipore, District - Kolkata Pin - 700027, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Animesh Singh (New Name) (DOB-24/04/1979) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 13/2025 Dated 08-12-2025. Animesh Gautam (Old Name) and Animesh Singh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Eshan (Old Name) S/o Md Mansur Residing at Mallikpur, Mallikpur (CT), Mallickpore, Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700145, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Ehasan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 29/2025 Dated 08-12-2025. Md Eshan (Old Name) and Md Ehasan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Khaledul Hoque (Old Name) S/O- Md Nurul Hoque Khan resident of Vill -Barbaria Natunpara, PO- Sundar Pur, Ps-Bhagwangola, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Md Khaledul Hoque to Md Khaledul Hoque Khan and henceforth I shall be known as Md Khaledul Hoque Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/12/2025. My name Md Khaledul Hoque Khan & Md Khaledul Hoque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anisa Begum (Old Name) W/o Askul Sepai Residing at Vill - Banharishpur, P.o - Banharishpur, P.s - Panchla, District - Howrah, Pin - 711322, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Anisha Begam Sepai (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-12-2025. Anisa Begum (Old Name) and Anisha Begam Sepai (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Binod Kumar (Old Name) S/o Sewak Ram Tanwani Residing at Goldwin Ganpati Umang, Block-2, 4C, 4th Floor, 30 Jessore Road, Oppsite Star Mall, P.o - Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 700129, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Binod Tanwani (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 08-12-2025. Binod Kumar (Old Name) and Binod Tanwani (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abu Bakkar Sk (Old Name) S/o Late Samad Sk Residing at Pindira Majherpara, P.o - Pindira, P.s - Mongalkote, District - Purba Bardhaman, Pin - 713143, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Abubakkar Sekh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-12-2025. Abu Bakkar Sk (Old Name) and Abubakkar Sekh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Munna Sardar (Old Name) S/o Late Ashok Biswas Residing at Nabin Chandra Road, Ward no - 8, Baruipur, P.o - Baruipur, P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700144, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Munna Biswas Sardar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-12-2025. Munna Sardar (Old Name) and Munna Biswas Sardar (New Name) both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Subnam Ara (Old Name) W/o Sk Samsuddin Residing at 13/H/23, Braunfeld Row, P.o - Alipore, P.s - Ekbalpur, District - Kolkata, Pin - 700027, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sabnam Ara (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-12-2025. Subnam Ara (Old Name) and Sabnam Ara (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kulsum Begum (Old Name) W/o Amjed Sepai Residing at Vill - Banharishpur, P.o - Banharishpur, P.s - Panchla, District - Howrah, Pin - 711322, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Kulsan Sepai (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-12-2025. Kulsum Begum (Old Name) and Kulsan Sepai (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Babar Sk (Old name) S/o-Ramajan ali, Resident at, Vill-Barua Khaspara, Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal,742189. I have changed my name Babar Sk to Babar Sekh (New name) I shall be known as Babar Sekh vide affidavit Executive Magistrat S.D.E.M (S) Court at Berhampore on 28/11/2025 Babar Sk and Babar Sekh same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lutfunesha Begam (Old name) S/o-Md Abbasuddin Sk, Resident at, Vill-Janakinagar, Po-Madda Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal,742176. I have changed my name Lutfunesha Begam to Mst Luthfun Nessa Bibi (New name) I shall be known as Mst Luthfun Nessa Bibi vide affidavit Executive Magistrate S.D.E.M (S) at Berhampore on 04/11/2025 Lutfunesha Begam and Mst Luthfun Nessa Bibi same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rehena Bibi (Old name) W/o-Kamal Hossain, Resident at, Vill-Barua Khaspara, Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal,742189. I have changed my name Rehena Bibi to Rehena Khatun (New name) I shall be known as Rehena Khatun vide affidavit Executive Magistrat S.D.E.M (S) Court at Berhampore on 28/11/2025 Rehena Bibi and Rehena Khatun same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jakir Hossain (Old name) S/o-Seikh Bony Yeamin, Resident at, Vill-Barua Khaspara, Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal,742189. I have changed my name Jakir Hossain to Md jakir Hossain (New name) I shall be known as Md jakir Hossain vide affidavit Executive Magistrat S.D.E.M (S) Court at Berhampore on 28/11/2025 Md jakir Hossain and Jakir Hossain same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amirunnechha bibi (Old name) w/o- Babar Sekh, Resident at, Vill-Barua Khaspara, Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal,742189. I have changed my name Amirunnechha bibi to Amirunnesa bibi (New name) I shall be known as Amirunnesa bibi vide affidavit Executive Magistrat S.D.E.M (S) Court at Berhampore on 28/11/2025 Amirunnechha bibi and Amirunnesa bibi same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Refajul Mondal (Old name) S/o- Ataul Mondal, Resident at, Vill - Janakinagar, Po-Plassey Sugar Mill, Ps-Kaliganj, Dist.-Nadia, 741157, West Bengal, I have changed my name Refajul Mondal to Ifajul Mondal (New name) I shall be known as Ifajul Mondal vide affidavit before the 1 st class Judicial Magistrate at Alipur on 03/12/2025 Refajul Mondal & Ifajul Mondal same and one identical person.

মালদা থেকে ট্রেনে দিঘা, স্পেশাল ট্রেন

মালদা, ৮ ডিসেম্বর ঃ শীতের মরশুমে মালদার পর্যটকদের বিশেষ উপহার রেলের। দিঘা যাবার প্ল্যান করছেন? সুখবর দিল পূর্ব রেল, ডিসেম্বর মাস জুড়ে মালদা থেকে দিঘা ছুটবে স্পেশাল ট্রেন। কোন সময়ে পাবেন ট্রেন জানুন সময়সূচী। বছরের শেষে মূলত দেখা দেয় পর্যটকদের ছুটি কাটানোর হিড়িক। সেইমত পাহাড় থেকে সমুদ্র বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে থাকেন পর্যটকরা। তাই এবারে ডিসেম্বর মাস জুড়ে পর্যটকদের সুবিধার্থে মালদা থেকে দিঘাগামী স্পেশাল ট্রেন ঘোষণা করল পূর্ব রেল। আগামী ১৩ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ ট্রেন। ট্রেন নাম্বার ০৩৪৬৫ মালদা টাউন-দিঘা স্পেশাল ট্রেনটি ৩টি ট্রিপ প্রতি শনিবার ১৩.১২.২০২৫ থেকে ২৭.১২.২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশন থেকে দুপুর ১.১০ মিনিটে ছেড়ে একই দিনে রাত ১০.০০ মিনিটে দিঘায় পৌঁছাবে। অন্যদিকে ট্রেন নাম্বার ০৩৪৬৬ দিঘা-মালদা টাউন স্পেশাল দিঘা থেকে ৩টি ট্রিপ প্রতি শনিবার ১৩.১২.২০২৫ থেকে ২৭.১২.২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ট্রেনটি দিঘা থেকে রাত ১২.৪০ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন সকাল ৯.২০ মিনিটে মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছাবে। এদিন বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিঘাগামী স্পেশাল ট্রেনের ঘোষণা করে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে মালদা ডিভিশনের ডিআরএম মনিশ কুমার গুপ্তা জানান, শুধু মালদা নয় এই স্পেশাল ট্রেন চালানোর ফলে উপকৃত হবেন ট্রেনটির রুটে থাকা পর্যটকরা। তিনি আরও জানান, স্পেশাল এই ট্রেনটি মালদা টাউন থেকে ছাড়ার পর নিউ ফারাক্কা, পাকুড়, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, বোলপুর (শান্তিনিকেতন), বর্ধমান, ডানকুনি, আন্দুল, মেচেদা, তমলুক এবং কাঁথি স্টেশনে উভয়দিকে থামবে। পাশাপাশি ট্রেনটিতে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং এয়ার-কন্ডিশনড থাকার থাকবে যা রেলযাত্রীদের আরামদায়ক পরিষেবা প্রদান করবে।

শুশুনিয়া পাহাড়ে শুরু শৈলারোহণ প্রশিক্ষণ কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৮ ডিসেম্বর ঃ শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথুরে গা আজ আবারও মুখর হয়ে উঠল অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের পায়ের শব্দে। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে রক ক্লাইম্বিং ইউনিভার্সিটি হিসেবে পরিচিত শুশুনিয়া পাহাড়ে এই শৈলারোহণ প্রশিক্ষণ কোর্স। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুবক-যুবতীরা ভিড় জমিয়েছেন শুশুনিয়ার পাদদেশে। বাঁকুড়া এক্সপ্লোরেশন নেচার অ্যাকাডেমি আয়োজিত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণকারীরা শিখছেন দড়ি-নট বাঁধা, র‍্যাপেলিং, বেলেয়িং, ব্যালান্স কৌশল-সহ পাহাড় আরোহনের মৌলিক থেকে উন্নত দক্ষতা। নিরাপত্তা বজায় রাখতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে আধুনিক ক্লাইম্বিং সরঞ্জামে। প্রশিক্ষকদের মতে, শুশুনিয়ার প্রাকৃতিক পাথুরে দেওয়াল ও বৈচিত্র্যময় রুট রক ক্লাইম্বিংয়ের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। তাই প্রতিবছরই বাড়ছে অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ। আয়োজকদের আশা, এই কোর্সের মাধ্যমে আরও বেশি যুবসমাজ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশ নিতে উৎসাহিত হবে এবং ভবিষ্যতে তৈরি হবে দক্ষ ক্লাইম্বারদের নতুন প্রজন্ম। শুধুমাত্র পাহাড়ে ওঠাই নয়। পাহাড়ে চড়া ছাড়াও রয়েছে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা।

সিটংয়ে পঞ্চায়েত সদস্য সহ মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিটং, ৮ ডিসেম্বর ঃ কার্শিয়াংয়ের সিটংয়ে মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন জনের। স্থানীয় সূত্রে খবর রবিবার রাতে কার্শিয়াং থেকে সিটং ফেরার পথে খাদে পড়ে যায় একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন গাড়ি চালক। রবিবার রাতে গাড়িটি খাদে পড়ে গেলেও এ দিন সকালেই দুর্ঘটনার কথা জানতে পারেন স্থানীয়রা। কারণ, রাতে শুনাশান পাহাড়ি এলাকায় গাড়িটি যে খাদে পড়ে গেছে তা জানতেই পারেননি কেউ। এ দিন সকালে গাড়িটিকে খাদে পড়ে থাকতে দেখার পড়েই শুরু হয় উদ্ধারকাজ। জানা গেছে, মৃত তিনজনের নাম বিগেন ভুজেল, রুপেন খাওয়াশ এবং রমেশ গুরুং। মৃত বিগেন ভুজেল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। তিনি বিজিপিএম দলের সদস্য ছিলেন। দুর্ঘটনার জেরে সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি। তবে তিন যাত্রীর মৃত্যু হলেও গুরুতর আহত অবস্থায় গাড়ি চালককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁকে শিলিগুড়ির হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

মিটিংয়ের মাঝে হঠাৎই অসুস্থ মহিলা বিএলও, বাড়িতে গেলেন বিধায়ক রানা চ্যাটার্জি

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৮ ডিসেম্বর ঃ বালিতে বিএলও'দের মিটিংয়ের

মাঝে হঠাৎই অসুস্থ মহিলা বিএলও, নার্সিংহোম থেকে ফিরে বাড়িতেই বিশ্রামে। বাড়িতে গেলেন বিধায়ক রানা চ্যাটার্জি। এসআইআর আবহে 'কাজের চাপে' অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই বিএলও। নাম কুসুম মজুমদার। বাড়ি বালির শান্তিরাম রাস্তায়। বালি বিধানসভা কেন্দ্রের ৩২ নম্বর পার্টে এসআইআর এর কাজ করছেন তিনি। পেশায় আইসিডিএস স্কুলের শিক্ষিকা কুসুম দেবী রবিবার বালির ব্যারাকপুর হাইস্কুলে এই কাজ সংক্রান্ত মিটিং চলাকালীন হঠাৎই মাথা ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সোমবার সকালে তাঁকে নার্সিংহোম থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে বাড়িতেই তিনি রয়েছেন। আপাতত বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর চিকিৎসক। এদিন ওই অসুস্থ বিএলও'র বাড়িতে যান বালির বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জি। তিনি বিএলও'র শারীরিক অবস্থার খবর নেন। এদিকে, অসুস্থ হলেও এসআইআর এর কাজ তিনি সম্পূর্ণ করবেন বলে জানান কুসুম। প্রসঙ্গত: রবিবার বালির ব্যারাকপুর স্কুলে বিএলও'দের মিটিং চলাকালীন ওই ঘটনা ঘটে। আচমকাই মাথা ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়েন কুসুম। তাঁকে দ্রুত উত্তরপাড়ার এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, অত্যন্ত মানসিক চাপে ওই বিএলও 'ট্রমাটাইজড' হয়ে পড়েন। তাঁকে কয়েকদিন বিশ্রামে নির্দেশ দেন চিকিৎসকরা। বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জি বলেন, 'অপরিকল্পিতভাবে তাড়াহুড়ো করে এসআইআর চাপিয়ে দেওয়ার পরিণতিতে বিএলও'রা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। গতকাল রবিবার অসুস্থ হয়ে একজন বিএলও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও প্রচন্ড দুর্বল হয়ে গেছেন। এই অমানবিক শারীরিক এবং মানসিক চাপের বিরুদ্ধে আমাদের দল লড়াই করছে। কেন্দ্রীয় সরকার চাপে পড়ে ৭ দিন সময় সীমা বাড়িয়েছে। এই সাতদিনও যথেষ্ট নয়। এটা অত্যন্ত অন্যায়। বিজেপি এই নির্বাচন কমিশনকে অসভাবে ব্যবহার করছে। যে এসআইআর করতে ২০০২ সালে দু'বছর লেগেছিল, সেই এসআইআর দু'মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে এটা চক্রান্ত বলে আমাদের মনে হচ্ছে। এই তীব্র মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণায় অনেক বিএলও'র মৃত্যু হয়েছে। এই অপরিকল্পিতভাবে এতো অল্প সময়ে এসআইআর করার যে প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশন করছেন, তাতে যে অপরিসীম মানসিক ও শারীরিক চাপ পড়ছে বিএলও'দের উপর এবার তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে এই বিএলও'দের। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি ও এই অমানবিক প্রক্রিয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।' এদিকে, অসুস্থ ওই বিএলও কুসুম মজুমদার বলেন, 'আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। সকলে মিলে আমাকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ব্যারাকপুর স্কুলে এসআইআর নিয়ে একটা মিটিং চলছিল। তখনই অসুস্থ হয়ে পড়ি। কি কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লাম তা বুঝতে পারছি না। ডাক্তার বলেছে কাজের চাপের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ি। এখন ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছেন।'

নতুন কন্ট্রোল রুমের সুবিধা পেল মানুষ! লোকালয়ে হাতি ঢুকতেই ছুটে এলেন বন কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৮ ডিসেম্বর ঃ জঙ্গল ছেড়ে ফের লোকালয়ে চলে এল হাতি। কিন্তু খবর পেয়েই ছুটলেন বন কর্মীরা। অঘটন হওয়ার আগেই ফেরানোর ব্যবস্থা করা হল হাতিটিকে। সৌজন্যে সদ্য চালু হওয়া ঝাঁ চকচকে ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম। যে কন্ট্রোল রুমের হাতগরম সুবিধা পেলেন বন কর্মী থেকে এলাকার বাসিন্দারা। জানা গেছে, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া দক্ষিণ মেন্দাবাড়িতে হাতি ঢুকে পড়ে। জলদাপাড়ার চিলাপাতা জঙ্গলে থেকে হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে বলে জানা যায়। যা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামের মানুষ। কিন্তু মেন্দাবাড়ি বিটের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান দ্রুততার সঙ্গে। তারপর হাতিটিকে বনাঞ্চলে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একটি হাই টেক কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কে। যেখান নজরদারি চালানোর একাধিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এই কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে সমস্ত বিট অফিস ও বন বিবাগের অফিসগুলিকে। তার ফলে গোটা এলাকাজুড়ে নজরদারি চালানো যেমন সহজ হয়েছে, তেমনভাবে দ্রুত পদক্ষেপ করা যাচ্ছে। ফলে এদিন জঙ্গল থেকে হাতি লোকালয়ে ঢুকতেই, সচেতন হয়ে যায় বন দফতর। হাতি-মানুষ সংঘাত এড়াতে বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। যে কারণে বড় অঘটন সামনে আসেনি। তাই অনেকেই বলছেন, সদ্য চালু হওয়া ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুমের হাতেগরম সুবিধা পেতে শুরু করেছেন মানুষ। সকলের আশা, আগামীদিনে এই কন্ট্রোল রুমের সৌজন্য মানুষ আরও সুবিধা পাবেন।

পৌষমেলার ঐতিহ্য ফিরছে! বড় মঞ্চে এবার ছৌ-রায়বেশে, শীঘ্রই স্টল বণ্টন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৮ ডিসেম্বর ঃ আর দিন কয়েক পরেই বোলপুর শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলার আয়োজন শুরু হবে। কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা যে বাংলার লোকসংস্কৃতির এক মহামিলনক্ষেত্র তা আবারও ঐতিহ্যের আসনে সুদৃঢ়ভাবে ফিরিয়ে আনতে তৎপর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বহুদিন ধরেই পূর্বপল্লীর মেলার মাঠে কংক্রিটের স্থায়ী মঞ্চটি ছোট হওয়ায় বীরভূমের ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য, মুখোশ নৃত্য, ছৌ নাচ, রায়বেশে-সহ নানা আঙ্গিকের শিল্পীরা পরিবেশনে নানা সমস্যায় পড়তেন। তবে সেই সমস্যার সমাধানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষের নির্দেশে সেই মঞ্চের পরিধি বাড়িয়ে নতুন রূপ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই মেলার উপসমিতি, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতী প্রশাসনের একত্রিত যৌথ উদ্যোগে পূর্বপল্লীর মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ চলছে জোরকদমে। মঞ্চের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল প্রায় ২৫ ফুট। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে এবার তা বাড়িয়ে প্রায় ৪০ ফুট করা হচ্ছে। যাতে বড় জায়গায় লোকশিল্পীরা নির্বিঘ্নে নাচ, গান লোকমাধ্যম সাবলীল ভাবে পরিবেশনা করতে পারেন। বিভিন্ন উপ- সমিতি, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে পৌষমেলার চূড়ান্ত দিকনির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা হয়। শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ রীতি-নির্ধারক কমিটি কর্মসমিতির বৈঠক। সেখানেও পৌষমেলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনার কর্মসূচি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, ইতিমধ্যেই মেলার বিভিন্ন উপ-সমিতি গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলার যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে। লোকশিল্পীদের অসুবিধার কথা ভেবেই কংক্রিটের স্থায়ী মঞ্চটির বিস্তার করা হচ্ছে। মঞ্চের পরিধি বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি জেলার ও রাজ্যের বিভিন্ন লোকশিল্পীরা। ছৌ নৃত্যশিল্পীরা বলেন, আমরা অত্যন্ত খুশি। এতদিন ছোট মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে নানান অসুবিধা হত,

বসার জায়গা কম থাকতো। তবে বিশ্বভারতীর এমন সিদ্ধান্ত সত্যিই খুব ভাল লাগছে। রায়বেশে শিল্পী অভিষেক দত্ত বলেন লোকের তুলনায় মঞ্চের পরিধি অনেকটাই কম ছিল, আর সেই কারণে মঞ্চের পরিধি বৃদ্ধি দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আমাদের। এবার শিল্পীরা যথাযথ পরিসরে নিজেদের শিল্পকর্ম পরিবেশন করতে পারবেন। তবে কবে থেকে স্টল বণ্টনের কাজ শুরু হবে অধীর আগ্রহে হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীরা।

সৈকত শহর দিঘায় আলোর উৎসব, সমুদ্রের উপর আতশবাজি প্রদর্শনী, বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে সমুদ্রতটে সান্তাক্লজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৮ ডিসেম্বর ঃ বড়দিন মানেই আলোর রঙে রঙিন পার্ক স্ট্রিট। এবার সেই আনন্দ ছড়াবে বঙ্গোপসাগরের তীরে, সৈকত শহর দিঘাতেও। চলতি বছর ২৫ ডিসেম্বর থেকে দিঘা শহরকে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ। জগন্নাথ মন্দিরের সামনে রাস্তা থেকে শুরু করে পুরনো ও নতুন দিঘার হোটেলগুলো পর্যন্ত আলোয় আলোকিত হবে। উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে এবার বিশেষভাবে বর্ষবরণের রাতকে স্মরণীয় করে রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, প্রথমবার সমুদ্রের উপর ভেসেল থেকে আতশবাজি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। দুটি জলযান সমুদ্রে থাকবে এবং রাত ১২টা বাজলেই সমুদ্রের মাঝখানে রঙিন আতশবাজি প্রদর্শিত হবে। সমুদ্রপারের তীরেও চলবে আতশবাজির খেলা। পর্যটকরা এই দৃশ্যটি সরাসরি উপভোগ করতে পারবেন। এই আয়োজনের মাধ্যমে দিঘা শহরের পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করা হবে। সম্প্রতি জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর দিঘায় ভিড় বেড়েছে কয়েকগুণ। নতুন উদ্যোগের ফলে বড়দিন এবং বর্ষবরণ একসঙ্গে আনন্দময় হয়ে উঠবে। হোটেল মালিকদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিজের নিজের হোটেল আলোকসজ্জিত করার। সব হোটেল সাজিয়ে তোলা হবে রঙিন আলোয়, যাতে পর্যটকরা শহরের প্রতিটি কোণেই আলোর খেলা উপভোগ করতে পারেন। এছাড়াও, ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত দিঘায় ৭জন সান্তাক্লজ বিশেষভাবে সেজে চকলেট বিলি করবে খুদেদের। এছাড়াও থাকছে আরও একগুচ্ছ কর্মসূচী। দিঘা- শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের কর্মকর্তা পূর্ণেন্দু মাজি জানিয়েছেন, বড়দিনে দিঘাকে আকর্শনীয় রূপ দেওয়ার পাশাপাশি প্রথমবার বিদেশের মত সমুদ্রের উপর সবুজবাজির রোশনাইতে বর্ষবরণ করা হবে।

কল্যাণী এইমস দুর্নীতি, গ্রেপ্তার বিজেপি নেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৮ ডিসেম্বর ঃ এইমসে চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ। পুলিশের জালে গ্রেপ্তার এক বিজেপি নেত্রী। ধৃত নেত্রী তনুকে কল্যাণী থানার গয়েশপুর পুলিশ ফাঁড়ি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার তাকে কল্যাণী মহকুমা আদালতে তোলা হয়। গ্রেপ্তারের পথে ধৃত নেত্রী দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্যও করেন। তিনি অভিযোগ করেন, একটি পয়সাও তিনি কারও কাছ থেকে নেননি, বরং দলেরই একটি অংশ ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁসিয়েছে। তনু হালিশহরের বাসিন্দা এবং বিজেপির পরিচিত মুখ। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি বহু শীর্ষনেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবি দেখিয়ে নিজেকে প্রভাবশালী হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। এই সুযোগে, দলের চারজন সদস্যের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আদায় করেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে চাকরি দেওয়ার কথা থাকলেও সেই চাকরির খোঁজ মেলেনি, যার ফলে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তনুকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর আগে কল্যাণী এইমসে চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানার বিরুদ্ধে। তার মেয়েকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ প্রকাশ পায়। শুধু তিনিই নয়, আরও দুই সাংসদ ও দুই বিধায়ক-মোট আটজন-সংশ্লিষ্ট এইমস দুর্নীতি কেলেঙ্কারি ঘটনায় অভিযুক্ত। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার, রানাঘাট লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার, বাঁকুড়ার বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা, চাকদহ বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ এবং কল্যাণী এইমসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রামজিত সিং।

আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে মা সারদা মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৮ ডিসেম্বর ঃ কামারপুকুরে রামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিতে মেলার আদলে গতবছর থেকে বাঁকু।ার জয়রামবাটিতে শুরু হয়েছে মা সারদা মেলা। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। মা সারদার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মা সারদার স্মৃতিধন্য আমোদর নদের তীরে আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে মা সারদা মেলা। চলবে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই মেলাকে ঘিরে এখন এলাকার মানুষের উৎসাহ তুঙ্গে। মা সারদার পবিত্র জন্মস্থান বাঁকুড়ার জয়রামবাটি। এই জয়রামবাটিতে প্রতি বছর অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মা সারদার আবির্ভাব তিথি পালিত হলেও সেই জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে কোনও মেলা আয়োজিত হত না। পার্শ্ববর্তী কামারপুকুর গ্রামে রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে যে মেলা আয়োজিত হয়, সেই মেলার আদলে জয়রামবাটিতেও মা সারদার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মেলার দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছিলেন এলাকাবাসী।

আলিপুরদুয়ারে শুরু টুংটুং কামু উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৮ ডিসেম্বর ঃ টোটো জনজাতির মানুষদের জীবনযাত্রা সকলের সামনে তুলে ধরছে টুংটুং কামু উৎসব। টোটোদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য এই উৎসব। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। আলিপুরদুয়ার জেলায় বসবাস বিশ্বের আদিমতম ক্ষুদ্র জনজাতি টোটোদের। দুর্গম এই এলাকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর। মাদারিহাট এলে পর্যটকরা টোটোপাড়াতে যান। টোটো জনজাতির সংস্কৃতি উপস্থাপনের জন্য এই উৎসব আয়োজিত হয়। এই বছর উৎসবের তৃতীয় বর্ষ। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টোটো জনজাতির মানুষের নাচ, গান, পোশাক, খাবার তুলে ধরা হয়। সারশ পাখিকে টোটো জনজাতির মানুষেরা বলেন টুংটুং কামু। উৎসবের আয়োজক প্রকাশ টোটো জানান, উৎসব আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য টোটো জনজাতির মানুষদের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি সকলের সামনে তুলে ধরা। পর্যটকরা এই সময়ে এসে দেখতে পাবেন টোটোপাড়ার মানুষদের সংস্কৃতি, হস্তশিল্প এবং খাবার দাবার। সাতটি নদী পাড় করে যেতে হয় এই পাহাড়ি গ্রামে। পৃথিবীর আদিম ক্ষুদ্র জনজাতি এই টোটোরা। অনুন্নয়নকে সঙ্গী করে আলিপুরদুয়ার জেলার এক কোণে পড়ে রয়েছে এই আদিম জনজাতির মানুষেরা। টোটোপাড়া এই রাজ্যের আলিপুরদুয়ার জেলার একটি ছোট পাহাড়ী গ্রাম, যা ভারত-ভুটান সীমান্তে তাদিং পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। গ্রামটি একটি পর্যটনস্থল। এটি বিশ্বে টোটো জনজাতির একমাত্র আবাসস্থল।

ফরাক্কায় আগেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৮ ডিসেম্বর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদ জেলায় যেকোনও ধরনের নাশকতা এড়াতে

তৎপর পুলিশ বাহিনী। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে ফারাক্কা থানার পুলিশ ফারাক্কা থানার অন্তর্গত চন্ডিপুর মাঠ এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হয় এক যুবক। ধৃতর নাম রুবেল শেখ (২২)। তার কাছ থেকে পুলিশ একটি ওয়ানশাটার বন্দুক সহ দু'রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুরে ফারাক্কা থানার পুলিশের কাছে খবর আসে, চন্ডিপুর এলাকায় কেউ বা কারা আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের চেষ্টা করছে। এই খবরের উপর ভিত্তি করে রবিবার রাতেই ফারাক্কা থানার পুলিশ বাহিনী ওই এলাকায় হানা দেয়। ধৃত রুবেল শেখকে পুলিশ গভীর রাতে ওই এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে। তারপর তাকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ওয়ানশাটার বন্দুক সহ দু'রাউন্ড গুলি। ইতিমধ্যেই পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। সোমবার তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে। তবে এই গুলি ও বন্দুক সে কোথা থেকে পেয়েছে এবং এগুলি সে কী কাজে ব্যবহার করত তা জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে ফারাক্কা থানার পুলিশ।

অযোধ্যা পাহাড় ঘিরে অবৈধ নির্মাণ! বন দফতরের কড়া পদক্ষেপ

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ৮ ডিসেম্বর ঃ বন দফতরের জমি দখল করে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে অবৈধ নির্মাণ গড়ার অভিযোগ। বন দফতর থেকে বারবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জমি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হলেও কর্ণপাত করেনি অবৈধ নির্মাণকারীরা। বাধ্য হয়ে কড়া পদক্ষেপ নিল বন দফতরের কর্মীরা। কড়া নিরাপত্তার সঙ্গে পুরুলিয়ার বলরামপুর, মাঠা, ও বাঘমুন্ডি রেঞ্জের যৌথ উদ্যোগে ভেঙে ফেলা হল অবৈধ নির্মাণ। একটি কাঁচা বাড়ি ও দুটি পাকা বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল বনকর্মীরা। দিঘা, পুরী, দার্জিলিংয়ের পরেই পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের জায়গা জঙ্গলমহলের পুরুলিয়া। সারা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে পুরুলিয়ার বিভিন্ন টুরিস্ট স্পটে। আর তা হবে নাই বা কেন! জঙ্গল, নদী, পাহাড়- সবই রয়েছে এখানে। আর পুরুলিয়া মানেই অযোধ্যা পাহাড়। আর সেই পাহা। ঘিরেই অবৈধ নির্মাণ গড়ার অভিযোগ। বাধ্য হয়ে বন দফতরের কর্মীরা মাঠে নেমে ভাঙা শুরু হল অবৈধ নির্মাণ। বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, এই অভিযান আগামী দিনেও চলবে। এদিন বন দফতরের জমিতে অবৈধভাবে নির্মাণ করা একটি কাঁচা বাড়ি ও দুটি পাকা বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে।

Office of the Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura.
E-mail: wbregs.onda2@gmail.com

Notice inviting **e-Tender No-1) NIeT-08/2025-26 (2025_ZPHD_963049_1)** Pradhan, Onda-ii Invites percentage rate e-Tender for **1 no works** last date of documents for details plese visit download & bid submission is **5 jan 2026 at 18.30 website www.wbtenders.gov.in.**

Pradhan
Onda II Gram Panchayat
Onda, Bankura

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223

1. N.I.Q No-30/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-462(7)/APAS/SGP/2025-26, Dated: 08/12/2025.Last date of Dropping tender Quotation paper: **15.12.2025 up to 3.00 pm**. Date of opening tender Quotation paper **15.12.2025 up to 3.30 pm**.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে জেনারেল ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ বিআর-এইচকিউ-এডিএ-২৫-২৬-১১, তারিখ ঃ ০৪.১২.২০২৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এইএক্সএন (ব্রিজ লাইন)/আদ্রা-র অধিক্ষেত্রে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ পর্যন্ত সময়কালে ব্রিজ জোনাল ওয়ার্কস (২য় কল)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,৪৯,৪০,৪০৭.৬৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,২৪,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৯.১২.২০২৫ বেলা ১১.৩০ মিনিট। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের অবস্থা জানতে এবং অনলাইনে দরপত্র জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই কাজের জন্য কোনও শারীরিক/ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **(PR-931)**

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender 40(Forty) no work of APAS FY-2025-26 (NIT NO-BAR-I/493/2025) within Bargachia-I Gram Panchayat. will be available at https://wbtenders.gov.in. Bid Submission Start Date (online): **08/12/2025 at 06:00 P.M**. Bid Submission End Date (online): **05/01/2026 at 11:00 A.M**. Bid Opening Date (online): **07/01/2026 at 11:00 P.M.**

Sd/- Prodhan
Bargachia-I Gram Panchayat

কর্মী আউটসোর্সিং ও বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসআর.ডিইই/এলএমজি/৩৫ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ: ০৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং-১; টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এলএম-২৫-২৬-৩৭; কাজের নাম ঃ** এসএসই/পি/বদরপুর জং. -এর এখতিয়ারের অধীনে দুই বছরের জন্য (৭৩০ দিন) কালাইন থেকে বন্দরখাল পর্যন্ত ৩৩ কেভি রেলওয়ে ডেডিকেটেড ফিডার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মী আউটসোর্সিং। **টেন্ডার মূল্য:** ৪৪,৬৪,০৫৮.৪১/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৮৯,৩০০/- টাকা; **ক্রম নং-২; টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এলএম-২৫-২৬-৩৮; কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনে ৩ বছরের জন্য এলএইচবি কোচগুলিতে স্থাপিত ইলেক্ট্রোওয়েভস ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের তৈরী ওয়ারেন্টি বহির্ভূত ৪.৫ কিলোওয়াট রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জারের সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩২,১৫,১০০.৬০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৬৪,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৬-১২-২০২৫** তারিখে **১১:০০** টায় এবং **খোলার সময় ১১:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/জি এন্ড সিএইচজি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the
Block Development Officer
Suti-I Development Block
Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: **1. NIT No:- 20/APAS/2025/Dev., Date: 05.12.2025** under APAS, vide Memo No: **4687(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 13.10.2025, Total No. of Scheme 25 (Twenty Five) nos.** Last date of Application : **12.12.2025 upto 6.00 pm.** Details visit the web site **https://tenders.wb.gov.in**
All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.: WBPWD/AE-KESD/NIQ-27/2025-26

Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Katwa Electrical Sub-Division, Katwa, Dist.: Purba Bardhaman, Pin-713130 from the eligible contractors for the following works:
Name of Work: Temporary Electrification work for the VVIP visit at Guest House of 'Bashdaha Kobla Bill' in connection with the "Khal Bill Chuno Mach Pithe Puli Utsav " at Samudragarh, Purba Bardhaman.-- Temporary E.I work at Fair Ground. Bid submission start: **16.12.2025 at 10.00 AM** Bid Submission end: **16.12.2025 up to 2:00 PM** Bid opening Date: **16.12.2025 after 2:30 PM** Details of NIQ, Specification & tender document may be collected from this office Corrigendum, if any, will be published in Website only.

Sd/-
Assistant Engineer, PWD
Katwa Electrical Sub-Division
Govt. of West Bengal

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- 232/SGP/NIT/APAS/2025-26, Date: 08/12/2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for **8(Eight) Nos.** different works. Last date of Submission of Tender **10.01.2026 at 12.00 Hrs**. Time & Date for opening of Technical Bids on **13.01.2026 at 12.00 Hrs**. For details visit GP office of any working days or visit **website: https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

Office of The Pradhan
UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO-Udaypur, PS-Para, Dist.-Purulia

Notice Inviting Tender No:-07/UJGP/2025-26, Date: 08/12/2025
Date of sale Tender form from **09/12/2025 to 17/12/2025** from **11.30 am to 3.30pm.** Last date of Dropping of Sealed Tender form on or before **19/12/2025 up to 1.30 P.M.** Date of Opening of Tender: **19/12/2025 at 02.30 P.M.** For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

Office of the
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad
Tender Notice

Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity invites sealed tender for:
1. NIT No:- 21/SSM/2025/PS. under Rural Road – SSM, vide Memo No: 818 (39)/SSM/Suti-I./PS., Dated: 08.12.2025, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **22.12.2025 upto 06.00 PM**. Details visit the website **https://tenders.wb.gov.in**
All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity.

Sd/-
Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad

EOI for the 1 (One) No. work of "Supply, fitting & fixing of Interior furnitures, installation of CCTV, EPBAX, Conference facilities, Electrical lighting, Gardening etc. at SECH ABASAN NEW BUNGLOW, FF Block, Salt Lake City" is invited vide EOI No. : **4/EE/MDD-I/2025-26** under MDD-I.
Details of EOI and documents may be downloaded from **www.wbiwd.gov.in** on and from **09.12.2025 at 17:00 Hrs.** and last date and time of application of tender : **15.12.2025** up to **15:00 Hrs.** **Sd/-**
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No.-I
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol.-91

OFFICE OF THE
KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
KALATALAHAT : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS
Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited by the Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat from resourceful,experienced contractors/agencies for (1) NIeT No. 05/Tied 15th FC(2025-26) 1st Inst. vide Memo No. 724/KHGP/25-26, Date: 05.12.2025 for 1 (one) work. (2) NIeT No. 06/APAS/(2025-26) vide Memo No. 725/KHGP/25-26, Date: 05.12.2025 for 1(one) work. Bid submission(online) from 08/12/2025, 18.00 Hrs. up to 02/01/2026 14.00 Hrs. Bid opening date (Online) 05/01/2026 at 14.00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in or may visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kalatalahat Gram Panchayat

NOTICE INVITING E.TENDER
Office of the Dhulasimla Gram Panchayat

Nit no-60 to 75 Publised Date-**09/12/2025 at 5.00 PM** Bid Submission End Date- **07/01/2026 at 11.00 AM** Opening Date-**09/01/2026 at 11.10 AM http://www.wbtenders.gov.in**

Pradhan
Dhulasimla Gram Panchayat

ABRIDGED
TENDER NOTICE
Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat,FarakkaMurshidabad
eTender is hereby invited by the undersigned of NIeT No-7/BEWA-I GP/2025-26 dated-17/11/2025 for 17 nos work under APAS Fund within Bewa-I GP, thelast date of submission application is 13/12/2025 up to 11:00 AM.

Details of Tender notice will be available in website &www.wbetenders.gov.in, Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.
Sd/-
Prodhan
Bewa-I GP
Farakka ,Murshidabad.

Office of the
Jahannagar Gram Panchayat
Vill.+P.O-Jahannagarh
P.S.-Nadanghat, Dist-Burdwan
e-Tender Notice

e-Tender Jahannagar Gram Panchayat **NIT No. 427/JGP/NIT/15th CFC/2025-26** dated 08/12/2025 published on eNIT site on **08/12/2025** Fund: 15th CFC (UN-TIED) (2025-26) for Details Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Jahannagar Gram Panchayat

Office of the
Jujersha Gram Panchayat
Jujersha P.S.-Panchla, Dist.-Howrah, 711302
Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: PANCHLA/JGP/e-NIT-29/25-26, PANCHLA/JGP/e-NIT-30/25-26, BID SUB. CLOSING DT : **13-12-2025 AT 10:00AM** Technical bid opening DT: **15-12-2025 AT 10 AM.** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Jujarsha Gram Panchayat, Panchla Block for implementation of **FIVE(05) No. work** within Jujarsha Gram Panchayat, Howrah. Details are available in **(http://wbtenders.gov.in&http://etender.wb.nic.in &tenders.wb.gov.in)** and Office Notice Board.

Sd/- Prodhan
Jujersha Gram Panchayat

ABRIDGED
TENDER NOTICE
Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat,FarakkaMurshidabad
eTender is hereby invited by the undersigned of NIeT No-5/BEWA-I GP/2025-26 dated-07/11/2025 for 4 nos work under 15th FC Fund within Bewa-I GP, thelast date of submission application is 20/12/2025 up to 4:00 PM.

Details of Tender notice will be available in website &www.wbetenders.gov.in, Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.
Sd/-
Prodhan
Bewa-I GP
Farakka ,Murshidabad.

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩-২৬৩৮ ৩২১১ / ১২/ ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ **www.hmcgov.in**
WB-HMC/NIT/ED/33/EE-II/25-26 **Dated: 06-12-2025**
ই- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

APAS স্কিমের অধীনে হাওড়া পৌরনিগম এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ও লেন উন্নয়নের জন্য হাওড়া পৌরনিগম-এর নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক) নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ / https://wbtenders.gov.in (টেন্ডার আইডিঃ 2025_MAD_969148) থেকে জানা যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ০৬.০১.২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত। হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২২১ (২) / ২৫-২৬
৮।১২ ।২০২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
FRESERGANJ, P.O.- FRESERGANJ, P.S. –FRESERGANJ COASTAL, DISTRICT - SOUTH 24 PARGANAS E-mail: pradhanfreserganj@gmail.com
NOTICE INVITING TENDER No. WB/S24PGS/FGP/NIeT NOs- 23 , 24, 25, 26,27,30 & 31 (25-26).

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the **69(Sixty nine) Nos.** different work(s)for above mentioned 7 nos NIeT. Date & Time of Bid submission Start Date and the Last Date & Time of Bid submission is as per Tender Notice uploaded for each NIeT in the website mentioned below. For details please visit Website: **https://wbtenders.gov.in** (For above mentioned all NIeTs except NIet No 30) Website: **https://tenders.wb.gov.in** (Only For NIet No 30)

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill. Pancharul, P.O.: Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER NO- PGP/136/2025, Dt.-05/12/2025

For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of CC Drain. Last date of downloading documents **up to 03/01/2026 at 01.00 PM.** Bid Opening date **05/01/2026 at 1.00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

‘হিরোশিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাদ দেওয়া উচিত!’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ ইস্টবেঙ্গলের সুপার কাপ ফাইনাল হার মেনে নিতে পারছেন না ক্লাবের কিংবদন্তি অ্যালভিটো ডি'কুনহা। ম্যাচের পর তাঁর সাফ বক্তব্য-দলে বিদেশি স্ট্রাইকার হিরোশিকে যেন যত দ্রুত সম্ভব বাদ দেওয়া হয়। অ্যালভিটোর কথায়, ‘‘দিয়ামান্তাকসের বদলি হিসেবে ওকে আনা হয়েছিল। কিন্তু কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেনি। হিরোশিকে বাদ দিলে দেশের ছেলেরা আরও ভাল খেলবে। ইস্টবেঙ্গলের দলে যথেষ্ট শক্তি আছে।’’ আশাবাদী প্রাক্তন মিডফিল্ডার এরপর জুড়ে দেন, ‘‘ইস্টবেঙ্গল এ বছর সব টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে-সুপার কাপ, আইএফএ শিল্ড-সব জায়গায়। হ্যাঁ, জেতেনি, সেটা আলাদা। কিন্তু ফাইনালে যাদের বিরুদ্ধে খেলেছে, তারা ভাল দল। গোয়া হয়তো হোম গ্রাউন্ডের সুবিধায় জিতেছে। কিন্তু বাংলার খেলোয়াড়দের উন্নতি নেই। এখন তেমন কোনও টপ-লেভেল বাঙালি ফুটবলার নেই, শুভাশিস বোস ছাড়া!’’ প্রসঙ্গত, গতকাল জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম সাক্ষী থাকে টানটান ফাইনালের। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোল নেই। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও গোল আসেনি। খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। প্রথম পাঁচ স্ট্রোকে দুই দলই ৪-৪। ম্যাচ গেল ‘সাডেন ডেথে’। এখানেই হার মানে ইস্টবেঙ্গল। বদলি হামিদ আহাদাদ গোল করলেও পিভি বিষ্ণু শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। গোয়ার নায়ক সাহিল তাভোরা। পরপর দ্বিতীয়বার সুপার কাপ জিতে নিল তারা। রেকর্ড তিনটি শিরোপা জ্বলজ্বল করছে ট্রফি ক্যাবিনেটে। ম্যাচের প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলই বেশি স্পষ্ট সুযোগ তৈরি করে। ১২ মিনিটে মিকেল ফেরেইরা ডিফেন্স ভেঙে গোলের সামনে গিয়েও শট বাইরে মারেন। ২০ মিনিটে বিপিন সিংহের লো ক্রস থেকে দারুণ সুযোগ পান মহেশ নাওরেম, কিন্তু বল ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধে ছন্দ বদলায়। গোয়ার আয়ুষ ছেত্রী দূর থেকে শট নেন, কিন্তু বাইরে। ৭৪ মিনিটে মনে করেছিল গোল হয়েছে-বিষ্ণুর শট গোয়ার কিপার তিওয়ারির গায়ে লেগে গোললাইনের ঠিক সামনে পড়ে। শেষ মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে ক্লিয়ার করেন ঋত্বিক তিওয়ারি। রেফারি গোল দেননি। ৭৭ মিনিটে ব্রিসন ফার্নান্দেসের শট পোস্টে লাগে। ৭৮ মিনিটে দৃষ্টিগোচর ভুলে গোল করতে ব্যর্থ দেনিয়েন দ্রাজিক। অতিরিক্ত সময়ে সিভেরিওর শট কাছ থেকে আটকান ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক প্রভসুখন গিল। যিনি দুর্দান্ত খেলেও টাইব্রেকারে সেভ করতে ব্যর্থ। শেষপর্যন্ত টাইব্রেকারের ভুলে সুপার কাপ হাতছাড়া। অ্যালভিটো আশাবাদী হলেও তাঁর নিশানা স্পষ্ট-হিরোশি যত দ্রুত বাদ, তত তাড়াতাড়ি ইস্টবেঙ্গলের মঙ্গল।

টি-২০ বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা!

২৫ হাজার কোটির চুক্তি ছাড়তে চাইছে জিওস্টার, বিপাকে আইসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপের আগে বড় সংকটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। ভারত-শ্রীলঙ্কা টুর্নামেন্টের যৌথ আয়োজক। তার আগে আইসিসিকে জিওস্টার

জানিয়ে দিল-চার বছরের ভারতীয় মিডিয়া রাইটস চুক্তির বাকি দু'বছর তারা আর পূরণ করতে পারবে না। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মালিকানাধীন প্ল্যাটফর্মটি আইসিসিকে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে-তাদের পক্ষে আর্থিক দায় সামলানো সম্ভব নয়। মোট ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা) এই চুক্তিতে ২০২৪ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত প্রতি বছর কমপক্ষে একটি করে ব। আইসিসি টুর্নামেন্ট সম্প্রচারের অধিকার ছিল। হঠাৎ এই পিছু হটার মূল কারণ-বিপুল আর্থিক ক্ষতি। জিওস্টারের অডিটেড অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী, স্পোর্টস কন্টেন্ট সংক্রান্ত ক্ষতির অঙ্ক এক বছরে ১২ হাজার ৩১৯ কোটি থেকে লাফিয়ে পৌঁছেছে ২৫ হাজার ৭৬০ কোটিতে। অর্থাৎ, লোকসান বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। যে কারণে, ব্যয় বাড়লেও রাজস্ব আদায় যে সেই তুলনায় হচ্ছে না, এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এমন পরিস্থিতিতে আইসিসি নতুন করে ভারতীয় সাব-কন্টিনেন্টে ২০২৬-২৯ মিডিয়া রাইটস বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। লক্ষ্য, প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ। কিন্তু জিওস্টার চুক্তি ছাড়ায় গোটা পরিকল্পনা এখন অচলাবস্থায়। নতুন ব্রডকাস্টার খুঁজতে ইতিমধ্যেই সনি পিকচার্স নেটওয়ার্কস, নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও-সহ কয়েকটি বড় প্ল্যাটফর্মকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু এত বড় অঙ্ক হওয়ায় কেউ বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি বলেই সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হবে ৭ ফেব্রুয়ারি, চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। তার আগেই সম্প্রচার সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় টুর্নামেন্ট আয়োজন নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। জিওস্টারের হালফিলের সিদ্ধান্ত শুধু আইসিসিকে নয়, পুরো ক্রিকেট বাজারকেই নড়বড় করেছে। কারণ ভারতীয় উপমহাদেশই বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় সম্প্রচার বাজার। এখন দেখার-আইসিসি কত দ্রুত নতুন ব্রডকাস্টার ঠিক করতে পারে। না হলে ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য আয়-বিপণন-সম্প্রচার-সবই বড় সমস্যার মুখোমুখি হতে চলেছে।

গতকাল বিয়ে ভাঙার ঘোষণা, সোমে অনুশীলনে স্মৃতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ঘোষণা করলেন গতকাল, রবিবার। ২৪ ঘণ্টা পেরতে না পেরতেই অনুশীলনে ব্যাট হাতে নেটে ফিরলেন স্মৃতি মান্ধানা। ব্যক্তিগত বিপর্যয়কে আড়ালে রেখে ভারতীয় মহিলা দলের সহ-অধিনায়কের এহেন সাহসি প্রত্যাবর্তন ক্রিকেটদুনিয়ায় প্রশংসার ঢেউ তুলেছে। রবিবার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে স্মৃতি স্পষ্ট লেখেন-‘বিয়েটা ভেঙে গিয়েছে!’ ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান জানানোর অনুরোধের পিঠোপিঠি এবার বুঝিয়ে দিলেন, দেশের জার্সিই তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার। ঠিক পরদিনই ভাই শ্রবণ মন্ধানা ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন স্মৃতির নেট সেশনের একটি ছবি-ট্রেনিং জার্সি পরে থ্রোডাউন খেলছেন তিনি। সঙ্গে হার্ট ইমোজি। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে ছবি। সামাজিক মাধ্যম জানায় সমাদর। একযোগে সবার বক্তব্য-এটাই চ্যাম্পিয়নের মানসিকতা! ২২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-শ্রীলঙ্কা মহিলা টি-২০ সিরিজ। বিশাখাপত্তনম ও তিরুবনন্তপুরমে টানা পাঁচ ম্যাচ। বিশ্বকাপজয়ী হরমন বাহিনী আরম্ভ করতে চলেছে নতুন মরশুমের প্রস্তুতি। প্রত্যাশিতভাবে স্মৃতিও

ফিরছেন দলে। উল্লেখ্য, ২৩ নভেম্বর বিয়ের দিন ঠিক ছিল। কিন্তু সকালেই হৃদদ্রাগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন স্মৃতির বাবা। সেই কারণে অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়। পরে শোনা যায়, অসুস্থ পালাশ মুচ্ছল। তাঁকেও নাকি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। তখনও অনেকে ধারণা-দুজন সুস্থ হলে নতুন দিনক্ষণ ঠিক হবে। কিন্তু সপ্তাহ গড়ালেও নতুন কোনও তারিখ আসেনি। বরং, স্মৃতি-পলাশ সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রাক-বিবাহের ছবি-ভিডিও সরাতে শুরু করেন। ক্রমে একে-অপরকে ‘আনফলো’। রবিবার স্মৃতি পোস্ট করেন-‘বিয়ে বাতিল’। ঠিক সেই দিন পালাশও আলাদা বিবৃতি দেন-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ‘অতন্ত কঠিন’। কিন্তু তিনি ‘ মুভ অন’ করছেন। সম্পর্ক নিয়ে ছড়ানো নানা গুজবকে ‘অবাস্তব’’ বলেও সতর্ক করেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন-তৃতীয় কোনও ব্যক্তি নাকি জড়িয়ে ছিলেন। তবে এ বিষয়ে মুখ খোলেননি কেউই। পালাশ অফিসিয়াল বিবৃতিতে সেই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলেছেন। কঠিন সময়ে স্মৃতির পাশে দাঁড়িয়েছেন সতীর্থরা। জেমিমা রদ্রিগেজ অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগ থেকেও নাম তুলেছেন। এই আবহে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে প্রবল আলোচনার ঝড় উঠলেও স্মৃতির মাঠে ফিরে আসায় স্পষ্ট বার্তা-ঝড় সামলে তিনি ফের ক্রিকেটেই মন দিতে চান।

রিহ্যাব শেষ, টি-২০ সিরিজের আগে স্কোয়াডে যোগ দিলেন শুভমান

সংবাদ সংস্থা, কটকঃ চোট সেরেছে। রিহ্যাবের পালাও চুকেছে। আর তাই দলের সঙ্গে যোগ দিলেন শুভমান গিল। রবিবার (৭ ডিসেম্বর) কটকে টিম ইন্ডিয়ার শিবিরে দেখা যায় ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক এবং টি-২০-তে সহ-অধিনায়ক শুভমানকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ শুরুর আগে তাঁর কামব্যাক এই মুহূর্তে দলকে অক্সিজেন জোগাবে। ইডেন গার্ডেনসে প্রথম টেস্টে ব্যাট করতে গিয়েই ঘাড়ে চোট পান শুভমান। পরের দিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও অস্বস্তি পুরোপুরি যায়নি। ফলে টেস্ট সিরিজের বাকি ম্যাচ ও তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে যেতে হয়। গলার ডানদিকে টান ধরা ও স্নায়ুজনিত ব্যথা কমার বদলে বেড়ে চলে। শুভমানকে পাঠানো হয় বেঙ্গালুরুর বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে, রিহ্যাবের জন্য। সেখানে ধাপে ধাপে ব্যাটিং ড্রিল, ফিল্ডিং ও গ্রাউন্ড কন্ডিশনিং-সব মিলিয়ে কয়েক দফা পরীক্ষা পেরিয়ে তবেই ‘ফুললি ফিট’ বলে ঘোষণা করেছে মেডিক্যাল টিম। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অনুমোদিত রিপোর্ট বলছে-শুভমান

ফিটনেসের সমস্ত মানদণ্ডে সফলভাবে উত্তীর্ণ। ব্যথা এবং নড়াচড়ার সমস্যা পুরোপুরি কেটে গিয়েছে, ম্যাচ খেলার ক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি নেই। রবিবার দলের বাসে গিলকে ওপেনিং পার্টনার অভিষেক শর্মার পাশে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যা দেখে বোঝাই যাচ্ছে-টি-২০ সিরিজের প্রস্তুতিতে তিনি পুরোপুরি ঢুকে পড়েছেন। শুভমানকে ছাড়া ভারতের টপ অর্ডার টেস্টে কার্যত নির্বিষ। দক্ষিণ আফ্রিকা ইডেন-জয়কে কাজে লাগিয়ে ২-০ বহ্যবধানে সিরিজ জিতে নেয়। গিলের অনুপস্থিতিতে কোচ গৌতম গম্ভীরও প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন-শুভমানের মতো দক্ষ, অভিজ্ঞ ব্যাটারের বিকল্প কাউকে পাওয়া যায়নি। এরপর ওয়ানডে-তেও বসে থাকতে হয়েছে তাঁকে। যদিও তাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত। এখন ফোকাস পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে। চলতি বছর এই ফরম্যাটে এখনও কোনও সিরিজ হারেনি টিম ইন্ডিয়া, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে দল ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল জেতে ভারত। পরে সেই বছরই অ্যাওয়ে সিরিজও হাতে আসে। বারাবাটি স্টেডিয়ামে ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে টি-২০ সিরিজ। গিলের ফেরা মানে ওপেনিং কম্বিনেশন আরও জোরদার হবে। যা নিঃসন্দেহে টিম ইন্ডিয়ার কাছে ইতিবাচক খবর।

চোট নিয়ে খেলে লক্ষ্য পূরণ করে অস্ত্রোপচারের অপেক্ষায় নেইমার

আরেকটি ম্যাচ, সান্তোসের আরেকটি জয় ও নেইমারের আরেকটি দারুণ পারফরম্যান্স। এবার অবশ্য গোল পাননি তিনি। তবে আলো ছড়ালেন প্লেমেকার হিসেবে। দুর্দান্ত জয়ে লিগ শেষ করল দল। টানা তিন ম্যাচে চোট নিয়ে খেলে দলকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করার পর এই তারকা নিশ্চিত করলেন, অস্ত্রোপচার হবে তার হাঁটুতে।

সান্তোস, ৮ ডিসেম্বরঃ ব্রাজিলিয়ার সেরি আতে মরসুমের শেষ ম্যাচে ক্রুজেইরোকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দেয় সান্তোস। সান্তোসের হয়ে ১৫০ ম্যাচ পূর্ণ করায় এই ম্যাচ শুরুর আগে বিশেষ আয়োজনে সম্মান জানানো হয় নেইমারকে। তার হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি স্মারক। সেখানে ছিলেন তার স্ত্রী, সন্তানেরাসহ পরিবারের সদস্যরা। পরে মাঠে নেমে প্রাণবন্ত পারফরম্যান্সে অবদান রাখেন তিনি দলের জয়ে। তিন ম্যাচ আগেও অবনমনের শঙ্কায় থাকা দলটি টানা তিন জয়ে লিগ শেষ করল দ্বাদশ স্থানে থেকে। অন্যান্য দলগুলির ম্যাচের ফল পক্ষে আসায় শেষ ম্যাচে জয়টা জরুরি ছিল না সান্তোসের। তবে দাপুটে জয় দিয়েই তারা শেষ করল লিগ। শেষ ম্যাচের জয়টি আরও বিশেষ কিছু, পয়েন্ট টেবিলের তিনে থাকা দলকে পাত্তা দেয়নি তারা। এই তিন ম্যাচেই হাঁটুর চোট নিয়ে খেলেছেন নেইমার। আগের ম্যাচে তিনি হ্যাটট্রিক করেন, এর আগের ম্যাচেও করেন গোল। সৌদি ক্লাব আল হিলালে চোট

জর্জরিত অধ্যায় শেষে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আশায় গত জানুয়ারিতে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে আবার যোগ দেন নেইমার। এখানেও সময়টা তার খুব আদর্শ কাটেনি। চোট হানা দিয়েছে এখানেও। মরসুমের ৩৮ ম্যাচের ১৯টিতে কেবল খেলতে পেরেছেন। এর সবকটিতে শুরুর একাদশে ছিলেন না। গোল করেছেন ৮টি। জড়িয়েছেন বিতর্কে। শেষটা অবশ্য দারুণভাবেই করলেন। সেই তৃপ্তি নিয়েই ৩৩ বছর বয়সী তারকা জানালেন, হাঁটুতে অস্ত্রোপচার লাগবেই তার। ‘‘আমি এখানে এসেছিলাম এটার জন্যই, দলকে সম্ভাব্য সেরা উপায়ে সহায়তা করতে। আমার জন্য সপ্তাহগুলি ছিল খুবই কঠিন। আমাকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে গেছেন যারা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তারা না থাকলে এমন চোট নিয়ে, হাঁটুর এত সমস্যা নিয়ে ম্যাচগুলি খেলতে পারতাম না। এখন আমার কিছুটা বিশ্রাম প্রয়োজন, এরপর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করাব।’’ হাঁটুর চোটের ধরন বা কোন ধরনের অস্ত্রোপচার হবে তার, বিস্তারিত সেসব জানা যায়নি। তবে বিশ্বকাপের ছয় মাস আগে অস্ত্রোপচার মানে বিশ্ব আসরে তার খেলার সম্ভাবনায় আরেকটি বড় আঘাত অবশ্যই। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি জাতীয় দলে নেই। গত মে মাসে কার্লো আনচেলত্তি কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ কবারই বলেছেন, কেবল পুরো ফিট হলেই নেইমারকে নেওয়া হবে জাতীয় দলে। নেইমার নিজে অবশ্য চোট পাওয়ার পরও বলেছেন, বিশ্বকাপে খেলতে তিনি আশাবাদী। সেখান থেকে ধারণা করা যায়, তার হাঁটুর চোট হয়তো গুরুতর নয়। তার পরও শঙ্কা থাকছে প্রবলভাবেই।

রিয়াল মাদ্রিদকে স্তব্ধ করে বের্নাবেউয়ে সেল্‌তার জয়োল্লাস

মাদ্রিদ, ৮ ডিসেম্বরঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-০ গোলে হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। অনেকটা সময় ১০ জন ও যোগ করা সময়ে কিছু সময় ৯ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে আয়োজকদের। দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোলই করেন ভিলিয়ত। এই অর্ধে বদলি নেমে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ান তিনি। ২০০৬ সালের পর এই প্রথম রিয়ালের মাঠে জিতল সেল্‌তা। আর ২০১৪ সালের মে মাসের পর প্রথমবার লা লিগায় রিয়ালকে হারাতে পারল তারা, মাঝে জয়হীন ছিল ২২ ম্যাচে। এই হারে বার্সেলোনার সঙ্গে চার পয়েন্টের ব্যবধান কমানোর সুযোগ হারাল রিয়াল। ১৬ ম্যাচে দ্বিতীয় হারের তেতো স্বাদ পাওয়া মাদ্রিদের দলটি ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে। সমান ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে শিরোপাধারীরা। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে উঠে এসেছে সেল্‌তা। ম্যাচে প্রায় ৫৮ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য রিয়ালের ২৩ শটের ৭টি ছিল লক্ষ্যে। আর সেল্‌তার ৭ শটের ৫টিই লক্ষ্যে ছিল। বল দখলে রিয়াল এগিয়ে থাকলেও প্রথম ভালো সুযোগ পায় সেল্‌তা। অষ্টম মিনিটে ব্রায়ান সারাগোসার থ্রু বল ধরে বক্সে ঢুকে পড়েন পাবলো দুরান, কিন্তু শট নিতে দেরি করে ফেলেন তিনি। ছন্দ পেতে ভুগছিল রিয়াল। এর মাঝেই বড় এক ধাক্কা খায় তারা। প্রতিপক্ষের সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে আঘাত পান এদের মিলিতাও। পরে তিনি মাঠ ছাড়েন দুই জনের কাঁধে ভর দিয়ে। চোট কাটিয়ে ফিরতে না-ফিরতেই আবার ছিটকে গেলেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার। ২৪তম মিনিটে তার বদলি নামেন জার্মান ডিফেন্ডার আন্টোনিও রুডিগার। ৩৫তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে চেষ্টা করেন আর্দা গিলের, ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন সেল্‌তার

গোলরক্ষক। আক্রমণভাগের দুই তারকা কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিউস জুনিয়র ছিলেন অনেকটা ম্রিয়মাণ। প্রথম ৩৬ মিনিটে ভিনিসিউস বল স্পর্শ করতে পারেন ১৬ বার, ১৭ বার এমবাপে। রিয়াল প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় ৩৯তম মিনিটে। বক্সে ভিনিসিউসের কাটব্যাক পেয়ে এমবাপের পাস দেন গিলেরকে, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় কোনোমতে শট নিতে পারেন তুরস্কের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার, পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায় বল। ৪২তম মিনিটে আরেকটি দারুণ সুযোগ হারায় সেল্‌তা। বোর্হা ইগলেসিয়াসের পাস ধরে এগিয়ে যান দুরান। তার সামনে একমাত্র বাধা ছিল গোলরক্ষক। বক্সের বাইরে থেকে স্প্যানিশ ফরোয়ার্ডের শট ঠেকিয়ে দেন থিবো কোর্তোয়া। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মাঝমাঠ থেকে উঁচু করে চমকার এক বল বাড়ান অহেলিয়া চুয়ামেনি। বক্সে ঢুকে ভিনিসিউসের নেওয়া শট ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দুরানের বদলি নেমে ৫৩তম মিনিটে চমৎকার গোলে সেল্‌তাকে এগিয়ে নেন ভিলিয়ত। বক্সের ভেতর বাঁ দিক থেকে সারাগোসার পাস পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে ব্যাকহিল ফ্লিকে জালে পাঠান অরক্ষিত সুইডিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। ৬৪তম মিনিটে আরেকটি ধাক্কা খায় রিয়াল। আগের মিনিটে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন ফ্রান গার্সিয়া। পরের মিনিটে আবার একই কাজ করায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় এই ডিফেন্ডারকে। ৭৫তম মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন লা লিগায় ৫০তম ম্যাচ খেলতে নামা এমবাপে। নিজেদের অর্ধ থেকে চুয়ামেনির উঁচু করে বাড়ানো বল বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আগুয়ান গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে চিপ করেন ফরাসি তারকা, বল পড়ে ওপরের জালে। ৮৮তম মিনিটে রিয়ালের আরেকটি সুযোগ নষ্ট হয়। চুয়ামেনির ক্রসে কাছ থেকে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি গন্সালো গার্সিয়া। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ভিলিয়তকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন আলভারো কারেরাস। রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে কয়েক সেকেন্ড পর লাল কার্ড দেখেন এই ডিফেন্ডার। আর রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে হলুদ কার্ড দেখেন ফেদেরিকো ভালভের্দে ও রদ্রিগো। পরের মিনিটেই ব্যবধান বাড়িয়ে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন ভিলিয়ত। যেখানে যথেষ্ট দায় ছিল রিয়ালের রক্ষণের। ইয়াগো আসপাসের পাস বক্সে ফাঁকায় পেয়ে গোলরক্ষককে কাটিয়ে জালে পাঠান ভিলিয়ত। শেষ বাঁশি বাজতেই স্মরণীয় জয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ে সেল্‌তা ভিগো। লা লিগায় সবশেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে জিততে পেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। আগামী বুধবার ঘরের মাঠেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে আলোন্সোর দল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com